উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রংদার রোববার

কুড়ি বছর পরের আমির কাছে বছর কুড়ি আগের আমিটা অনেকটাই অজানা। বহু বছর আগের চেনা শহরটাই আজকাল আমাদের স্মৃতিতে বড্ড বেশি মায়াবী। রাজনীতির ময়দানে সেদিনের সহকর্মী হয়তো আজ দুঁদে প্রতিপক্ষ।

প্রাক্তন

১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

নিট প্রশ্ন ফাঁসে গ্রেপ্তার অধ্যাপিকা ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩১°	২২°	৩০°	২৩°	৩১°	২৩°	৩১°	২২°

চিনের দেওয়া উপহার ডাস্টবিনে ১০

সুহাসচন্দ্র তালুকদার স্মৃতি মেধাবৃত্তির ফর্ম
মাধ্যমিক বা সমতুল্য ৯

শিলিগুড়ি ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ রবিবার ৭.০০ টাকা 17 May 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 356

কেলেঙ্কারি ১৫০০ কোটির

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

অরূপ বিশ্বাসের আমলে বিদ্যুৎ দপ্তরে বাংলার অন্যতম বড় কেলেঙ্কারির হদিস। রাজ্যের বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণের নামে কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা লুটের অভিযোগ। রাজ্যে শুরু হওয়া বিদ্যুৎ দপ্তরের 'আরডিএসএস' (রিভ্যাম্পড ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর স্কিম) প্রকল্পে চলছে প্রাতিষ্ঠানিক লুট। দপ্তরের সর্বোচ্চ স্তরের আধিকারিকদের একাংশ, জেলা এবং আঞ্চলিক স্তরের আধিকারিক ও ঠিকাদারদের যৌথ সিন্ডিকেট সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে লুট চালাচ্ছে। সেই সিন্ডিকেটের মধ্যমণি হিসাবে কারবার সামলাচ্ছেন অরূপের ডানহাত হিসাবে পরিচিত 'সোনাদা'। এই দুর্নীতির জাল শুধু সরকারি কোষাগারই খালি করছে না, সাধারণ মানুষের জীবন ও নিরাপত্তাকে ঠেলে দিচ্ছে এক ভয়াবহ বিপদের মুখে। সরকার পরিবর্তন হতেই লুটেরা সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বিদ্যুৎ দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মী, আধিকারিকরা।

পদোন্নতি, বদলির নামে ঘুষ, কাজ পাইয়ে দেবার বদলে কাটমানির লেনদেন- বিদ্যুৎ দপ্তরের এইসব অনৈতিক কারবার এখন আর কারও অজানা নয়। কিন্তু এসবের বাইরে আরডিএসএস প্রকল্পের মেগা-কেলেঙ্কারির সার্বিক ধরন দেখে চোখ কপালে উঠবে যে কারও। সাধারণ মানুষের করের টাকা কীভাবে এক সুসংগঠিত চক্রের পকেটে ঢুকছে, তা জানলে শিউরে উঠতে হয়। কারিগরি বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েই চলছে দুর্নীতি।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

গ্রামে-গঞ্জে বা শহরে রাস্তার ধারে বিদ্যুতের যে খোলা তার দেখা যায়, তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। ঝড়-বৃষ্টিতে তার ছিঁড়ে বিপদ ঘটতে পারে, আবার হুকিং করে বিদ্যুৎ চুরির ঘটনাও এই খোলা তারেই সবচেয়ে বেশি হয়। এই সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধানের জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ১৯,৭৩৮ কোটি টাকার একটি মেগা বাজেট অনুমোদন করে। তাতে রাজ্যেরও অবশ্য কিছুটা শেয়ার আছে। এর মধ্যে একটি বড় অংশ, প্রায় ৭,১১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় পুরোনো খোলা তার বদলে নতুন 'এবি কেবল' (এরিয়াল বাঞ্চড) বসানোর জন্য। এই এবি কেবল হল একটি বিশেষ ধরনের তার, যেখানে অ্যালুমিনিয়াম কনডাক্টরের ওপর মোটা ইনসুলেশন বা প্লাস্টিকের আস্তরণ থাকে, যা দিয়ে তারগুলোকে একসঙ্গে পেঁচিয়ে রাখা হয়। এর ফলে হুকিং করে বিদ্যুৎ চুরি করা যায় না এবং বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঝুঁকিও প্রায় শূন্য হয়ে যায়।

উদ্দেশ্য মহৎ হলেও, এই ৭,১১৫ কোটি টাকার প্রোজেক্টকেই দুর্নীতির চারণভূমি বানিয়েছে সিন্ডিকেটের কারবারিরা। দপ্তরের অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট বলছে, প্রকল্পের

বিদ্যুতের তারে মেগা লুট

মধ্যমণি সোনাদা

- রাজ্যে শুরু হওয়া বিদ্যুৎ দপ্তরের 'আরডিএসএস' (রিভ্যাম্পড ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর স্কিম) প্রকল্পে চলছে প্রাতিষ্ঠানিক লুট
- দপ্তরের সর্বোচ্চ স্তরের আধিকারিকদের একাংশ, জেলা এবং আঞ্চলিক স্তরের আধিকারিক ও ঠিকাদারদের যৌথ সিন্ডিকেট সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে লুট চালাচ্ছে
- শীর্ষ আধিকারিক, জেলা স্তরের অফিসার ও ঠিকাদারদের যৌথ সিন্ডিকেটের মধ্যমণি অরূপ বিশ্বাসের ডান হাত 'সোনাদা'

কোন পথে চুরি

- খাতায়-কলমে দুটি বিদ্যুতের খুঁটির মধ্যেকার বাড়তি দূরত্ব দেখিয়ে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ ভুয়ো বিলিং
- ফিল্ডে আসা প্রতি ড্রাম এবি কেবলে ১০০ থেকে ২০০ কেজি পর্যন্ত ওজনের ঘাটতি
- গোডাউনে কোনও মালপত্র না ঢুকিয়েই কোটি কোটি টাকার ভুয়ো বিল তোলা হয়েছে
- একই তারের ড্রাম দিনে গোডাউনে ঢুকিয়ে রাতে পাচার করে, পরদিন ফের নতুন সরবরাহ দেখিয়ে ডাবল বিল

দুর্নীতির মরণফাঁদ

- টেস্টিং-এ অনুত্তীর্ণ নিম্নমানের বিপজ্জনক ও পাতলা তারকেও হেডকোয়ার্টারের নির্দেশে জাদুবলে 'পাশ' করিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাতে তৈরি হচ্ছে মরণফাঁদ

আমজনতার দেওয়া করের টাকায় ফুলেফেঁপে উঠছে সিন্ডিকেটের কারবারিদের সম্পত্তি। যে কোনও ক্রাইম থ্রিলারকেও হার মানানো বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক লুটের বিস্ফোরক খতিয়ানের অন্তর্তদন্ত।

আজ প্রথম কিস্তি

অন্তত ১৫০০ কোটি টাকা স্রেফ হাওয়া হয়ে গিয়েছে। কীভাবে দুর্নীতি হচ্ছে তা বুঝতে হলে বিদ্যুৎ দপ্তরের অন্দরে উঁকি দিতে হবে। মূলত চারটি সুপরিকল্পিত কৌশলে সাধারণ মানুষের করের টাকা দিনের আলোয় লুট করা হচ্ছে।

যে কোনও সরকারি কাজে ঠিকাদারকে টাকা দেওয়া হয় 'মেজারমেন্ট বুক' বা এমবি-র ভিত্তিতে। দুর্নীতিবাজ ঠিকাদার এবং দপ্তরের শীর্ষ কর্তাদের প্রথম হাতিয়ার হল এই পরিমাপ জালিয়াতি। পদ্ধতিটি খুবই সরল অথচ ভয়ানক। খাতায়-কলমে কাজের পরিমাণ বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছে। বাস্তবে যে কাজ হচ্ছেই না, তার ভুয়ো বিল বানিয়ে কোটি কোটি টাকা তুলে নেওয়া হচ্ছে। ধরুন, রাস্তায় দুটি বিদ্যুতের খুঁটির প্রকৃত দূরত্ব ৩০ মিটার। সেখানে ঠিকাদার তার লাগিয়েছেন ৩০ মিটারেরই। কিন্তু দপ্তরের শীর্ষ কর্তাদের মৌখিক

এরপর চোদ্দোর পাতায়

শুভেন্দুর পাওয়ার প্লে

'পুরোনো কথা ভুলিনি'

অরূপ দত্ত

ডায়মন্ড হারবার, ১৬ মে : আরজি কর ফাইলের পর কাটমানি ফাইল। শুভেন্দু অধিকারী প্রথমটি খুলেছিলেন শুক্রবার। আভাস দিয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তদন্তের আওতায় আনার। ২৪ ঘণ্টা পার হতে না হতে দ্বিতীয় ফাইলটি খুললেন। নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী এবার স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন নিশানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জোরালো গলায় সেই ঘোষণা করলেন অভিষেক-গড় বলে পরিচিত ডায়মন্ড হারবারে।

কলকাতার বাইরে শনিবার ছিল মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম প্রশাসনিক সভা। ফলতায় উপনির্বাচন উপলক্ষ্যে বিজেপির সভায় ভাষণ দেন তিনি। দুই সভাতেই ছিল চড়া সুর। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলা অফিসারদের তিনি মোবাইলের কল রেকর্ড, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট জমা দিতে বলেন। তাঁর কথায়, 'ভাইপোর পিএ'র নির্দেশে কারা কারা ফলতা, ডায়মন্ড হারবার তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অত্যাচার করেছেন, সব বার করব।'

অভিষেকের নাম তিনি উচ্চারণ করেননি বটে, কিন্তু প্রতি কথায় বুঝিয়ে দিয়েছেন, লক্ষ্যটা কে! শুভেন্দুর ভাষায়, 'মাননীয় ভাইপোবাবু, কাল প্রপার্টির লিস্ট আনিয়েছি কলকাতা পুরসভা থেকে। আপনার 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস'-এর ২৪টি সম্পত্তি কলকাতায়।

আমতলায় প্রাসাদের মতো অফিস। সব হিসাব হবে।' লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস অভিষেকের কোম্পানি বলে পরিচিত। ওই কোম্পানির লেনদেন নিয়ে ইডি এর আগে তদন্তও করেছে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

১৫ বছরের ফাইল খুলবেন নিশীথ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর শনিবার দুর্নীতির আঁতুড় হয়ে ওঠা উত্তরকন্যায় প্রথম পা রেখেই পুরোনো ফাইল খোলার

বার্তা দিলেন নিশীথ প্রামাণিক। সাফ জানিয়ে দিলেন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে যে সিন্ডিকেটরাজ চলত এতদিন, তা সমূলে উৎখাত করবেন খুব তাড়াতাড়ি।

মন্ত্রী দাবি করেছেন, 'বেশকিছু পুরোনো ফাইলে অসংগতি দেখা গিয়েছে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় স্বপ্না বর্মন।

এত নির্মম রাজনীতি, আক্ষেপ স্বপ্নার

পূর্ণেন্দু সরকার ও অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৬ মে : 'সোনার মেয়ে' স্বপ্না বর্মনের জন্য ১৮ বছরের বিধায়ক খগেশ্বর বর্মনকে বঞ্চিত করেছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। সেই স্বপ্না এখন বলছেন, 'রাজনীতি এত নির্মম হতে পারে জানলে এই পথে পা মাড়াতাম না।' রাজনীতির পথে চলা বন্ধই করে দিয়েছেন তিনি। পরাজিত তৃণমূল প্রার্থীদের নিয়ে কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা বৈঠকেও যাননি। ওই প্রসঙ্গে কথাই বলতে চান না।

বিধানসভা নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর আড়ালেই চলে গিয়েছিলেন এশিয়াডে সোনাজয়ী অ্যাথলিট স্বপ্না। তাঁর বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তিনি ফের চর্চায় এসেছেন শুক্রবার রাতে। বিতর্কেও জড়ালেন নতুন করে। তাঁর বাড়িতে কেউ বা কারা আগুন লাগিয়েছে বলে শনিবার তিনি নিজেই স্কুটি চালিয়ে একা অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলেন জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানায়।

আত্মীয়রাও বিপক্ষে

জলপাইগুড়ি শহরের কাছে কালিয়াগঞ্জের ঘোষপাড়ায় নিজের পুরোনো বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগে নির্দিষ্ট কারও নাম তিনি পুলিশকে বলেননি। তবে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় ওই ঘটনায় তাঁর কোনও

এরপর চোদ্দোর পাতায়

টোল দিতে নারাজ চালকরা, ঝামেলা ফুলবাড়িতে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : অবৈধ টোল বন্ধের বিষয়ে রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা ফুলবাড়ির ক্যানাল মোড়ের টোল চালানোর ক্ষেত্রে এখন যেন 'পথের কাঁটা'! টানা ১০ দিন বন্ধ থাকার পর, গত শুক্রবার থেকে এই

টোলটি ফের চালু করা হয়েছে। তবে টোল চালু হলেও কিছু ট্রাকচালক এই টোল আদায়কে অবৈধ বলে দাবি করছেন। অভিযোগ, টোলে নির্দিষ্ট টাকা না দিয়ে সেই ট্রাকচালকরা সেখানকার কর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ছেন এবং মাঝেমধ্যে তাঁদের দিকে তেড়েও যাচ্ছেন।

এমন পরিস্থিতিতে বরাতপ্রাপ্ত টোল সংস্থাটি গভীর দুশ্চিন্তায় পড়েছে। ঠিকঠাক টোল আদায় না হলে সংস্থাকে মস্ত বড় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে বলে আশঙ্কা ছড়িয়েছে। বরাতপ্রাপ্ত টোল সংস্থায় কর্মকর্তা সমর ভট্টাচার্য বলেন, 'স্থানীয় ট্রাকচালকদের অনেকে আমাদের টোলকে অবৈধ বলে টাকা দিতে চাইছেন না। টাকা না দিয়েই তাঁদের অনেকে ট্রাক নিয়ে চলে গিয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে টোল চালুর পর থেকে অনেকে টোল ট্যাক্স দেননি।' এই ট্রাকচালকরা আশপাশের বিভিন্ন সিন্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত বলে সমরের অভিযোগ।

ভোটের ফলাফল ঘোষণার দিনই বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে এই টোলটি জোর করে বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু টোল বন্ধ থাকার কারণে রাজ্য সরকারের রাজস্ব আদায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। সেই ক্ষতি রুখতেই পুলিশি সহযোগিতায় শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) ফের বরাতপ্রাপ্ত সংস্থাকে টোল চালু করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু কিছু মানুষ যে টোল চালানোর ক্ষেত্রে সংস্থার কর্মীদের হুমকি দিয়েছেন, সেই বিষয়টি এসজেডিএ-র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক বীরবিক্রম রাই সরাসরি মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেন, '১৯৯৬ সাল থেকে রাজ্য সরকার অনুমোদিত ওই টোলটি চলছে। এটি সম্পূর্ণ বৈধ।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসাক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করলেও আগামীর জন্যে কিছু পদক্ষেপ করতে হতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকলেও সপ্তাহের মধ্যভাগ থেকে তা কাটবে। সন্তানের পড়াশোনার সাফল্যে গর্ববোধ করবেন। নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। আর্থিক লেনদেনে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করুন।

বৃষ : সপ্তাহের শেষদিকে সন্তানের চাকুরিপ্রাপ্তির খবরে স্বস্তি। ব্যবসার কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। পরের জন্যে কিছু করতে পেরে মানসিক তৃপ্তিলাভ। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক আনন্দ। মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। সামাজিক কাজে যুক্ত হয়ে মানসম্মান বৃদ্ধি পাবে।

মিথুন : চাকরির কারণে দূরে যেতে হতে পারে। জমি ও বাড়ি কেনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ছাত্রছাত্রীরা সাফল্য লাভ করবেন। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। প্রেমের সঙ্গীকে অন্য কারও কথায় বিচার করতে গিয়ে সংকটে পড়তে হতে পারে। অপত্যস্নেহের কারণে অধিক অর্থব্যয়। নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। প্রেমের সম্পর্ক পরিবার মেনে নিতে পারে।

কর্কট : সামান্য আর্থিক সমস্যা সপ্তাহের প্রথম দিকে থাকলেও পরে তা কেটে যাবে। আপনার উদারতার সুযোগ নিয়ে নিকট প্রিয়জনেরা টাকাপয়সা নয়ছয় করতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক কোনও পরীক্ষায় সাফল্য মিলবে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে মানসিক দুশ্চিন্তা কমবে। ঋণ পরিশোধ করে স্বস্তি। প্রেমের সমস্যা কাটবে। আবেগের বশে কোনও বিনিয়োগ বা সম্পর্কে জড়াবেন না।

সিংহ : সংসারে সামান্য মতবিরোধ বড় সমস্যার সৃষ্টি করবে। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীরা সক্রিয় হবেন। কোনও সাহসী সিদ্ধান্ত এ সপ্তাহে নিতে হতে পারে। তবে এবিষয়ে অভিজ্ঞ কোনও প্রিয়জনের কাছ থেকে পরামর্শ নিন। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। বিদেশ ভ্রমণের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন এ সপ্তাহে সফল হবে। অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তির যোগ।

কন্যা : বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি। অংশীদারি ব্যবসায় অশান্তি। বিদ্যার্থীরা সাফল্য পাবেন। হঠাৎ মেজাজ হারিয়ে সমস্যার মধ্যে পড়তে হতে পারে। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ। প্রণয়ে সমস্যা হতে পারে। কোনও নতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনা সফল হওয়ার সম্ভাবনা। জমি কেনাবেচায় কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখে নেবেন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন।

তুলা : ব্যবসায় প্রথম সপ্তাহে সামান্য মন্দাভাব চলবে। বস্ত্র ও রত্ন ব্যবসায়ীরা এ সপ্তাহে বাড়তি বিনিয়োগ করতে পারেন। নিজের বুদ্ধির ভুলে কোনও সম্পূর্ণ হয়ে আসা কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। দীর্ঘদিন পূর্বের কোনও কাজের জন্যে এ সপ্তাহে মানসিক যন্ত্রণা। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে গর্ববোধ। ঈশ্বরের আরাধনায় মনে শান্তি পাবেন।

বৃশ্চিক : বাড়িতে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। দূরের কোনও প্রিয়জনের সহায়তায় নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ। সামান্য কারণেই আপনি উত্তেজিত হওয়ায় হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার যোগ্যতা গুরুত্ব পাওয়ায় খুশি হবেন। ভাইবোনের সঙ্গে সপ্তাহের শেষ দিকটি কাটিয়ে মানসিক আনন্দ। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়াতে না পারলে সপ্তাহটি আর্থিক সমস্যায় কাটাতে হতে পারে।

ধনু : মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পেরে স্বস্তি পাবেন। হৃদরোগীরা সামান্য সমস্যাকেও উপেক্ষা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কোনও গোপন প্রকাশ্যে আসায় সামাজিক সম্মান নষ্ট হতে পারে। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। সংসারের কাজে সারা সপ্তাহ পরিশ্রমে যাবে। কাউকে কোনও ব্যক্তিগত কথা বলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

মকর : নিজের ভুলেই ব্যবসায় অতিরিক্ত অর্থব্যয়। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে অযথা সংকটে। সন্তানের জন্যে দুশ্চিন্তা হলেও তা কেটে যাবে। বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝামেলা আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। নতুন যানবাহন কেনার স্বপ্নপূরণ হবে। আধ্যাত্মিক চর্চায় আগ্রহ বাড়বে।

কুম্ভ : বাবার শরীর নিয়ে সপ্তাহ ধরে দুশ্চিন্তা থাকবে। ব্যবসার জন্যে কিছুটা ঋণ নিতে হতে পারে। দূরের বন্ধুর কাছ থেকে আসতে পারে মূল্যবান উপহার। অযথা কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলে সাফল্য আসবে। সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। ভারী কাজ থেকে সাবধানে থাকুন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ।

মীন : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। অধিক লাভের আশায় ব্যবসায় বিনিয়োগ করা ঠিক হবে না। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। কোনও নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। চোখের রোগে ভোগান্তি বাড়বে। আটকে থাকা কাগজগুলো হঠাৎ করেই সম্পন্ন হবে। লটারি বা শেয়ার বাজার থেকে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ভাঃ ২৭ বৈশাখ, ১৭ মে ২০২৬, ২ জেঠ, সংবৎ ১ জ্যৈষ্ঠ সুদি অধিক, ২৯ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।০, অঃ ৬।৮। রবিবার, প্রতিপদ রাত্রি ১১।২৮। কৃত্তিকানক্ষত্র অপরাহ্ণ ৪।০। শোভনযোগ দিবা ৭।২৩ পরে অতিগণ্ডযোগ শেষরাত্রি ৪।২২। কিন্তুঘ্নকরণ দিবা ১২। ৩৯ গতে ববকরণ রাত্রি ১১।২৮ গতে বালবকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, অপরাহ্ণ ৪।০ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, অপরাহ্ণ ৪।০ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ১১।২৮ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ১১।২৮ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ৯।৫৫ গতে ১।১২ মধ্যে। কালরাত্রি ১২।৫৫ গতে ২।১৭ মধ্যে। যাত্রা- শুভ, পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৭।৫২ গতে পূর্বে উত্তরেও নিষেধ, রাত্রি ১১। ২৮ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- গর্ভাধান, দিবা ৭। ২৩ মধ্যে পুনঃ দিবা ১।১২ গতে অপরাহ্ণ ৪।০ মধ্যে ধান্যচ্ছেদন, অপরাহ্ণ ৪।০ গতে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিশ্ব টেলিকমিউনিকেশন দিবস (১৭ মে)। অমৃতযোগ- দিবা ৬। ৪২ গতে ৯।২২ মধ্যে ও ১২। ৪ গতে ২। ৪৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭। ৪৪ মধ্যে ও ১০।৩৪ গতে ১২। ৪০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৪। ৩২ গতে ৫। ২৪ মধ্যে।

গোরুবোঝাই ট্রাক আটক, গ্রেপ্তার ২

হরিরামপুর, ১৬ মে : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই নড়েচড়ে বসল হরিরামপুর পুলিশ। বাংলাদেশে পাচারের আগে শুক্রবার গভীর রাতে হরিরামপুর থানার পুলিশ একটি গোরুবোঝাই ট্রাক আটক করে পাটন এলাকায়। উদ্ধার হয় ৯টি গোরু। আইসি সমীর তামাং জানান, ঘটনাস্থল থেকে গোরুর মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কুশমণ্ডি থানা এলাকার দেহাবন্দের দিক থেকে ট্রাকটি হরিরামপুর হয়ে গঙ্গারামপুরের দিকে যাওয়ার সময় আটক করা হয়। ধৃত গোরুর মালিকের নাম এতাহার শেখ। তাঁর বাড়ি মালদা জেলার কালিয়াচক থানা এলাকায়। ট্রাকচালক গাজোল থানা এলাকার শিবু বসাককেও গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার দুজনকেই গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক সাতদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পাত্র চাই

■ SC, B.A. Eng.(H), 29+/5'-3", সরকারি Staff Nurse, উপযুক্ত উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্র চাই। (M) 9932565662. (C/121895)

■ মালদা নিবাসী, SC, চৌধুরী, 30/5'-1", M.Sc. (Geography), B.Ed., CTET, NET, BTET-I, II, একমাত্র সন্তান, পিতা অবসরপ্রাপ্ত হাঃ স্কুঃ শিক্ষক, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য স্বঃ/অসবর্ণ উপযুক্ত সঃ চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9339817732, 6294693043. (C/115494)

■ উঃ বঙ্গ নিবাসী, কর্মকার, ফর্সা, সুন্দরী, 28/5'-3", B.A., D.El.Ed., প্রাইভেট স্কুল, সুচাকুরে/প্রতিষ্ঠিত স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র চাই, মালদা শহর অগ্রগণ্য। Ph.No. 9932057739. (C/115496)

■ তিলি পাল, ২৯+/৫'-৩.৫", M.Com.(Finance & Accounting Hon.), কলিকাতা বিঃ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর উপযুক্ত অনূর্ধ্ব ৩৪, সঃ/বেঃ সঃ চাঃ, নেশাহীন, ভদ্র পাত্র চাই। M.No. 8145868072. (C/121896)

■ ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, কোচবিহার, M.A. বাংলা, B.Ed., 25/5'-3", সুশ্রী, একমাত্র সন্তান। চাকুরে পাত্র অগ্রগণ্য। Mob : 9434686991.

■ মালদা, দাস, একমাত্র সন্তান, 27/5'-2", B.Tech., ফর্সা, সুন্দরী, শিলিগুড়িতে বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতা পাত্রীর 30-34 মধ্যে সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9434232878, 9474103243. (C/121894)

■ WB, মালদহ, মাহিষ্য, 29/5'-5", MBBS, সরকারি হাসপাতালে (স্থায়ী MO) কর্মরতা, একমাত্র সন্তান (পাত্রীর) অবিবাহিত, WB সরকারি স্থায়ীপদে কর্মরত MBBS/MD/MS/WBCS/উপযুক্ত অফিসার 34 মধ্যে স্বঃ/অসঃ সুপাত্র কাম্য। (M) 9932931958. (C/121899)

■ কায়স্থ, সরকার, একমাত্র কন্যা, 29/5'-3", শ্যামবর্ণা, M.A. (Eng.), B.Ed., ICSE স্কুলে চাকরিরতা পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি চাকুরে, সুঃ প্রঃ ব্যবসায়ী, অনূর্ধ্ব 34, পাত্র কাম্য। কেবলমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন। (M) 8918420653. (A/B)

■ সাহা, 22+/4'-11", তুফানগঞ্জ নিবাসী, প্রথমা কন্যা, M.A. পাঠরতা কন্যার জন্য 30 অনূর্ধ্ব, সরকারি চাকরি অথবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। মোঃ 9434689891. (D/S)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, ২৮, M.A., প্রাইভেট চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9242398532. (C/121912)

■ মালাকার, 28/4'-8", M.A., B.Ed., NET, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। চাকরিজীবী অগ্রগণ্য। আলিপুরদুয়ার। (M) 9064186490. (C/120186)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 24, B.Sc., B.Ed., প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র চাই। 9242412769. (C/121912)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১, M.Sc., সরকারি স্কুল শিক্ষিকা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 9242547789. (C/121912)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, MBA, সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরতা, গানে বিশারদ, এইরূপ পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী পাত্র চাই। 9382435745. (C/121912)

■ পাত্রী শিলিগুড়ি নিবাসী, সুন্দরী, ৩১/৫'-৩", Ph.D., দেবারিগণ, মাঙ্গলিক, মাতা মৃত ও বাবা ব্যবসায়ী। উপযুক্ত পাত্র চাই। পাত্র অবশ্যই শিলিগুড়ি নিবাসী, ৫'-৮" থেকে ৬ ফুট-এর মধ্যে ভদ্র, সুন্দর, যত্নশীল ও একমাত্র সন্তান হওয়া প্রয়োজন। স্বল্প আয় হলেও চলবে। কিন্তু নিজস্ব বাড়ি থাকা আবশ্যক। পিতা বা মাতা একজন বা দুইজন অথবা না থাকলেও গ্রহণযোগ্য। যোগাযোগ-8597531327. (C/121893)

■ ব্রাহ্মণ, 31, Ph.D.-রত শিক্ষিকার জন্য অধ্যাপক/ব্যাংক/উপযুক্ত সরকারি কর্মী, ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। (P) 9002875953. (C/121916)

■ Gen., 29/5'-3", B.A., D.El. Ed., সুশ্রী, পিতা রিঃ সঃ অফিসার, উপযুক্ত সঃ/বেঃ সঃ চাকুরে/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 7063395551. (C/121917)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 29/4'-10", B.A. পাশ, ফর্সা, সুশ্রী, প্রাঃ শিক্ষিকা, পিতা অঃ প্রাথমিক শিক্ষক। অনূর্ধ্ব 36, Gen., সরকারি চাকুরে, উঃ/দঃ দিনাজপুর নিবাসী পাত্র কাম্য। (M) 9434078920. (C/121917)

■ Gen., 28/5'-3", M.A., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী, শান্ত পাত্রীর জন্য সঃ/বেঃ সঃ/প্রাতমিক শিক্ষক, ভদ্র পরিবারের যোগ্য ভদ্র পাত্র চাই। সত্বর বিবাহ। Mob.No. 8597635530. (C/121533)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, উরাও সম্প্রদায়, 32, H.S., পাত্রীর জন্য হিন্দু উরাও উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 8099362127. (C/121532)

■ বারুজীবী (মিত্র), 5'-5"/27, B.Sc., B.Ed., বীরপাড়া, নিজস্ব ব্যবসা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন সুপাত্র কাম্য। 8145966888. (C/113780)

■ কায়স্থ, ২৭+/৫'-৩", M.Tech., একমাত্র কন্যা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, Private Bank কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, সরকারি চাকরিজীবী, কায়স্থ, অনূর্ধ্ব ৩৩ পাত্র কাম্য। (M) 9436677253. (C/121879)

■ বারুজীবী, M.A., B.Ed., 33/5'-3", প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য আলিপুরদুয়ারের মধ্যে সুযোগ্য পাত্র চাই। (M) 8759473826. (C/120185)

পাত্র চাই

■ জন্ম Nov. 1987, M.A., MCA, 5'-2", ডিভোর্সি। সরকারি চাকরিরতা ৬০ পর্যন্ত। চাকরি বজায় রেখে এইরূপ পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী Bank, LIC, Rly., PSU উপযুক্ত পাত্র চাই। ডিভোর্সি চলবে। কোচবিহার, আলিপুর জেলা অগ্রগণ্য। (M) 6297744573. (C/120697)

■ পাত্রী কায়স্থ, 33+/5'-3", M.Sc. (Physics), B.Ed., CBSE School Teacher, Govt. Job পাত্র চাই, জলপাইগুড়ি/শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। Phone : 8653646714. (M/M)

■ মালদা নিবাসী, কুণ্ডু, 28/5'-2", M.A., B.Ed., (বাংলা), E.Q (আর্ট শিক্ষিকা), ফর্সা, সুশ্রী, পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। সরকারি চাকরিজীবী বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 9476291389. (C/121918)

■ ব্রাহ্মণ, 26, M.A. (Beng.), D.El. Ed., B.Ed., 5'-3", সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 8101660019. (S/C)

■ 37, স্বল্প ডিভোর্সি, হাইস্কুল টিচার, গভঃ জব পাত্র চাই, সিরিয়াস আগ্রহীরাই ফোন করবেন। 9732855401. (C/121924)

■ কায়স্থ, ফর্সা, 32, M.A., D.Ed., 5ft. 1 inch., শিলিগুড়ি, নেশাহীন পাত্র চাই, ডিভোর্সি চলবে। 7439691336. (C/121930)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩৩, B.Sc., সরকারি দপ্তরে কর্মরতা, এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 6297245926. (C/121935)

■ কায়স্থ, 28, গ্র্যাজুয়েট, GNM (Nurse), সরকারি চাকুরে উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য পাত্র কাম্য। ম্যাট্রিমনি নয়। 9647826532. (C/121936)

■ কায়স্থ, 28/5'-2", B.A. পাশ, পাত্রীর জলপাইগুড়ি নিবাসী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 7469021375. (C/121543)

■ কর্মকার, 5'-2", 27 বছর, ফর্সা, সুশ্রী, Geo. (Hons.), GNM CHO পদে কর্মরত পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9733256004. (C/121540)

■ জেনারেল, 29/5', B.Sc., ফর্সা, সুশ্রী, জলপাইগুড়ি নিবাসী, পিতা Retd. Central Govt., মাতা গৃহবধূ। সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9650776723. (C/121544)

■ কায়স্থ, 24/5'-5", M.A., English (H), D.Ed., একমাত্র কন্যা। সরকারি চাকরিজীবী সুপাত্র কাম্য। মোঃ 9635000797. (D/S)

■ SC, 27/5'-3", B.Tech., Govt. Bank-এ কর্মরত, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9734485015. (C/121762)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫+, সুন্দরী, শিক্ষিতা ও নিজস্ব ইন্টেরিয়র ডিজাইন-এর ব্যবসা। পিতা ও মাতা সরকারি কর্মচারী। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9242295120. (C/121762)

■ জন্ম ১৯৯৬, নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিক্ষিতা, প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9242295120. (C/121762)

■ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী পরিবারের কন্যাসন্তান, ২৫+, M.Com. পাশ ও গভঃ ব্যাংক-এ চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/121762)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯+, B.Tech. পাশ ও বর্তমানে নামী IT-তে চাকরিরতা। পিতা সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/121762)

■ উত্তরবঙ্গ, ডিভোর্সি, পাত্রী ৩৮+, ICDS পদে চাকরিরতা। পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 7679478988. (C/121762)

■ ২৬+, আদি বাড়ি উত্তরবঙ্গে হলেও বর্তমানে কলকাতায় কর্মরতা ও বসবাসকারী। M.A., B.Ed. পাশ ও প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা। পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/121762)

■ বারুজীবী, B.A., Eng.(H), 33/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9641837016. (C/120187)

■ এমএ, বিএড, কম্পিউটার (DOAP) জানা, SC রাজবংশী, ঘরোয়া, সুশ্রী, উচ্চতা ৫'-৮", বয়স ২৮, পিতা-মাতা সরকারি উচ্চপদে চকরিরত কন্যার জন্য সরকারি চাকরিজীবী সুপাত্র কাম্য। মোঃ ৯৪৩৪৪৯৬১৫৮, ৯৮৩২৩৫০১০৯ (রাত ৭টার পর)। (C/121891)

■ পাত্রী কায়স্থ, 5'-2", উচ্চমাধ্যমিক (Back), মধ্যমবর্ণা, সুমুখশ্রী, 48 থেকে 50 মধ্যে পাত্র চাই। (M) 8101827828. (C/121919)

■ Siliguri, 30+/5'-5", শিক্ষিকা, ব্রাহ্মণ পাত্রীর জন্য, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। ব্রাহ্মণ অগ্রগণ্য। (M) 7001929331. (C/113787)

■ 32+/5'-4", ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ গোত্র, মালবাজার নিবাসী, B.A. পাশ, ফর্সা, নাচ, গান, আঁকায় পারদর্শী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। (M) 9679738599. (B/B)

■ পাত্রী শীল, ৩২ বছর, গ্র্যাজুয়েট, সুশ্রী, কর্মরত পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, চাকরি/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। বালুরঘাট। 7585011486. (C/121931)

■ কায়স্থ, ফর্সা, 27/5'-2", B.Tech., IT সেক্টর ব্যাঙ্গালোরে কর্মরতা পাত্রীর উত্তরবঙ্গ নিবাসী যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9740912869 (11 A.M. - 6 P.M.). (S/M)

■ কায়স্থ, 33/5', M.A. (Eng.), সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার অগ্রগণ্য। 9064202918. (C/120191)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬ বছর, M.Sc., পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9933199942. (C/121935)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭ বছর, M.A., ভালো গান জানে, এরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 6297176324. (C/121935)

■ জাতিভেদ নেই, 24/5'-3", ঘরোয়া, সুন্দরী, গান জানা, গৃহকর্মে নিপুণা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। পাত্রীর জন্য ভালো এবং নেশাহীন উপযুক্ত পাত্র দরকার। 9733066658. (C/121762)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৪, M.Sc. পাশ ও বর্তমানে একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা। পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/121762)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সুশ্রী, ২৬, M.A. ইন ইংলিশ, বর্তমানে সরকারি ব্যাংকে কর্মরত। পিতা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা স্কুল টিচার। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/121762)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, জন্ম ১৯৯৮, M.Sc. পাশ, সুশ্রী, প্রাইভেট স্কুলে কর্মরতা। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত কন্যাসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/121762)

পাত্রী চাই

■ পাত্র প্রাথমিক শিক্ষক, ৩২/৫'-৭", গোত্র কুজুর (ওঁরাও) মা-বাবা নেই, ফালাকাটা সংলগ্ন বাড়ি। ৩০-এর মধ্যে শিক্ষিতা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। ফোন-9679778297, 9734373175. (B/S)

■ EB, তন্তুবায়, 28+/5'-2", Bangalore-এ কর্মরত (B.Tech.), 36 LPA, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। Mob./W/A : 8133887891. (K)

■ কর্মকার, 29/5'-9", B.Tech., রাঃ সঃ চাঃ, মালদা। ফর্সা, সুন্দরী, শিক্ষিত, ভদ্র পরিবারের অনূর্ধ্ব 25, স্বঃ/অসঃ পাত্রী চাই। 9734974834. (C/115496)

■ কায়স্থ, 31+, B.A., 5'-5", সরকারি প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক, পাত্রের ফর্সা, সুশ্রী, সরকারি চাকুরে, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। (M) 9474591383. (S/C)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩, MBA, সরকারি ব্যাংক-এ ম্যানেজার পদে কর্মরত, এরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9242547789. (C/121912)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৭, Ph.D., সরকারি কলেজে প্রফেসর। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। 8637896519. (C/121912)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ-এ উচ্চপদে কর্মরত। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9382435745. (C/121912)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, জন্ম 1994, 5'-4", প্রাইভেট ব্যাংকে (Ujjiban Bank) কর্মরত, আলিপুরদুয়ার নিবাসী পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, গ্র্যাজুয়েট পাত্রী কাম্য। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 9733988925. (C/120190)

■ কুলীন কায়স্থ, ঘোষ, 38/5'-8", রায়গঞ্জ নিবাসী, B.Sc. (Hons.), Software, সরকারি স্কুলের ICT শিক্ষকের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। কর্মরতা অগ্রগণ্য। (M) 7872818924. (C/121917)

■ মাহিষ্য, রায়গঞ্জ নিবাসী, 31/5'-9", SI of WBP পাত্রের জন্য অনূর্ধ্বা 26, শিক্ষিতা, সুশ্রী, ঘরোয়া, লম্বা ও জেনারেল পাত্রী কাম্য। (M) 6294117121. (C/121917)

■ বিদ্যুৎ দপ্তরের গ্রুপ-C পদে স্থায়ী সরকারি চাকুরে, 32/5'-6", পাত্রের জন্য শিক্ষিত, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী চাই। রায়গঞ্জ। (M) 9614906228. (C/121917)

■ ব্রাহ্মণ, নরগণ, 35/5'-8", M.A., MNC-তে কর্মরত, নিজস্ব বাড়ি, 25-30, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9635879353. (C/121536)

■ বারুজীবী, 38/6'-1", প্রতিষ্ঠিত একাধিক ব্যবসা, দ্বিতল বাড়ি, নিজস্ব গাড়ি, দাবিহীন একমাত্র পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (ST/SC বাদে)। (M) 9563833448. (C/120699)

■ পঃ বঃ ব্রাহ্মণ, 36+/5'-1", উত্তর দিনাজপুর নিবাসী, একমাত্র পুত্র। মাধ্যমিক পাশ। লজের ম্যানেজার। দাবিহীন পাত্রের জন্য 28-32'এর মধ্যে সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9382158811. (S/N)

■ Gen., 36+/5'-9", B.Tech., বেঃ সঃ কোম্পানি কর্মরত, একমাত্র ছেলের জন্য মধ্যবিত্ত পরিবারের 29-30 বছর বয়সের সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য, জাতি বাধা নেই, জলপাইগুড়ি সংলগ্ন অগ্রগণ্য। অভিভাবক সরাসরি যোগাযোগ করবেন। (M) 9434715380. (C/121882)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, General (কায়স্থ), 29 Yrs., 5 ft. 8 inch., সুদর্শন, ডাক্তার (Dentist), MDS, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। মাতা সরকারি চাকরিরতা, অভিজাত, বনেদী পরিবার। প্রকৃত সুন্দরী, MBBS, BDS, MDS স্থায়ী সরকারি চাকরিরতা, 23-27 Yrs.-এর মধ্যে অভিজাত পরিবারের যোগ্য পাত্রী চাই। আগ্রহী পাত্রীর অভিভাবকগণ বায়োডাটা, সাম্প্রতিক ছবি সহ অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। 9434144136, 8976033300. (C/121883)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, বিএ পাশ (৩০) পাত্রের জন্য বিএ পাশ, ঘরোয়া, সুন্দরী ২৫-এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। 7029370652. (C/121787)

■ কোচবিহার নিবাসী, সুদর্শন, কায়স্থ, MDS ডাক্তার, একমাত্র সন্তান, ৩৫/৫'-১১", অতিস্বল্পকালীন ডিভোর্সি পাত্রের জন্য ৩২ অনূর্ধ্বা, BDS/B.Sc. Nursing, সুন্দরী, রুচিশীল পাত্রী চাই। ফোন : ৯৪৩৪৩১৭৮২৬. (C/121929)

■ কুলীন কায়স্থ, 39/5'-7", বাবুপাড়া শিলিগুড়ি নিবাসী, পৈত্রিক ব্যবসা, B.Com. LLB, কায়স্থ পাত্রী কাম্য। 9002399928. (C/113789)

■ কায়স্থ, 30+/5'-8", M.Sc. (Genetics), শিলিগুড়ি নিবাসী, বর্তমানে Bangalore-এ কর্মরত, নরগণ ব্যতীত বয়স 26-এর মধ্যে মাঙ্গলিক পাত্রী কাম্য। চট্টগ্রাম অগ্রগণ্য। Matrimony নিষ্প্রয়োজন। (M) 9775557957, 8250057303. (C/113791)

■ পাত্র 40+, B.A., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নিজস্ব বাড়ি, কায়স্থ পাত্রের সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9932427977, 8637042290. (S/M)

পাত্রী চাই

■ পালচৌধুরী, 35, B.A., 5'-5", শিলিগুড়ি নিবাসী, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9434493752. (C/121920)

■ সাহা, 28, ডি.ফার্ম, 5'-4", একমাত্র পুত্রের ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। অভিভাবক যোগাযোগ কাম্য। (M) 7679955817. (S/C)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ দে, 25+/5'-8", GNM Pass, নিজস্ব বাড়ি। একমাত্র পুত্র, প্রাইভেট হসপিটালে নার্সিং স্টাফ পদে কর্মরত পাত্রের জন্য সাংসারিক, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9749099150. (C/121923)

■ কোচবিহার, একমাত্র পুত্র, নিজস্ব Auction ও Valuation ব্যবসা, মা ও ছেলে। মা পেনশনার (Govt.), 36 মধ্যে সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9832539450. (C/121926)

■ সাহা, 31/5'-8", বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত (Work from Home) পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7908576162. (C/121927)

■ ব্রাহ্মণ, 32/5'-8", সুশ্রী, ফর্সা, ট্রিপল এমএ, ডিএলইডি, বেঃ সঃ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক। সুন্দরী, নম্র স্বভাবের পাত্রী চাই। মোঃ 9093670692. (D/S)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, দোতলা বাড়ি, সরকারি কর্মচারী, একমাত্র ছেলে, বয়স ২৯+/৫'-৬", গ্র্যাজুয়েট। উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9832050431. (C/121760)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, সাহা, 37/5'-6", একমাত্র ছেলে, ডিভোর্সি, ফোটো জার্নালিস্ট। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী, মাতা গৃহিণী। পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 8918417733, 9832468139. (C/121760)

■ বারুজীবী, দাস, বেসরকারি চাকরি, M.A. পাশ, 35/5'-4", নিজস্ব বাড়ি নেই, পিতৃ-মাতৃহীন, দাবিহীন পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 7001152801, শিলিগুড়ি। (C/121760)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কর্মকার, 31+/5'-7", MBA, প্রাইভেট কোম্পানীতে পুনেতে কর্মরত। চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি, কোচবিহার অগ্রগণ্য। শুধুমাত্র অভিভাবকই যোগাযোগ করবেন। (M) 9932305921, 6294185912. (C/121403)

■ মাহিষ্য, বয়স 34+ বছর, উচ্চতা 5'-6", M.A., B.Ed., সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য গৃহকর্মে নিপুণা, ঘরোয়া, সুশ্রী, B.A. পাশ পাত্রী কাম্য। দক্ষিণ দিনাজপুর অগ্রগণ্য। (M) 9800910898. (C/121931)

■ গন্ধবণিক, 32/5'-7", B.Com., নর, প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত হাইস্কুল শিক্ষক পাত্রের জন্য উপযুক্ত সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9749851141. (C/121932)

■ পাত্র রাজবংশী, 28/5'-10", B.E., সরকারি ব্যাংককর্মী, একমাত্র সন্তানের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ-9476358685. (C/121933)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৯ বছর, B.Tech., রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9933199942. (C/121935)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫ বছর, B.Tech., রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত, এরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9091607897. (C/121935)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৪ বছর, সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরত, একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7029241726. (C/121935)

■ পূঃ বঃ ঘোষ, জন্ম ১৯৮৪, উচ্চতা ৫'-৭", Accountant Asst. Manager, কলিকাতায় চাকরিজীবী, মধ্যবিত্ত, জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য স্নাতক, চাকরিরতা, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। Ph : 8584086860, সময় : 5 to 10 P.M. (C/121541)

■ উঃ বঙ্গ নিবাসী, মাহিষ্য, 35/5'-7", B.Tech. (Civil), MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য স্বঃ/অসবর্ণ, উপযুক্ত পাত্রী চাই। M.No. 8918930134, W/App No. 7430967071. (C/121937)

■ উত্তরবঙ্গ, ৩১+, পাত্র শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত ফ্যামিলি বিজনেস-এর সাথে যুক্ত। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পরিবারের পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9242295120. (C/121762)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়িতে নিজস্ব গৃহ ও সংলগ্ন চিকিৎসাকেন্দ্রে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত দন্ত চিকিৎসক, B.Sc., BDS, দেবগণ, 39/5'-7", উক্ত নেশাহীন ও দাবিহীন পাত্রের জন্য অনূর্ধ্বা 31+/5'-2"-3", শিক্ষিতা, ফর্সা, ভালো মানসিকতাসম্পন্না কায়স্থ/বণিক সুপাত্রী কাম্য। (M) 9434872996, W/A : 8389020719. (C/121761)

■ রাজবংশী, 32/5'-8", M.Tech., কলকাতায় Central Govt.-এ অফিসার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9836935367. (C/121762)

■ ব্রাহ্মণ, 31/5'-8", M.Tech., Central Govt.-এর উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। 7407777995, (Caste no bar). (C/121762)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮+, MBA পাশ ও সেন্ট্রাল গভঃ FCI ডিপার্টমেন্ট-এ কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 9330394371. (C/121762)

■ বয়স ৩২, শিলিগুড়ি নিবাসী, ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পরিবারের উপযুক্ত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 7596994108. (C/121762)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৪+, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরত। পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্রী কাম্য। লোকেশন ও কাস্ট নো বার। (M) 9242295120. (C/121762)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, বয়স : ৩১+, উচ্চতা ৫ ফিট ৭ ইঞ্চি, গায়ের রং ফর্সা, BHMS পাশ-হোমিও ডাক্তার, নিজস্ব চেম্বার ও বাড়ি আছে, পিতা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, পিতা-মাতার একমাত্র সন্তানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্রী চাই। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন-(M) 9832068674. (C/121760)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, ৩৩+, M.Com. ও MBA পাশ ও সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 7679478988. (C/121762)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, B.Tech. পাশ ও বর্তমানে নামী MNC কোম্পানিতে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/121762)

■ উত্তরবঙ্গ, ডিভোর্সি, ৪৫+, রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী ও নিজস্ব ব্যবসা আছে। পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 7679478988. (C/121762)

■ ২৯+, উত্তরবঙ্গের স্মৃতি বুকে নিয়ে এখন কলকাতার বাসিন্দা। B.Tech. পাশ ও নামী IT-তে চাকরিজীবী। পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রী কাম্য। (M) 9874206159. (C/121762)

■ পাত্র পাল, কায়স্থ, ৩১/৫'-৪", B.Com. পাশ, ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে নিজস্ব বাড়ি, একমাত্র পুত্র। পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 8637087218. (C/121762)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, B.Com. পাশ, বয়স 38+/5'-2", SC, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নিজের ফ্ল্যাট, জমি আছে। দাবিহীন পাত্রী চাই। (M) 9832039258. (C/121761)

■ উত্তরবঙ্গের স্থায়ী নিবাসী, বয়স ৩৪ বছর, বর্তমানে সরকারি কলেজের স্থায়ী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও মাতা গৃহবধূ। সুশিক্ষিতা, ভদ্র ও যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9874206159. (C/121762)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 34/6', বিটেক, শেয়ার বাজারে কর্মরত। পাত্রের জন্য শিক্ষিত সুপাত্রী চাই। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। 9933807693. (C/121764)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 999/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/121762)

■ মিলন ওয়েডলক ম্যাট্রিমনি সেন্টার, কলিকাতা, শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি ও দুর্গাপুর। পুরোপুরি অফলাইন। ফ্রি রেজিস্ট্রেশন। (M) 9007016088. (C/121196)

ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধের প্রভাব

মহার্ঘ বিটুমেন, থমকে কাজ

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৬ মে : শুধুমাত্র হেঁশেলে নয়, ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধের প্রভাব রাস্তার কাজেও পড়েছে। বিটুমেনের দাম প্রায় আড়াইগুণ বেড়ে গিয়েছে। আর এর জেরে বিটুমেন দিয়ে তৈরি রাস্তার কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। এই কাজের ভবিষ্যৎ কী, তা কারও জানা নেই। বিটুমেন কেনার জন্য সরকার থেকে কেজিপ্রতি ৩৭ টাকা মেলে। ঠিকাদারদের দাবি, এটি কিনতে ৫৯ টাকার মতো লাগে। তবুও এর মধ্যে তাঁরা কাজ করে যাচ্ছিলেন। দাম বেড়ে এখন কেজিপ্রতি ১০২-১১০ টাকা হয়েছে। বর্তমানে সমস্যা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে।

কোচবিহার কনট্রাক্টর্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য বিশ্বজিৎ বসুর বক্তব্য, '২০১৭ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত সরকার এই দাম বদল করেনি। যদিও প্রতি তিন বছর অন্তর বিটুমেনের দাম পরিবর্তন করার কথা।' সমস্যার বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ইতিমধ্যেই চিঠি দিয়েছেন ফেডারেশন অফ কনট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শুভাশিস ঘোষ। তাঁর কথায়, 'এবার দপ্তর বিবেচনা করে যদি এ বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করে তবে রাস্তার কাজে অনেকটাই সুবিধা হবে।'

শিবপুর রোডে বিটুমিনের কাজ শুরু করা যায়নি।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার (ডব্লিউবিএসআরডিএ) আক্রারহাট থেকে গোসানিমারি পর্যন্ত রাস্তাটিও একই কারণে সমস্যায় পড়েছে। প্রধানমন্ত্রীর গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে যেসব রাস্তার কাজের টেন্ডার কিছুটা পরে হয়েছে সেসব জায়গাতেই শুধুমাত্র প্রিমিক্স এবং বিটুমেনের কাজ আটকে রয়েছে। এছাড়া আগে যেসব রাস্তার কাজ ধরা হয়েছিল সেসব কাজ নিয়ে কোনও সমস্যা হচ্ছে না বললেন ডব্লিউবিএসআরডিএ-র এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শান্তনু বর্মন। একই কথা শোনা গেল মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেটের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অভিনন্দন দিন্দার মুখেও। পেভার্স ব্লক ও সিমেন্ট কংক্রিটের রাস্তা তৈরি করা হলেও বন্ধ হয়ে আছে পিচ বা বিটুমেনের রাস্তা তৈরির কাজ। তুফানগঞ্জ ও দিনহাটার দুটি রাস্তা পথশ্রী প্রকল্পে রয়েছে। সেখানে পিচের দাম বেড়ে যাওয়ায় আটকে আছে রাস্তার কাজ। রাস্তার কাজ বন্ধ থাকায় শ্রীবাস বণিকের মতো অনেক ঠিকাদার সমস্যায় পড়েছেন।

- ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের প্রভাবে বিটুমেনের দাম বেড়েছে
- এর জেরে কোচবিহার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তার কাজে সমস্যা হচ্ছে
- সমস্যার বিষয়ে ওপরমহলকে চিঠি দিয়েছে ঠিকাদারদের সংগঠন

তবে জেলা পরিষদের এই ধরনের কোনও সমস্যা হয়নি বলে জেলা পরিষদের ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার দেবপ্রিয় নিয়োগী জানিয়েছেন। পূর্ত দপ্তরের কোচবিহার ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মৃন্ময় দেবনাথ বললেন, 'আমাদের এই মুহূর্তে কোনও পিচের রাস্তার কাজ হচ্ছে না। সেজন্য এই সমস্যায় পড়তে হয়নি। না হলে খুবই অসুবিধা হত।' পূর্ত দপ্তরের (সড়ক) এক আধিকারিক বলেন, 'যেহেতু এটি কোনও বিচ্ছিন্ন বা আঞ্চলিক ঘটনা নয়, গোটা ভারতবর্ষেরই এক অবস্থা, সেই কারণে যাঁরা টেন্ডার করার দায়িত্বে আছেন, তাঁরা চাইলে বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতেই পারেন। না হলে এই রাস্তাগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে।'

জল্পেশ মন্দিরের উন্নয়নের আশা

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৬ মে : ভোট প্রচারে এসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ঘোষণা করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এলে জল্পেশ মন্দিরের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে। রাজ্যে পালাবদলের পর এবার জল্পেশ মন্দিরের উন্নয়ন নিয়ে আশায় বুক বাঁধছেন মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য থেকে শুরু করে এলাকার বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা। বোর্ডের সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেব বলেন, 'নিশ্চিতভাবে বলা যায়- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন কথা দিয়েছেন, জল্পেশ মন্দিরের উন্নয়ন হবেই।'

বিধানসভা নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল জল্পেশ মন্দির। নাম ঘোষণার পর সব রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা যেমন এই মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেছিলেন, তেমনি ভোটের প্রচার পর্বেও বারবার উঠে এসেছিল জল্পেশ মন্দিরের উন্নয়নের কথা। সব পক্ষই তুলে ধরছিল জল্পেশ মন্দিরকে কেন্দ্র করে তাদের উন্নয়নের ফিরিস্তি। সব মিলিয়ে ময়নাগুড়িতে ভোট প্রচারের অন্যতম ইস্যু ছিল এই জল্পেশ মন্দির।

গত ১৫ এপ্রিল রাজগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় ভোট প্রচারে এসে বক্তব্য রাখতে উঠে অমিত শা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, রাজ্যে ক্ষমতায় এলে বিজেপি সরকার জল্পেশ মন্দিরের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে সংস্কার করবে। তাঁর কথায়, 'জল্পেশ মন্দির অত্যন্ত প্রাচীন। এই মন্দিরে সুযোগসুবিধা তেমন নেই, ভোটের পরেই বিজেপি সরকার জল্পেশ মন্দিরের উন্নয়ন করবে।' শুধু তাই নয়, এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও একাধিক সভায় জল্পেশ 'বাবা জল্পেশ'-এর নাম তুলে ধরে মন্দিরের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর এবার মন্দিরের উন্নয়ন নিয়ে আশায় বুক বাঁধছেন ময়নাগুড়িবাসী।

মন্দিরে আসা এক পুণ্যার্থী দেবার্ঘ্য মুখোপাধ্যায় বলেন, 'জল্পেশ মন্দিরে প্রতিবছর স্থানীয় ও বহিরাগত সহ প্রচুর পুণ্যার্থী আসেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্যোগে যদি মন্দিরের উন্নয়ন হয়, তবে তা খুবই আনন্দের বিষয়।' স্থানীয় বাসিন্দা অমর রায় বলেন, 'মন্দিরের উন্নয়ন হলে পুণ্যার্থীদের আগমন আরও বাড়বে। এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে।'

এব্যাপারে বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সহ সভাপতি চঞ্চল সরকারের মন্তব্য, 'নতুন সরকার সদ্য গঠিত হয়েছে। আগামীদিনে জল্পেশ মন্দিরের উন্নয়ন হবে, এটা নিশ্চিত করে বলা যায়। বিষয়টিকে আমরা খুবই গুরুত্ব দিয়ে দেখছি।'

সংবর্ধনা

তপন, ১৬ মে : মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৮৭ নম্বর পেয়ে তপন ব্লকের মধ্যে সম্ভাব্য প্রথম হয়েছে ধাইনগর হাইস্কুলের পড়ুয়া বিপ্রদীপ সরকার। শনিবার বিপ্রদীপের বাড়িতে গিয়ে তাকে সংবর্ধনা জানান তপন বিধানসভার বিধায়ক বুধরাই টুডু। তার এই সাফল্যে খুশির আবহ এলাকাজুড়ে।

উত্তরের স্কুলগুলির জন্য অঞ্চলভিত্তিক গরমের ছুটি

কথা রাখার আশ্বাস শংকরের

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : বিরোধী দলের বিধায়ক যখন ছিলেন, তখনও উত্তরবঙ্গের স্কুলগুলির জন্য আলাদাভাবে গরমের ছুটি ঘোষণার দাবিতে সরব হয়েছিলেন শংকর ঘোষ।

কারণ বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায়, যখন ছুটি শুরু হচ্ছে, তখন এখানে তুলনামূলক গরম কম অনুভব হয়। আবার যে সময় রোদের তেজে হাঁসফাঁস অবস্থা উত্তরের, সেসময় হয়তো ছুটি শেষের পথে। মাঝেমধ্যে তাই ঘোষিত ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হত শিক্ষা দপ্তরকে। বিঘ্ন ঘটত পঠনপাঠনে। প্রশ্ন বরাবরের, কেন দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একই সময়ে উত্তরবঙ্গের বিদ্যালয়গুলিতে গরমের ছুটি হবে?

'২৬-এ ক্ষমতায় এসেছে শংকরের দল। সেই পুরোনো দাবি ভোলেননি শিলিগুড়ির বিধায়ক। কথা রাখার ঢঙে শনিবার বললেন, 'এই মুহূর্তে শিক্ষা দপ্তর মুখ্যমন্ত্রীর (শুভেন্দু অধিকারী) হাতে রয়েছে। নিশ্চিতভাবে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিবকে জানাব। আমার বক্তব্য যাতে কার্যকরী হয়, সেটাও নিশ্চিত করব। পরশুদিন শিক্ষাসচিবের সঙ্গে কথা বলে এব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নেব।'

সংক্ষিপ্ত মন্ত্রীসভা গঠন, বিধায়কের শপথের পর এদিন শিলিগুড়িতে ফিরেছেন 'জায়েন্ট কিলার'। শহরে এসেই শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দলীয় কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে যান তিনি। সেখানেই বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালীন ছুটি দিতে স্থানীয় আবহাওয়াকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা মনে করানোয় শংকর প্রতিশ্রুতি পূরণের আশ্বাস দেন। প্রসঙ্গত, তাঁকে এখনও পর্যন্ত কোনও দপ্তর বণ্টন করা হয়নি। তবে, সামাজিক মাধ্যমে প্রথম দিন থেকে অনেকেই শিলিগুড়ির বিধায়ককে শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাইছেন।

শিলিগুড়িতে বিজেপির অভিনন্দন যাত্রায় রাজু বিস্ট ও শিখা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে শংকর ঘোষ। - সঞ্জীব সূত্রধর

> **এই মুহূর্তে শিক্ষা দপ্তর মুখ্যমন্ত্রীর (শুভেন্দু অধিকারী) হাতে রয়েছে। নিশ্চিতভাবে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাসচিবকে জানাব। আমার বক্তব্য যাতে কার্যকরী হয়, সেটাও নিশ্চিত করব।**
>
> **শংকর ঘোষ, বিধায়ক**

শংকর এদিন সকালে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে স্কুটারে চেপে বাড়িতে ফেরেন। কোনও বিলাসবহুল গাড়ি কিংবা পুলিশের ভিড় চোখে পড়েনি। বরাবরের মতোই শিলিগুড়িবাসীর 'বন্ধু' তাঁর দলেরই এক নেতাকে পেছনে বসিয়ে নিজেই চালিয়ে ভারতনগরের বাড়িতে ফেরেন। তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে মানুষের ঢল ছিল। অপেক্ষায় ছিলেন বিভিন্ন বয়সিরা। সংবর্ধনা, শুভেচ্ছায় আপ্লুত শংকর বলেন, 'শিলিগুড়ি আমার কাছে চাঁদের পাহাড়। শহরে আমার অনেক অভিভাবক রয়েছেন। কেউ দাদা, ভাই বলে ডাকেন। নিজেদের পরিজনদের কাছে ফিরতে পারা আনন্দের, গর্বের। এবার ফিরে আসা বহু প্রত্যাশা নিয়ে।'

বিধায়ক জানালেন, তাঁকে রবিবারই ফের কলকাতায় চলে যেতে হবে। শুধু শিলিগুড়ি শহর নয়, উত্তরবঙ্গকে নিয়েই তাঁর কাজ করার এক ঝাঁক স্বপ্ন রয়েছে। সেসব পূরণের চেষ্টা করবেন। তাঁর কথায়, 'রাস্তায় থেকে যে দাবি তুলেছি, তা বাস্তবায়িত করা আমার কাজ। রাস্তার দাঁড়িয়েই চেষ্টা চালিয়ে যাব।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েকটি মন্দিরে পুজো দেন শংকর। পরে জেলা হাসপাতালে যান। শুক্রবার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে দুজন দলীয় কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল। শংকর তাঁদের সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। সেখানেই তিনি শহরের মধ্যে চলা অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধ করা নিয়ে সুর চড়ান। বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রশাসনকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। যিনি পারবেন না, দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতে হবে। আজ থেকে সেই কাজ শুরু।'

প্রশাসনের আধিকারিকদেরও সঠিক পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন শংকর। পদ্ম বিধায়কের বার্তা, 'নরকসমান পরিস্থিতি থেকে মুক্তি চেয়েছেন মানুষ। তাই, আইনের শাসন চলবে।'

কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে স্বাগত

নিউজ ব্যুরো

১৬ মে : নিট-ইউজি পরীক্ষার নতুন তারিখ ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। এছাড়াও, পরীক্ষা সংক্রান্ত নানা সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন তিনি। সেসব বক্তব্য ও সিদ্ধান্তগুলিকে স্বাগত জানাল অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউট। সংস্থাটির সিইও নীতিন কুকরেজা বলেন, 'আমরা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি।' তাঁর মতে, পড়ুয়াদের স্বার্থে পরীক্ষাটি দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক, এইমসের মতো মেডিকেল কলেজগুলিতে নিট অ্যাডভান্সডের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি নেওয়া যেতে পারে। দুই, অন্যান্য মেডিকেল কলেজগুলিতে নিট মেইন্সের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি নেওয়া উচিত।

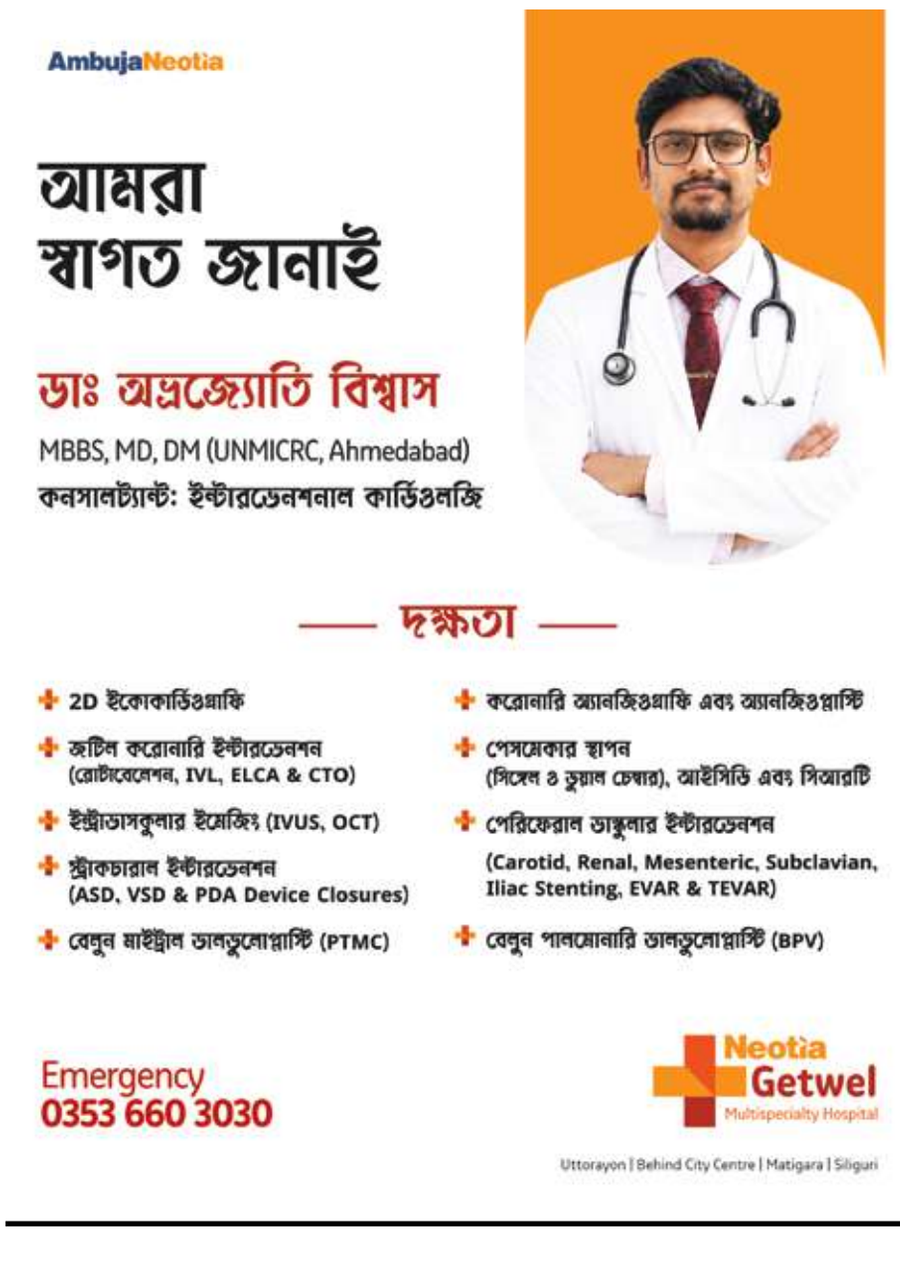

সেলুলার থেরাপি ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ইউনিট উদ্বোধন

নিউজ ব্যুরো

১৬ মে : রুবি জেনারেল হাসপাতাল এবং রুবি ক্যানসার সেন্টার গত ৩২ বছর ধরে মানুষকে বহুমুখী এবং উচ্চমানের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করছে। রুবি ক্যানসার সেন্টার পূর্ব ভারতের প্রথম প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০১৪ সালে ক্লিন্যাক আইএক্স উইথ এফএফএফ টেকনলজি এবং ২০২৪ সালে ভ্যারিয়ান ট্রুবিম ৩.০, সর্বাধুনিক রেডিয়েশন থেরাপি মেশিন লঞ্চ করে। রুবি ক্যানসার সেন্টার কলকাতার একমাত্র হাসপাতাল যেখানে ডিজিটাল পিইটি সিটি স্ক্যানের সুবিধা রয়েছে।

অত্যাধুনিক ও বিশ্বমানের স্টেম সেল এবং সেলুলার থেরাপি ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ইউনিট উদ্বোধনের মাধ্যমে যা সাধারণভাবে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট ইউনিট হিসেবে পরিচিত। এই প্রতিষ্ঠান রিজেনারেটিভ মেডিসিন এবং হেমাটো-অঙ্কোলজির ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করল। প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ডঃ কমল কে দত্তর উপস্থিতিতে ডিরেক্টর ডাঃ সৌরভ দত্ত এবং শ্রীমতী রুবি দত্ত এই ইউনিটটি উদ্বোধন করেন।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID: 2026_WBPWD_5014060_1. Bid Submission end Date: 01.06.2026 (upto 15:00 Hrs.). For details please follow the website: www.wbtenders.gov.in Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division
ICA-T7939(3)/2026

বিধায়কের কনভয় দুর্ঘটনায়

রায়গঞ্জ, ১৬ মে : দুর্ঘটনার কবলে হেমতাবাদের বিজেপি বিধায়ক হরিপদ বর্মনের কনভয়। যদিও বিধায়কের গাড়িটি সরাসরি দুর্ঘটনার কবলে পড়েনি। বিধায়কের আপ্তসহায়কের গাড়ির সামনে শনিবার একটি গাড়ি আচমকা ঢুকে পড়ে। এরপর চালক ব্রেক কষতেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আপ্তসহায়কের গাড়ির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে বলে জানা গিয়েছে। এদিন রায়গঞ্জ-বালুরঘাট রাজ্য সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গাড়িটির সামান্য ক্ষতি হয়েছে।

নাবালিকাকে পরিচারিকার কাজ করানোর অভিযোগ

‘পিসি’র খোঁজে পুলিশ

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ১৬ মে : কথা ছিল নিয়ে যাওয়া হবে ভালো জায়গায়। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে ভালো স্কুলে পড়াশোনা হবে। তবে হল উলটো। মেয়েকে নিয়ে গিয়ে দেওয়া হল পরিচারিকার কাজে। বাড়ির লোক মেয়েকে পেলেন অসুস্থ অবস্থায়। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে আসা হল। অভিযোগ, ভুল বুঝিয়ে মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিল পাশের গ্রামের এক পিসি। এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের উত্তর সোনাপুর গ্রামে। একদিকে ওই পিসির যেমন শাস্তি দাবি করছে নাবালিকার পরিবার, তেমনি আবার যে বাড়িতে নাবালিকাকে কাজে রাখা হয়েছিল তাদেরও শাস্তি দাবি করা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ। এদিন এবিষয়ে সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি মিংমা শেরপা বলেন, ‘ঘটনার তদন্ত চলছে। অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে। যে মহিলা ওই নাবালিকাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি বাড়িতে নেই। ভিনরাজ্যে রয়েছেন।’

পুলিশ সূত্রে খবর, উত্তর সোনাপুরের ওই নাবালিকারা দুই বোন। তার বয়স ১৩ বছর এবং ছোট বোনের ছয় বছর। পরিবারের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না হওয়ায় পাশের গ্রাম মথুরার এক মহিলা নাবালিকার বাবাকে মেয়ের দায়িত্ব দিতে বলেন। সিকিমে কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে ভালো স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন। বাড়ির লোকেরাও আশ্বস্ত হয়ে মেয়েকে ওই মহিলার হাতে তুলে দেন। তবে দেড় মাসের মধ্যে মেয়ের সঙ্গে ঠিক করে কথা বলতে না পারায় পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ হয়। এরপরই তাঁরা মেয়ের ঠিকানা নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে সিকিমে যান। সেখানে গিয়ে একটি বাড়িতে মেয়েকে পেয়ে তৎক্ষণাৎ তাকে নিয়ে বাড়িতে আসেন চলতি সপ্তাহে। এরপরই সোনাপুর ফাঁড়িতে অভিযোগ করা হয় দু’দিন আগে। এদিন ওই নাবালিকাকে চিকিৎসার জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। নাবালিকার চোখে আঘাত রয়েছে বলে অভিযোগ। নাবালিকার বাবার কথা, ‘মেয়েকে পড়ানোর জন্য নিয়ে যাবে বলেছিল ওই মহিলা। প্রায় ৮ বছর থেকে আমাদের পরিচয়। ওকে আমি বোন বলতাম। ও আমার মেয়েকে পরিচারিকার কাজে দিয়ে দিল। যেখানে কাজে দিয়েছিল সেখানে ওকে অত্যাচার করত এক মহিলা। আমরা দোষীদের শাস্তি চাই।’ মথুরার যে মহিলা ওই নাবালিকাকে সিকিম নিয়ে গিয়েছিল তিনি ভিনরাজ্যে রয়েছেন বলেই খবর। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, মামলা না করার জন্য নাকি ওই মহিলা চাপ দিয়েছেন। এমনকি টাকা দেবেন বলেও জানিয়েছেন। তবে তাঁরা রাজি হননি। অন্যদিকে, অভিযুক্ত মহিলার প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, তিনি বাইরেই কাজ করেন। তবে কোনও নাবালিকাকে স্কুলে পড়ানোর নামে পরিচারিকার কাজে দিয়েছেন এইরকম ঘটনা কেউ শোনেনি।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
NIT No- HFWD/CMOH-MLD/NIT-02/26-27 dated 13.05.2026. e-Tender are invited for operation & maintenance of 30 KVA DG set at 06(six) different hospitals in Malda District. Last date of Submission 15.06.2026. For details logon www.wbhealth.gov.in/ www.malda.gov.in & CMOH office. Sd/-CMOH,Malda. ICA-T7899(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-NIT (Item Rate) invited for the work 1. Annual Comprehensive Maintenance of different types of AC Machines located at (Balurghat) different Building and Balurghat District Hospital under Balurghat Electrical Section-II, P.W.D. in the District of Dakshin Dinajpur. 2. Annual Comprehensive & Preventive Maintenance of Air-conditioning machines installed in the different sites under Balurghat Electrical Section-I in the dist of Dakshin Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5014061_1. Last date of bid submission 03.06.2026 up to 17:00 Hrs. Tender ID: 2026_WBPWD_5014066_1. Last date of bid submission 03.06.2026 up to 17:00 Hrs. Details information may be had from the Office of the undersigned on any working days & Website: www.wbtenders.gov.in Sd/- Superintending Engineer, P.W.D., Northern Electrical Circle Malda ICA-T7934(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD QUOTATION NOTICE
Executive Engineer/Alipurduar Highway Division, P.W.(Roads)Directorate invites online e-quotation for the work of:- Preparation of DPR including Soil test & Traffic Census (7days x 24 hrs. including axle load survey & FWD) at Ch. 0.00 km to 22.70 km of Falakata-Madarihat Road under Alipurduar Highway Division, P.W.(Roads) Directorate in the district of Alipurduar, during the year 2026-2027. Tender Id- 2026_WBPWD_5014039_1. N.I.(e)Q. No. 01 of 2026-27/EE/APD HW DIVN. Bid submission start date (Online): 15.05.2026 from 10.00Hrs. Bid submission closing date (Online): 22.05.2026 upto 12.00Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.(e)Q. and Tender documents may be downloaded from: http://etender.gov.in Sd/- Executive Engineer, Alipurduar Highway Division, P.W.(Roads) Dte. ICA-T7927(3)/2026

এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট
নোটিশ নম্বর: সিএমএস/এপিডিজে-২০ তারিখ: ১২-০৫-২০২৬

চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জংশন ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল আলিপুরদুয়ার জংশনে নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস) হিসেবে নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে।

১)	ভিজিটিং স্পেশালিস্টের নাম	প্যাথলজি চিকিৎসক = ০১ (এক) জন
২)	আবেদন গ্রহণ শুরুর তারিখ	১৮-০৫-২০২৬, ১০:০০ টা থেকে
৩)	আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়	০২-০৬-২০২৬, ১২:০০ টা
৪)	মেয়াদের বৈধতা	আবেদন ১ (এক) বছরের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।
৫)	বয়সসীমা	প্রথমবার নিয়োগের ক্ষেত্রে ৩০ বছর থেকে ৬৪ বছর।
৬)	যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	
	i) সুপার স্পেশালিস্ট	ন্যূনতম যোগ্যতা হবে পোস্ট-ডক্টরাল যোগ্যতা ডিএম/এমসিএইচ বা সমমান।
	ii) স্পেশালিস্ট	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং পিজি ডিগ্রি অর্জনের পর সংশ্লিষ্ট বিশেষত্বে পেশাদার কাজে ন্যূনতম ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা।
	iii) যেখানে পিজি ডিগ্রিধারী উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যায় নাম	পিজি ডিপ্লোমাধারী - পিজি ডিপ্লোমা অর্জনের পর সংশ্লিষ্ট বিশেষত্বে পেশাদার কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা।
৭)	বয়সের প্রোফাইল	প্রথমবার নিয়োগের সময় পছন্দের বয়স ৩০ বছর থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে।
	উর্ধ্ব বয়সসীমা	অব্যাহত নিয়োগের উর্ধ্ব বয়সসীমা ৬৫ বছর।
৮)	কাজের মেয়াদ	প্রতিবার অফার দেওয়া হলে তা শুধুমাত্র ১ (এক) বছরের জন্য দেওয়া হবে। মেয়াদের বৈধতা শেষ হওয়ার পর বর্ধিতকরণ দেওয়া যাবে।

৯) এইচভিএস-এর সম্মানী এবং পারিশ্রমিক কর্তনের দৈনিক হার: এইচভিএস নিয়োগের জন্য সম্মানীর হার এবং ১২ দিনের বেশি অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে কর্তনের হার নিম্নরূপ:

কাজের সময়	সম্মানী		বাদ যাবে	
	স্পেশালিস্ট (প্রতি মাসে)	সুপার স্পেশালিস্ট (প্রতি মাসে)	স্পেশালিস্ট (প্রতি মাসে)	সুপার স্পেশালিস্ট (প্রতি মাসে)
৬ দিন/সপ্তাহে দৈনিক ২ ঘণ্টা	৬৭,০০০/- টাকা	৮২,০০০/- টাকা	২,৭৯২/- টাকা	৩,৪১৭/- টাকা
৪ দিন/সপ্তাহে দৈনিক ২ ঘণ্টা	৪১,০০০/- টাকা	৫১,০০০/- টাকা	২,৫৬২/- টাকা	৩,১৮৭/- টাকা
২ দিন/সপ্তাহে দৈনিক ২ ঘণ্টা	২০,০০০/- টাকা	২৫,০০০/- টাকা	২,৫০০/- টাকা	৩,১২৫/- টাকা
৬ দিন/সপ্তাহে দৈনিক ৪ ঘণ্টা	১,০০,০০০/- টাকা	১,২৩,০০০/- টাকা	৪,১৬৭/- টাকা	৫,১২৫/- টাকা
৪ দিন/সপ্তাহে দৈনিক ৪ ঘণ্টা	৬১,০০০/- টাকা	৭৭,০০০/- টাকা	৩,৮১২/- টাকা	৪,৮১২/- টাকা
২ দিন/সপ্তাহে দৈনিক ৪ ঘণ্টা	৩০,০০০/- টাকা	৩৮,০০০/- টাকা	৩,৭৫০/- টাকা	৪,৭৫০/- টাকা

১০) বিনামূল্যে রেলওয়ে পাস:
i) প্রতি ক্যালেন্ডার বছরে সিলেকশন গ্রেড অফিসারদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী নিজের, স্ত্রী/স্বামী ও নির্ভরশীল সন্তানদের (রেলওয়ে কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য নিয়ম অনুযায়ী) জন্য সমগ্র ভারতীয় রেলওয়ে ও কোঙ্কণ রেলওয়েতে রাজধানী এক্সপ্রেস সহ এসি টু-টায়ার এবং শতাব্দী এক্সপ্রেসের এসি চেয়ার কারে বৈধ এক সেট বিনামূল্যে রেলওয়ে পাস প্রদান করা হবে।
ii) বিনামূল্যে পাসটি ক্যালেন্ডার বছরের জন্য নিয়োগের ৩ মাস পর ব্যবহার করা যাবে।
iii) এছাড়াও রবিবার ও ছুটির দিন সহ যেকোনো দিন এবং দিনের যেকোনো সময়ে জরুরি ডাক পড়লে হাসপাতালে আসতে হবে (সপ্তাহে ৪ দিন ও ২ দিনের ক্ষেত্রে)।
১১) চুক্তি সমাপ্তি:
যেকোনো পক্ষ থেকে এক মাসের নোটিশে যেকোনো সময় চুক্তি সমাপ্ত করা যেতে পারে। প্রশাসন এই ধরনের সমাপ্তির কারণ না জানানোর অধিকার সংরক্ষণ করে।
১২) উপরোক্ত পদের জন্য আবেদনের বিস্তারিত তথ্য ১৮-০৫-২০২৬ তারিখের ১০:০০ থেকে ০২-০৬-২০২৬ তারিখের ১২:০০ টার মধ্যে অফিস কর্মঘণ্টায়, শনিবার, রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত, চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্টের কার্যালয়, ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, পোস্ট অফিস-আলিপুরদুয়ার জংশন, জেলা: আলিপুরদুয়ার, পিন-৭৩৬১২৩ থেকে পাওয়া যাবে।
১৩) উপরোক্ত পদের জন্য আবেদনের বিস্তারিত তথ্য উপরে উল্লিখিত সময়কালে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in -এও পাওয়া যাবে।
১৪) আবেদনের সাথে নিম্নলিখিত সার্টিফিকেটগুলি জমা দিতে হবে:
(ক) বয়সের প্রমাণ। (খ) ডিগ্রি/ডিপ্লোমা সার্টিফিকেটের প্রমাণ। (গ) পরিচয়পত্র। (ঘ) ঠিকানা। (ঙ) মোবাইল নম্বর। (চ) সাম্প্রতিক পাসপোর্ট আকারের তিন কপি ছবি।
১৫) আগ্রহী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট, ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, পোস্ট অফিস-আলিপুরদুয়ার জংশন, জেলা-আলিপুরদুয়ার, পিন-৭৩৬১২৩ -এর কাছে বরাবর যথাযথভাবে পূরণকৃত ফর্ম সহ সিলগালা খামে আবেদন করতে পারেন। খামের উপরে বিজ্ঞাপন নম্বর এবং “ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল/আলিপুরদুয়ার জংশনের জন্য অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট” উল্লেখ করতে হবে।
সাদা কাগজে আবেদনের সাথে বয়সের প্রমাণ, পরিচয়পত্র, ঠিকানার প্রমাণ, ডিগ্রি/ডিপ্লোমা সার্টিফিকেটের প্রমাণ এবং সাম্প্রতিক পাসপোর্ট আকারের তিন কপি স্ব-সত্যায়িত ছবি সহ সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথির স্ব-সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।
১৬) আবেদন ৩০-০৩-২০২৬ তারিখ ১৩:০০ টার মধ্যে সিএমএস-এর স্টেনোগ্রাফার বা সিএমএস/এপিডিজে অফিসের চিফ অফিস সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে জমা দিতে হবে। তবে, বিজ্ঞাপন নম্বর এবং “ডিআরএইচ/আলিপুরদুয়ার জংশনের জন্য অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট” উল্লেখ করে চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট, ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, পোস্ট অফিস: আলিপুরদুয়ার জংশন, জেলা-আলিপুরদুয়ার, পিন-৭৩৬১২৩ বরাবর ডাকযোগেও আবেদন পাঠানো যাবে।

চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে

সংসারের সংকীর্তন রাত ১০.০০ স্টার জলসা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ বেশ করেছি প্রেম করেছি, দুপুর ১.১৫ জিও পাগলা, বিকেল ৪.৩০ কর্ণসুবর্ণের গুপ্তধন, সন্ধে ৭.০০ কি করে তোকে বলব, রাত ১০.০০ গুরু
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ দুই পৃথিবী, দুপুর ১.০০ তুলকালাম, বিকেল ৩.৪৫ নাটের গুরু, সন্ধে ৭.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, রাত ৯.১৫ প্রেম আমার
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ প্রাণের চেয়ে প্রিয়, দুপুর ১২.০০ মেজবউ, বিকেল ৩.০০ দিওয়ানা, সন্ধে ৬.০০ অভিমান, রাত ৮.৩০ প্রজাপতি, ১১.০০ রাজার মেয়ে পারুল
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ স্বপ্ন নিয়ে, সন্ধে ৭.৩০ মেজবউ
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দেবদাস

কর্ণসুবর্ণের গুপ্তধন
বিকেল ৪.৩০ **জলসা মুভিজ**

সেলেব্রিটি স্পেশালে লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ সন্ধে ৭.০০ সান বাংলা

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-03/26-27. (Tender ID: 2026_WBPWD_5014127_1). EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work: Name of work: 1) Annual maintenance of Electrical Installation, AC, DG, UPS, and Fire Detection system at Mekhliganj SDH in Cooch Behar district ---AMC of EI work, FDS. incl. operation of D.G set at Mekhliganj S.D Hospital. Bid Submission Start Date : 23.05.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date : 08.06.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 10.06.2026 after 01:00 p.m. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- S. Thakur, Executive Engineer, P.W.D Cooch Behar Electrical Division. ICA-T7955(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Balurghat Sub-Division No. - I, P.W.Dte. invites online e-tender for the following work - Patiram Kumarganj Road (MDR) from Chainage 0.50 KM to 2.50 KM - Patch repairing work under Dakshin Dinajpur Division, P.W.Dte. Estimated Amount: Rs. 2,67,937.00 e-NIT No. 02 of 2026-27 (Sl. No. 1) Tender ID : 2026_WBPWD_5014125_1. Bid submission start date (online): 20.05.2026 from 2:00 PM, Bid submission closing date (online): 28.05.2026 upto 2:00 PM, Corrigendum if any will be published in website only. Details of eN.I.T. and tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Balurghat Sub-Division No. - I, P.W.Dte. ICA-T7954(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda Notice Inviting e-Tender for the work of - Construction of Surface Drain within the Chanchal Sub-Divisional Court Campus under Malda Division, PWD, During the year 2023-2024. Tender ID: 2026_WBPWD_5014057_1, Estimated Amount: Rs. 7,39,889.00, e-NIT No. 01 of 2026-27 (2nd Call) of the EE, PWD, Malda Division, Malda. Bid submission start date & time (online): 19/05/2026 from 11:00 A.M. Bid submission closing date & time (online): 26/05/2026 upto 11:00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-N.I.T. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Kushan Sikder, Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda. ICA-T7929(3)/2026

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৭৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৮৫০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫০৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৬৪৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৬৪৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অভিযুক্ত ব্যক্তি হাজিরার জন্য প্রয়োজনীয় ঘোষণা
ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার সেকশন ৮৪ দেখুন
যেহেতু আমার কাছে অভিযোগ করা হয়েছে যে, নিম্নলিখিত অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ ১. রেজাউল হক ওরফে এজানুর কাসিম আলির পুত্র থারাইখানা, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ এর বাসিন্দা এবং স্থায়ী ঠিকানা - এস- ৪৬/৩৭, তৈমুরনগর, এনএফসি, নিউ দিল্লি (দুটো ঠিকানা রয়েছে) ২. মহম্মদ রাবিউল ওরফে হাব্বুল জাহাঙ্গিরের পুত্র, ঝুগ্গি নং ৬৫/৪০৬, আইজি ক্যাম্প-২, তৈমুরনগর, এনএফসি, দিল্লি এবং এইচ. নং ২০১, আইজি ক্যাম্প-২, তৈমুরনগর, এনএফসি, নিউ দিল্লি (দুটো ঠিকানা রয়েছে)-এর বাসিন্দা। ৩. বানো ওরফে ভানো মহম্মদ সিরাজুল-এর স্ত্রী এইচ. নং ৫২৩, তৈমুর নগর ঝুগ্গি, এনএফসি, নিউ দিল্লি,-এর বাসিন্দা সানলাইট কলোনি থানা নিউ দিল্লিতে নিবন্ধিত এনডিপিএস অ্যাক্টের অধীনস্থ সেকশন ২০/২৯-এর দ্বারা এফআইআর নং- ১১/২০২৬ ০৯.০১.২০২৬ তারিখের হিসেবে অপরাধ করেছেন (অথবা অপরাধ করেছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে) এবং এর প্রেক্ষিতে জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানাটি এই মর্মে ফেরত এসেছে যে উক্ত ১. রেজাউল হক ওরফে এজানুর, ২. মহম্মদ রাবিউল ওরফে হাব্বুল, ৩. বানো ওরফে ভানো-কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যেহেতু আমার সন্তুষ্টি সাপেক্ষে, উক্ত ১. রেজাউল হক ওরফে এজানুর, ২. মহম্মদ রাবিউল ওরফে হাব্বুল, ৩. বানু ওরফে ভানো পলাতক রয়েছেন (অথবা উক্ত পরোয়ানার তামিল এড়াতে আত্মগোপন করে আছেন)।
এতদ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ ১. রেজাউল হক ওরফে এজানুর, ২. মহম্মদ রাবিউল ওরফে হাব্বুল, ৩. বানো ওরফে ভানো যাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টের অধীনস্থ সেকশন ২০/২৯ এর দ্বারা ০৯.০১.২০২৬ তারিখে এফআইআর নং- ১১/২০২৬ সানলাইট কলোনি থানা, নিউ দিল্লিতে মামলা নিবন্ধিত রয়েছে তাদের উক্ত অভিযোগের উত্তর দেওয়ার জন্য ০৫.০৭.২০২৬ বা তার পূর্বে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
আদেশের মাধ্যম
ডঃ তরুণ শাহরাওয়াত
এএসজে-৪, বিশেষ বিচারক (এনডিপিএস)
দক্ষিণ-পূর্ব জেলা), সাকেত আদালত, নিউ দিল্লি
ডিপি/৫৮৩৮/এসই/২০২৬
(আদালতের নোটিশ)

কাটিহার ডিভিশনে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/২৯/আরটি২৫_২০২৬/কে/২৫০; তারিখ: ১২-০৫-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং : আরটি২৫_২০২৬। **কাজের নাম :** (ক) মেকানিকাল কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ - "নিউ জলপাইগুড়িতে: সাউথ ইয়ার্ডের লাইন নং ১৯ ও ২১ -এ বিটিপিএন পরীক্ষার জন্য গ্যান্ট্রি সুবিধা স্থাপন"। (খ) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ - "কিষাণগঞ্জে: আরপিএফ ব্যারাক (৩০ শয্যাবিশিষ্ট) নির্মাণ, যার অন্তর্ভুক্ত থাকবে রান্নাঘর, শৌচাগার/স্নানের ঘর, বিনোদন কক্ষ, ভোজনকক্ষ ইত্যাদি"। **টেন্ডার মূল্য:** ৯৯,৬৯,৮৪৪/- টাকা; **বায়না মূল্য :** ১,৯৯,৪০০/- টাকা; **টেন্ডার বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৩-০৬-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডার সংক্রান্ত সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডার নথিপত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জি অ্যান্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
Raja Shivaji (H)
Cast- Riteish Deshmukh, Genelia Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan
Show time : 2:30 & 6:00 P.M.

সভা/সমিতি

■ শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়া নবীন সংঘের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৪শে মে (রবিবার) সন্ধ্যা ৭টায় (সাতটা) নবীন ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। সমস্ত সভ্যগণকে উপরোক্ত সভায় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সাধারণ সম্পাদক। (C/121908)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/121761)

ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে
আজ, কাল ও পরশু জলপাইগুড়ি
হোটেল ভেলা প্রিজম
19th May upto 2 pm
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী
দেবযানী
FOR BOOKING CALL 9830192259

ভাড়া

■ 2000 sqft Commercial space available to let out for Bank or Office in Mahabirsthan Railgate. M - 9832498377. (C/121761)

ভাড়া

■ 2 Room Flat at Babupara SLG for (Rent) Family. (M) - 9647754254/ 9434001357. (C/113785)
■ ভারত নগরে রেল গেটের কাছে মেইন রোডে 1BHK ফ্ল্যাট ভাড়া দিব, মার্বেল ফিনিশ। Mob - 9434845153. (C/121904)
■ 12300 sqft Commercial Building নরেশ মোড়ের মেইন রাস্তার ওপরে ভাড়ার জন্য অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। 8759488451. (C/121938)
■ Warehouse for Rent/Lease 3500 sqft, Eastern bye pass. Near Rail Gate, M - 7029292855. (C/121759)
■ 2 BHK Flat for Rent Family/ Office and 1BHK Flat Semi Furnished with Terrace for women/ girls at Venus More, H.C Road, Siliguri. (M):- 8918394139.

ব্যবসা

■ R.O পানীয় জল কারখানা করে, মাসিক লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করুন। 6291409300/ 7890737045. (K)

ব্যবসা বাণিজ্য

■ গ্রিন ড্রিমস্-অ্যাগ্রিকালচারের ব্যবসা করে প্রতিমাসে ভালো আয় করুন। উৎপন্ন মাল আমরা কিনব। 9147760349. (K)

প্রি স্কুল ব্যবসার সুযোগ

■ Kensington Kidz, Pune-এর Franchise নিয়ে নিজের Pre School & Day Care Centre খুলুন। সকল সাপোর্ট সহ Franchise Fee-3.99 Lakh মাত্র। www.kensingtonkidz.com, M : 8388837355.

বিক্রয়

■ Sale Flat, 1st Floor, NTS More, Siliguri. 2 BHK. M : 7005999842. (C/121875)
■ On 4.5 decimal land 3520 Sqft, 3 storied property at 14th Mile, Daragaon, Upper Echhey, Kalimpong for sale. Contact : 9874115533, visit - 24/5 to 30/5/26. (C/121888)
■ Sale Shop, 200 sqft, Raja Ram Mohan Roy Road Slg. 7098207153. (C/121913)
■ জলপাইগুড়ি ৭৩ মোর শঙ্করী ঘোষ অঙ্গনারী ইস্কুলের পাশে 6.66 কাঠা জমি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : 9679733396. (C/121535)
■ শিলিগুড়ি কাওয়াখালি বিশ্ববাংলা মেলার মাঠের পেছনে ৩ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। প্রকৃত ক্রেতা কাম্য। M : 8617411522. (C/121759)
■ শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের বিপরীত দিকে ১ কাঠা জমি সহ বাড়ির দোতলা বিক্রয় করা হইবে। (M) 9907268098. (C/121761)
■ শিলিগুড়িতে ঔষধের দোকানে ব্যবহৃত কম্পিউটার, ফ্রিজ, প্রিন্টার ও ফার্নিচার শীঘ্রই বিক্রি হবে। M : 70078 81548.
■ শিলিগুড়ি-ডাবগ্রাম মাতৃসদনের সামনে ও শক্তিগড়ে এবং নর্থবেঙ্গল মেডিকেলের নিকটে ফ্ল্যাট বিক্রয়। 9434181429/ 8101905858. (C/121763)
■ জলপাইগুড়ি ডিবিসি রোডে নতুন 2BHK ফ্ল্যাট (2nd ফ্লোর) গ্যারাজ সহ/ছাড়া বিক্রয় হবে। মূল্য - 3000/sq ft. যোগাযোগ করুন : 96351 22815. (C/121542)
■ জলপাইগুড়ি শহরের নিকটে ২ কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। M : 9733349023. (C/121539)

বিক্রয়

■ Flat for Sale 3 BHK, 1st floor, Front Side, two balcony with Garage, Collegepara, Siliguri. (M) 7384222194 (8 P.M. - 10 P.M.). (C/121763)
■ চাকীরমোড় পাঞ্জাব ব্যাংকের পাশে পৌনে 2 কাঠা/তিন কাঠা নিজস্ব জমি বিক্রয় হইবে। (ফোন- 8116880664). (C/121762)
■ Shop Sale at Siliguri, 9547937241 (Only buyers). (K)
■ ময়নাগুড়ি রোডে জয় গুরু আশ্রমের পাশে 8d জমির ওপর তৃতল ভীত বিশিষ্ট এক তলা নতুন বাড়ি বিক্রয়। (M) 9547558127. (S/C)
■ শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়াতে 3BHK 1287 sqft. (1st floor), 120 sqft. গ্যারাজ সহ বিক্রয় হবে। M-7477405618. (C/113784)
■ ZEN ESTILO, 2013, 57500 KM. Sale. Excellent condition, Siliguri, 9749401075. (C/113786)
■ দেশবন্ধুপাড়া দাদাভাই ক্লাবের নিকটস্থ ফ্ল্যাট বিক্রয় (1st Floor) কার্পেট এরিয়া (৮০০ sqft) নিজস্ব গ্যারাজ (দালাল নিষ্প্রয়োজন)। Ph No-9832067836. (C/121905)
■ শিলিগুড়ি ঘোঘোমালিতে SBI-এর পাশে Ward-37 সম্পূর্ণ বাড়ি সহ জমি বিক্রয় হইবে। M-7430099823. (C/113788)

ক্রয়

■ শিলিগুড়ি-বাগডোগরা রুটে BS-IV সিটি অটো ক্রয় করতে চাই। মোঃ 9064052005. (C/121763)

ডিস্ট্রিবিউটার চাই

■ জনপ্রিয় ব্র্যান্ড ‘অহনা গোল্ড ঘি’ বিক্রির জন্য এলাকাভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটার এবং বড় কাউন্টার বিক্রেতা চাই। ‘অহনা গোল্ড ঘি’ খেয়ে দেখুন। বাজারের সেরা না হলে ১০০% ফেরত! যোগাযোগ : 9749827856/ 7364855525. (C/121839)

ভ্রমণ

কোচবিহার ট্রাভেল, প্রধান বিল্ডিং, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি
কাস্টমাইজ/কর্পোরেট ট্যুর স্পেশালিস্ট

■ কেনিয়া-তানজানিয়া- 3/8, গ্রীস 2/9, জর্জিয়া-আজারবাইজান 16/9, জাপান- 2/10, 25/3, রাশিয়া (ইগলু টেন্টে রাত্রিবাস, অরোরা বোরিয়ালিস দর্শন) -17/10,সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়া-17/10, ইজিপ্ট (সান ফেস্টিভাল) 18/10,24/12, চীন (গ্রেট ওয়াল)- 27/10, শ্রীলঙ্কা - 28/10, 12/11, ভিয়েতনাম - 27/10, 24/12, থাইল্যান্ড 7/11, 24/11, উজবেকিস্থান-কাজাকাস্তান- 3/12, নেপাল- 16, 27/10, বালি- 27/10. মোঃ- 7797473127/ 9932204885. (C/121665)

কর্মখালি

■ জেলা ভিত্তিক উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, দার্জিলিং (হিলস) জন্য ভেরিফিকেশনের কাজে ছেলে চাই। মাইনে 18 হাজার, অ্যান্ড্রয়েড ফোন ও টু হুইলার থাকতে হবে। M : 9163602275. (K)
■ বরফ ফ্যাক্টরিতে কাজ, অবিবাহিত যুবক চাই। থাকা খাওয়া ফ্রি, মাইনে 7000-10000 টাকা। M - 7001864660. (C/121907)

কর্মখালি

■ মুম্বাইতে বাঙালি রিটেল দোকানে সেলসম্যান ও হেল্পার চাই। বেতন 10-16K, থাকা খাওয়া ফ্রী। 8169557054. (K)
■ হোটেলে ম্যানেজার চাই। থাকা ও খাওয়ার সু-ব্যবস্থা আছে। ন্যূনতম যোগ্যতা গ্র্যাজুয়েট। মো : 9083457843, 9832320126. বেতন : 8500/- যোগাযোগ সময় : 10 am - 5 pm. (C/121922)
■ জলপাইগুড়িতে হোটেলের জন্য ম্যানেজার পদে (মহিলা/পুরুষ) (অভিজ্ঞ/অনভিজ্ঞ) কর্মী চাই। M - 8250923190, 9434044186. (C/121538)
■ Leads Overseas PVT LTD কোম্পানিতে Accounts Officer প্রয়োজন, Insurance, PF, Bike/Car Loan ও অন্যান্য সুবিধে। Send CV - accounts@leadsindia.net. Con - Darshan Plaza, Sevoke Road, Siliguri. www.leadsindia.net, Ph - 9564017111. (C/121762)
■ “Requires Office staff for an association; graduate preferred, Basic computer knowledge essential, ofiice experience preferred, interested candidates may send their resume to : stbaslg@gmail.com”
■ শিলিগুড়িতে ছোট্ট পরিবারে সর্বক্ষণ কাজের জন্য গৃহ পরিচারিকা প্রয়োজন। থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। (M) 7908381528. (C/121760)
■ 25 থেকে 30 বছরের একটি Graduate ছেলে চাই CNG এর ম্যানেজার এর জন্য, বাইক থাকতে হবে, Salary 15K - 20K. Office : Ashighar more. (M) 9332492359. (C/121761)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ি বাবুপাড়ার সানাই ভবনের পাশে ডাক্তার বাবুর গাড়ি চালাতে অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই। কাজের সময় সকাল- 10 থেকে দুপুর 1 টা। বেতন : 8,000/-। (M):- 90642-61443. (C/121762)
■ দিনহাটায় একটি ওষুধের দোকানের জন্য কাজ জানা ছেলে চাই। সময় : 9 A.M. - 9 P.M.। মাহিনা - 10,000/- যোগাযোগ : 9832008987. (C/121404)

Hero শোরুমে কর্মী চাই

■ ১) অ্যাকাউন্ট্যান্ট (Tally), ২) শো-রুম ম্যানেজার, ৩) স্পেয়ার ম্যানেজার, ৪) সেলস ম্যানেজার, ৫) সেলস এক্সিঃ, ৬) স্পেয়ার এক্সিঃ, ৭) সার্ভিস এক্সিঃ (M/F), ৮) সার্ভিস সুপারভাইজার (অটোমোবাইল ডিপ্লোমা), ৯) MCC (অটোমোবাইল), ১০) টেলিকলার (M/F), ১১) মেকানিক (অভিজ্ঞ)। পদ অনুযায়ী H.S./স্নাতক, কম্পিউটার জানা ও স্বপদে অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়। ছবি ও বায়োডাটা সহ আবেদন WApp করুন : 9434106351, গুপ্তা অটো সেন্টার, গঙ্গারামপুর। (C/121934)

কর্মখালি

■ A Resort in Siliguri requires a smart Receptionist, Housekeeping Executive & Good Experienced Driver. Call : 8697244444. (C/121940)
■ শিলিগুড়িতে সুপ্রতিষ্ঠিত ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল অফিসে মার্কেটিং এর কাজের জন্য মেয়ে আবশ্যক। (M):- 9775806000. (C/121762)
■ ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য স্টাফ (কর্মী) চাই। প্রমাণপত্র সহ। যোগাযোগ : "মিউজিকা", ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নীচে, শিলিগুড়ি। (C/121762)

WALK IN INTERVIEW
Modern Commercial Corporation
Sevoke Road, Siliguri
On 19.05.26, 11 AM. to 3 PM.
Cell No: 97751 55331
E-mail: kcs.mccslg@gmail.com
1) Skilled Computer Operators with Tally know how qualifications HS or Graduate for back office.
2) General Candidates with Good handwriting English HS or Graduate in any stream.

JOB VACANCY (Alipurduar)
Service Consultant (Male)
- Minimum two years experience in two wheelers industry.
- Salary : Negotiable

CRE (Customer Relation Executive) Female
- Minimum two years experience in two wheelers industry.
- Salary : Negotiable

Construction Manager (Male)
- Minimum two years experience in construction work, RERA Work and customer dealing.
- Salary : 30K to 35K

Send your CV within 10 (Ten) days.
7908445616 (WhatsApp)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পুজো অধ্যক্ষর

বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরেই শনিবার দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সস্ত্রীক পুজো দিলেন অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসু। এদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি আড়িয়াদহ আদ্যাপীঠ মন্দিরেও যান তিনি।

জামিন শ্রীজাতর

আপাতত স্বস্তি পেলেন কবি শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ২০১৯ সালে মামলা দায়ের হয়েছিল। শর্তসাপেক্ষে নিম্ন আদালত জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছে।

গ্রেপ্তার তরুণ

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে হত্যার ছক কষা হচ্ছে বলে ই-মেল করা হয় ভবানীপুর থানায়। অবশেষে ভুয়ো খবর ছড়ানোর অভিযোগে ই-মেল পাঠানো এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

বৈঠকে সিপি

হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তার পর পর্যালোচনা বৈঠকে বসলেন পুলিশ কমিশনার অজয়কুমার নন্দ। বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।

অর্থমন্ত্রী কে, আটকে মন্ত্রীসভা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৬ মে : মূলত বাংলার নতুন অর্থমন্ত্রীর খোঁজে আটকে আছে রাজ্যের প্রথম নতুন বিজেপি মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণ। আগামী মাসে বাজেট অধিবেশন, অথচ এখনও রাজ্যের কোনও অর্থমন্ত্রী নেই! মূলত এক যোগ্য অর্থমন্ত্রীর খোঁজেই আটকে রয়েছে রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ। শুধু অর্থ দপ্তরই নয়, একই সঙ্গে ঝুলে রয়েছে শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির ভাগ্যও। তবে গেরুয়া শিবিরের অন্দরমহলের খবর, জুনের প্রথম সপ্তাহেই মিটতে চলেছে এই জট। শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভার প্রথম বড়সড় সম্প্রসারণ হতে চলেছে আগামী মাসেই।

দিল্লির বিজেপি নেতৃত্ব এবং আরএসএস-এর শীর্ষ স্তরের মধ্যে এই নিয়ে ইতিমধ্যেই দফায় দফায় বৈঠক চলছে। রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতা এবং কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের মতামতও নেওয়া হচ্ছে নিয়মিত। এই বিষয়ে বঙ্গ বিজেপির এক হেভিওয়েট নেতা বলেন, 'সরকার চালাতে গেলে এই কঠিন কাজটা তো করতেই হবে। আগামী ১৮ জুন রাজ্যের পূর্ণাঙ্গ বাজেট অধিবেশন। তার আগে মন্ত্রিসভাকে একটা পোক্ত রূপ দেওয়া জরুরি।' তিনি আরও জানান, আপাতত বড়সড় রদবদল ও সম্প্রসারণ করা হলেও, ভবিষ্যতের জন্য একটা ছোটখাটো সুযোগ রাখা হবে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশের আগে একজন দক্ষ অর্থমন্ত্রীকে তো দায়িত্ব দিতেই হবে। এর সঙ্গে রয়েছে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-শিল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ সামলানোর চ্যালেঞ্জ।

বিজেপি সূত্রের খবর, যদি মে মাসের শেষ সপ্তাহে নাও হয়, জুনের প্রথম সপ্তাহে শুভেন্দুর মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ একপ্রকার নিশ্চিত। কারণ, নতুন অর্থমন্ত্রীকে বাজেট তৈরি এবং প্রস্তুতির জন্য ন্যূনতম কিছুটা সময় দিতেই হবে।

কিন্তু কে হচ্ছেন বাংলার পরবর্তী অর্থমন্ত্রী? এই প্রশ্নে অবশ্য এখনই খোলসা করে মুখ খুলতে নারাজ দলের নেতারা। তবে একদিকে গুঞ্জন রয়েছে, দলের জয়ী বিধায়কদের মধ্যে যদি এমন কোনও উপযুক্ত মুখ না পাওয়া যায়, যাঁর অর্থনীতির শক্তপোক্ত 'ব্যাকগ্রাউন্ড' আছে, তবে দলের কেন্দ্রীয় বা রাজ্য স্তরের কোনও বিশেষজ্ঞকে বাইরে থেকে আনা হতে পারে। অন্য একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, শুভেন্দু ইতিমধ্যে নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে পদত্যাগ করেছেন। সেই জায়গায় যে প্রার্থী হবেন, তিনিই হবেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী। একসময়ের প্রধানমন্ত্রী অর্থনৈতিক উপদেষ্টা রাজীব সান্যাল অর্থমন্ত্রী হতে চলেছেন। এছাড়াও এই মুহূর্তে তেমন দু-চারটি নাম নিয়ে আলোচনাও চলছে জোরকদমে। নিয়ম অনুযায়ী, বাইরে থেকে কাউকে এনে অর্থমন্ত্রী করা হলে আগামী ৬ মাসের মধ্যে উপ-নির্বাচনে তাঁকে জিতিয়ে আনতে হবে দলকে। সেই ঝুঁকি নিয়েই কি চমক দিতে চলেছে বিজেপি? আপাতত সেই নয়া অর্থমন্ত্রীর খোঁজেই আটকে রয়েছে শুভেন্দুর নতুন ক্যাবিনেট।

ফলতায় কর্মীসভায় শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার। -পিটিআই

ফলতায় ঘাসফুলকে শূন্য করার ডাক

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৬ মে : রাজ্যে পালাবদলের আগে তিনি এসেছিলেন বিরোধী দলনেতা ও রাজ্য বিজেপির অন্যতম মুখ হিসাবে ফলতায় দলীয় প্রার্থীর প্রচারে। এবার সেই ফলতার পুনর্নির্বাচনের প্রচারে এলেন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে। স্বাভাবিক ভাবে শনিবার ফলতার প্রচার সভায় আক্রমনেও ঝাঁজও বাড়ল আগের থেকে বহুগুন। এবার শুধু ফলতা জেতা নয়, বড় ব্যবধানে ভোটে জিতে ডায়মন্ডহারবারের সাংসদকে বার্তা দিতে চায়। জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হুঙ্কার থেকেই তা স্পষ্ট। তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানকে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ভোটের দিনে তাকে কার্যত বোতোল বন্দী করার ইঙ্গিতই দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। নির্বাচনে ঐতিহাসিক পরিবর্তনের পর এবার তৃণমূল কংগ্রেসকে রাজ্য থেকে পুরোপুরি 'ভ্যানিশ' করার ডাক দিলেন পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বাংলায় প্রথমবার সরকার গঠনের পর প্রথমবার প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে এক হাত নিলেন বিরোধী শিবিরকে। তাঁর সাফ কথা, 'বাংলায় জোড়াফুলের দিন শেষ। এবার রাজ্য থেকে ওদের একবারে শূন্য করে ছাড়ব।'

আগামী ২১ মে ফলতায় পুনর্নির্বাচন। তার আগে শনিবার ডায়মন্ডহারবার জেলা পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠককে তাৎপর্যপূর্ন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বৈঠকের পরেই দলীয় সভা থেকে তৃণমূলের প্রার্থী জাহাঙ্গিরকে নিশানা করেন তিনি। তৃণমূল প্রার্থীকে ডাকাত বলে সম্বোধন করে শুভেন্দু বলেন, ওই ডাকাতটা কোথায়? পুষ্পা না কি যেন তার নাম। তাকে তো দেখা যাচ্ছে না! ফলতার ভোটারদের মনে আস্থা বাড়াতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,গুন্ডামি করতে দেব না। নিশ্চিন্ত থাকুন। সাদা ধান বাড়িতে ফেলতে দেব না। এরপরেই সুর চড়িয়ে শুভেন্দুর হুঙ্কার, 'কোথায় পুষ্পা? কোথায় আপনি? কোথায় গেলেন? আপনাকেতো দেখাই যাচ্ছে না! ' ২১ শে বিধানসভা নির্বাচনের পর

> **বাংলায় জোড়াফুলের দিন শেষ। এবার রাজ্য থেকে ওদের একবারে শূন্য করে ছাড়ব।**
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের তদন্তে এসে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যে ১৯ জন দুষ্কৃতিকে নটোরিয়াস ক্রিমিন্যাল হিসাবে চিহ্নিত করেছিল, তার মধ্যে ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির অন্যতম। এদিন সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হুঁশিয়ারি,' ভাইপোর ওই ক্রিমিনাল টার দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিন। ওর ব্যবস্থা আমিই করব।'

ভেঙে পড়া তৃণমূলের ওপর আরও চাপ বাড়াতে জাহাঙ্গিরের সঙ্গে অভিষেক বন্দোপাধ্যায়কেও এদিন নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সাধারন নির্বাচনের আগে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে অভিষেক বলেছিলেন, '৪ঠা মের ফল বেরোনোর পর রবীন্দ্রসঙ্গীত নয় ডিজে বাজবে।' নির্বাচনে অভিষেকের সেই দর্পচূর্ন হবার পর সে কথা মনে করিয়ে এদিন শুভেন্দু বলেন, 'আমরা বলি না জেতার পর ডিজে বাজবে। আমরা চাই শান্তিপূর্ণ ভোট ফল তার মানুষ এক লক্ষ ভোটে জয়ী করবে বিজেপিকে।' একই সঙ্গে ফলতায় জেতার আনন্দে যাতে পাল্টা না হয় সেই বার্তাও আজ আগাম দিয়ে গেলেন শুভেন্দু। বললেন, 'কুকুর মানুষের পায়ে কামড়ায় মানুষ কুকুরের পায়ের কামড়ায় না।' ফল প্রকাশের পর কোথাও যেন কোনও ঘটনা না ঘটে। আমরা জামাতি তৃণমূল নই। আমরা বিজেপি। রাজ্য সভাপতি বলেছেন, আমরা বিজয় মিছিল নয়, অভিনন্দন যাত্রায় বিশ্বাসী। '

বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের ক্ষমতায় পালা বদলের পর এই মুহূর্তে দক্ষিন ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার লোকসভার অধীন ফলতাতেও ঘুরে দাঁড়ানো এখন তৃণমূলের পক্ষে কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে। বিধানসভা ভোটে ২০৭ আসনে জয়ী হয়ে রাজ্যজুড়ে অনেকটাই শক্তি বাড়িয়েছে বিজেপি। দক্ষিন ২৪ পরগনার বিশেষ জনবিন্যাসের কারনে কিছুদিন আগেও এই জেলায় আসন জেতার কথা ভাবতে পারতো না বিজেপিও। গত নির্বাচনে সেই জেলাতেই ১০টি আসনে জয় পেয়েছে গেরুয়া শিবির। ডায়মন্ডহারবার লোকসভার সাতগাছিয়া বিধানসভা আসনটিও তৃণমূলের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে তারা। ফলতায় জিতলে ডায়মন্ডহারবার লেকসভার ২টি বিধানসভায় পদ্ম ফুটবে।

আক্রান্তদের বাড়িতে তৃণমূলের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম

আরামবাগ ও ময়না, ১৬ মে : ভোটপরবর্তী হিংসায় আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে গেল দলের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। শনিবার হুগলির গোঘাট, পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপিতে তিনটি প্রতিনিধিদল যায়। সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলের নেতৃত্বে একটি দল পুরশুড়ার ডিহিবাতপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে আসে। ওই দলে ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম, প্রাক্তন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, উত্তরপাড়ায় তৃণমূলের পরাজিত প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, ওই তৃণমূল নেতার বাড়িতে ভোটের ফল বেরোনোর পর হামলা চালায় বিজেপি। বাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের মারধর করার অভিযোগও উঠে গেরুয়া শিবিরের লোকজনের বিরুদ্ধে। ওই পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তৃণমূল নেতানেত্রীরা।

পুরশুড়ার পর গোঘাট, আরামবাগ এবং খানাকুলেও যান তাঁরা। ৯ মের পর গোঘাটের নকুণ্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য চায়না বাগের স্বামী সহদেব বাগের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। তাঁর বাড়িতেও যান তৃণমূল নেতারা। অপরদিকে তৃণমূল সাংসদ দোলা সেনের নেতৃত্বে তিনজনের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম ময়না দলের ব্লক কার্যালয়ে কর্মীদের সঙ্গে একটি বৈঠক করে। বৈঠক শেষে দোলা সেন বলেন, '৪ তারিখের পর থেকে তৃণমূলের কর্মী, সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। তাদের ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। আমরা যা জানলাম তা দিদিকে জানাব। প্রশাসনকে জানানো হবে। প্রতিটি ব্লকে প্রত্যেক বুথে কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন। ভিভিপ্যাট গুনতে দেওয়া হয়নি। কর্মীদের মেরে বের করে দেওয়া হয়েছে।'

কুলপিতে আক্রান্ত দলীয় কর্মীদের বাড়িতে যায় সুস্মিতা দেব, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, তন্ময় ঘোষ এবং বাপি হালদারের নেতৃত্বাধীন অপর একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। এদিকে হিংসায় আক্রান্ত দলীয় কর্মীদের পাশে দাঁড়াতে এদিন কালীঘাটে নিজের বাসভবন সংলগ্ন দলীয় কার্যালয়ে লিগ্যাল সেলের সদস্যদের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য প্রমুখ।

রথীনকে ফের তলবের প্রস্তুতি

কলকাতা, ১৬ মে : পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের উত্তরে সন্তুষ্ট নয় ইডি। শুক্রবার তাঁকে দীর্ঘ ৯ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে ফের রথীনকে তলব করার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই তলবের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এদিকে ইডির হাতে ধৃত পুলিশকর্তা শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ ১২ জন পুলিশ অফিসার ইনচার্জ তদন্তকারীদের নজরে রয়েছেন। শান্তনু এবার পুলিশের স্ক্যানারেও। তাঁর বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ অনুসন্ধান শুরু করেছে লালবাজার।

ফলহারিণী অমাবস্যায় তারাপীঠে মায়ের পুজো। শনিবার তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

ফাঁড়িতে হামলা

আসানসোল, ১৬ মে : রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা মেনে ধর্মীয় স্থানে মাইকের শব্দবিধি কার্যকর করতে গিয়ে চরম ক্ষোভের মুখে পড়ল পুলিশ। শুক্রবার রাতে আসানসোলের রেলপার এলাকার জাহাঙ্গির মহল্লা পুলিশ ফাঁড়িতে একদল দুষ্কৃতি অতর্কিতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। উন্মত্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে লাঠিচার্জ এবং কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটাতে হয়। হামলায় ফাঁড়ি ইনচার্জ উজ্জ্বল সাহা সহ বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী আহত হন। এই ঘটনায় মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'বর্তমান রাজ্য সরকার এইসব কিছু সহ্য করবে না। ধর্মীয় স্থানে যা কিছু করতে হবে, তা আইন মতো। রাস্তা বন্ধ করে বা সাধারণ মানুষের অসুবিধা করে ধর্মাচরণ করা চলবে না।' এলাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশি টহল জারি রয়েছে।

আরজি কর মামলায় হাইকোর্টে নতুন বেঞ্চ

অভিজিতের প্রশ্নে সিবিআই অফিসার

রিমি শীল

কলকাতা, ১৬ মে : আরজি কর কাণ্ডে এবার সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসারের ভূমিকা নিয়েই বিস্ফোরক প্রশ্ন তুললেন তমলুকের বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, আরজি কর মামলার সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসার সীমা পাহুজাকে প্রয়োজনে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত। শনিবার আচমকাই আরজি কর হাসপাতালে পরিদর্শনে যান সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি জনসমক্ষে আসেননি। তাই তাঁর এই আচমকা পরিদর্শন ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

হাসপাতালের জরুরি বিভাগে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছিল, ঠিক সেই জায়গাতেই যান তিনি। সেখান থেকে বেরিয়ে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে অভিজিৎবাবু বলেন, ''আমি জানতে পেরেছি তদন্তকারী অফিসার সীমা পাহুজা দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেননি। হাসপাতালের একটি ঘর প্রায় দু-বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। সেখান থেকে ঘটনার বহু জরুরি তথ্য-প্রমাণ মিলতে পারত। সিবিআই সেই ঘরটি খোলায়নি। ঘটনার রাতে সিঁড়ি দিয়ে মৃতদেহ নামানোর সময় এক নার্স তার ভিডিও করেছিলেন। সীমা পাহুজা নাকি সেই ভিডিও মুছে দেওয়ার নির্দেশ দেন।' বিজেপি সাংসদের আশংকা, তদন্তকারী অফিসার কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই তাঁকে অভিযুক্ত হিসেবে রেখেই জেরা করা দরকার। সাংসদের এই সফর প্রসঙ্গে আরজি করের আন্দোলনকারী চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো বলেন, 'উনি

- শনিবার আচমকাই আরজি কর হাসপাতালে পরিদর্শনে যান সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
- যেখানে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছিল, ঠিক সেই জায়গাতেই যান
- সেখান থেকে বেরিয়ে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি

অনুমতি নিয়ে এসেছিলেন কি না জানি না। তবে বন্ধ ঘরটির ব্যাপারে আমরাও সিবিআইকে বারবার জানিয়েছিলাম। তদন্তকারী অফিসার কেন সেটা দেখেননি, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলাই যায়।'

এদিকে, আরজি কর মামলার শুনানি ও মূল দোষী সঞ্জয় রায়ের শাস্তির দাবিতে দায়ের হওয়া মামলাগুলির জন্য কলকাতা হাইকোর্টে একটি বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে। বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে এবার থেকে এই মামলার শুনানি হবে। আগামী সোমবারই নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবীরা এই বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চলেছেন। এর আগে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

আরজি করের ঘটনায় সেদিনের দায়িত্বে থাকা তিন পুলিশ অফিসারকে সাসপেন্ড করেছে রাজ্য সরকার। এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ফলতার এক সভা থেকে দাবি করেছেন, ''অভয়ার ঘটনায় আগের হেরো মুখ্যমন্ত্রীর ইশারায় যাঁরা প্রমাণ লোপাট করেছিলেন, যাঁরা ঘুষ দিতে চেয়েছিলেন, তাঁরাই সাসপেন্ড হয়েছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকাও তদন্তের আওতায় থাকবে।' বিচারাধীন এই মামলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এমন মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে তীব্র জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে পালটা বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানান, 'সরকার নিজের মতো করে তদন্ত করছে। এই নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই।' অন্যদিকে, শনিবারই হাসপাতালের নিরাপত্তা, দালাল চক্র রুখতে এবং সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতা নিয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে এক জরুরি বৈঠকে বসেন আরজি করের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষরা।

মাদানির চ্যালেঞ্জ

কলকাতা, ১৬ মে : রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই বঙ্গ রাজনীতিতে একের পর এক নাটকীয় মোড়। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শুভেন্দু অধিকারীর একটি মন্তব্য ঘিরে এবার রীতিমতো ঝড় উঠল জাতীয় স্তরে। 'শুধুমাত্র হিন্দুদের জন্যই কাজ করব'- নতুন মুখ্যমন্ত্রীর এই কথিত মন্তব্যের পর যখন মেরুকরণের বিতর্কে সরগরম রাজ্য, ঠিক তখনই একেবারে ভিন্ন মেজাজে ময়দানে অবতীর্ণ হল জমিয়তে উলামা-ই-হিন্দ। তথাকথিত 'সংখ্যালঘু বঞ্চনা'র চেনা অভিযোগের পথে না হেঁটে, নয়া মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি 'বিকাশ' এবং 'সাংবিধানিক বৈধতা'র এক নজিরবিহীন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি মাওলানা মাহমুদ আসাদ মাদানি।

রাজনৈতিক মহলের একাংশ যখন এই মন্তব্যে প্রমাদ গুনছেন, তখন মাদানির স্পষ্ট বার্তা, 'ঠিক আছে, আপনি হিন্দুদের জন্যই কাজ করুন। তবে সেটা আক্ষরিক অর্থে করুন, ফাঁকা রাজনৈতিক বুলিতে নয়।' এক পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদের মতোই তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি, হুগলি নদীর জল দূষণমুক্ত হলে তা হিন্দু-মুসলিম বিচার করে কারও তৃষ্ণা মেটায় না। মালদহ, মুর্শিদাবাদ বা পুরুলিয়ার স্কুল-হাসপাতালগুলো সঠিকভাবে চললে বা হাওড়ায় ব্যবসার জন্য ঋণ পেলে, তা ধর্ম দেখে মানুষের কাছে পৌঁছায় না। মাদানির কথায়, রাজ্যের ৮০ শতাংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের যদি প্রকৃত উন্নয়ন হয়, তবে বাকি ২০ শতাংশ মানুষ তার সুফল থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই লাভবান হবেন। জমিয়ত সভাপতির সাফ কথা, 'আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মুসলিমদের জন্য কাজ করতে বলছি না, আমরা বলছি বাংলার জন্য কাজ করুন।'

মিঠুন চক্রবর্তীর বাড়িতে শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার নিউটাউনে।

শুভেন্দু 'সেরা মুখ্যমন্ত্রী', গর্বিত মিঠুন

কলকাতা, ১৬ মে : পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে দরাজ সার্টিফিকেট দিলেন মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী। শনিবার সকালে ডায়মন্ড হারবারে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়ার আগে নিউটাউনে মিঠুনের বাড়িতে যান শুভেন্দু। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ ছিলেন তিনি। সৌজন্য সাক্ষাতের পর দুজনে একসঙ্গে বাইরে আসেন। শুভেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা মিঠুন বলেন, 'এঁর থেকে ভালো মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে হতে পারে না। এটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি। যে মুহূর্তে তিনি শপথ নিয়েছেন তার পর থেকেই কাজ করছেন। শুভেন্দু অধিকারীকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পেয়ে আমরা গর্বিত।'

সিনেমা জগতের মেগাস্টার বলেন, 'আগামী দিনে কী কী কাজ করতে হবে সেটা আপনারাও দেখবেন। আগামী দিনে এই যোদ্ধা একের পর এক লড়াই এগিয়ে নিয়ে যাবে। আর আমি তো রইলাম পিছনেই।' ভোটের আগে তো বটেই, ভোটের সময়ও প্রচারে নেমেছিলেন মিঠুন। ব্রিগেডে ৯ মে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানেও হাজির ছিলেন তিনি।

শুভেন্দু বলেন, 'আমি নিশ্চিতভাবে জনগণের আশীর্বাদে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছি। বিজেপি আমাকে বেছে নিয়েছে। কিন্তু এর নেপথ্য কারিগরদের মধ্যে অত্যন্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যে কয়েকটা নাম আসে তার মধ্যে মিঠুন চক্রবর্তী অন্যতম। মিঠুনদা কাল বলেছিলেন দেখা করতে চাই। আমি বলেছিলাম, আপনাকে আসতে হবে না। আপনার মুখ্যমন্ত্রী আপনার কাছে যাবে।' বাংলায় বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার জন্য মিঠুন কীভাবে কাজ করেছেন তাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'বাংলার হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য এবং বাংলার রাষ্ট্রবাদীদের বাঁচানোর জন্য নিরলস চেষ্টা করেছেন মিঠুন চক্রবর্তী। তাঁর পরিশ্রমের কোনও সীমা ছিল না। এই ভোটেও সভা, রোড শো করেছেন। গত কয়েক মাস ধরে লাগাতার ইন্ডোর মিটিং করেছেন তিনি। কাজ করেছেন মাইক্রো লেভেলে গিয়ে। বাংলায় বিজেপির জয় ও আমার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার অন্যতম কারিগর মিঠুনদা।' শুভেন্দু এও জানান, আমি নিজে অষ্টম শ্রেণির পর আর সিনেমা দেখিনি। তবে মিঠুনদা অন্য জায়গায়। তিনি মহাগুরু।

দু'জনের একঘণ্টা বৈঠক

অনুভব থেকে আলিয়া হওয়ার লড়াই

রিমি শীল

কলকাতা, ১৬ মে : সমাজের চেনা ছকের শিকল ভাঙার এক চরম ইস্তেহার। আর সেই স্বাভাবিকতার প্রথাগত দেয়াল ভেঙে, নিজের আসল সত্ত্বাকে ছিনিয়ে নিতে চাইছেন ঝাড়গ্রামের অনুভব পাল। এ বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের একমাত্র রূপান্তরকামী পরীক্ষার্থী অনুভব। নিজের পরিচয়পত্রে স্পষ্ট লিখেছিল 'তৃতীয় লিঙ্গ'। সমস্ত সামাজিক প্রতিবন্ধকতা আর দ্বিধাদ্বন্দ্বকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে ৩৩৫ নম্বর পেয়ে সফল হয়েছে সে। এখন তাঁর স্বপ্ন রবীন্দ্রভারতী বা বিশ্বভারতীতে 'ভিজুয়াল আর্টস' (দৃশ্যকলা) নিয়ে উচ্চশিক্ষা করা। তবে এর থেকেও বড় লড়াই, নিজের আসল সত্ত্বাকে সমাজে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা। আদৌ সমাজ তার পাশে দাঁড়াবে কি না, তা নিয়ে অসীম সাহসের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে সে। তারই মাঝে নিজের সত্ত্বাকে সমাজের কাছে প্রতিষ্ঠিত করাও তার অন্যতম লড়াই হয়ে উঠেছে।

শৈশবে আর পাঁচটি ছেলের মতো ক্রিকেট বা ফুটবলে মন টিকত না অনুভবের। বয়স যখন মাত্র ১০ বছর, তখন ঘরের কোনে নিজেকে লুকিয়ে মেয়েদের মতো সাজতে ভালোবাসত। ভিতরের এই পরিবর্তন অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু সমাজ কী ভাববে? মায়ের মৃত্যুর পর সেই ভয় এক লহমায় সুপ্ত হয়। তার মধ্যে বাবার নতুন সংসারে চলে যাওয়ার পর একা হয়ে পড়ে অনুভব। মাসি হয়ে ওঠে তার পৃথিবী। এই একাকীত্ব তাকে এনে দেয় সত্যকে মেনে নেওয়ার শক্তি। পুরুষ হিসেবে পুরুষ বিভাগেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল অনুভব। একাদশে লিঙ্গ পরিচয়ে সে লেখে 'অন্যান্য'। নিজের নাম পরিবর্তন করে রাখে শরণ্যা। স্কুল কি পাশে দাঁড়াবে?

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের একমাত্র রূপান্তরকামী পরীক্ষার্থী।

ঝাড়গ্রামের ননিবালা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, কোনও সমস্যা হবে না তার। একাদশ শ্রেণিতে মহিলাদের পোশাক পরে ক্লাস করেছে সে। কেউ কুকথা শোনালে প্রতিবাদও করেছেন শিক্ষকরা। সদ্য আঠারোতে পা দিয়েছে অনুভব। কিন্তু সে অনুভব নয় আলিয়া হতে চায়। ভবিষ্যতে আলিয়া পাল নামে আঁকার শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চায় । শারীরিকভাবেও নিজেকে বদলে ফেলতে চায় । তাই মনোবিদদের পরামর্শে হরমোন চিকিৎসার মাধ্যমে পরিবর্তনের সূচনা হয়। বছর ঘুরলেই অস্ত্রোপচার হবে। আপাতত অপেক্ষায়। অনুভব বললেন, 'মাকে হারানোর পর কিছুই ভাবিনি। মনের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়েছি।'

উত্থান ও পতন

উজ্জ্বল ও নিষ্প্রভ।। বাঁদিকে তামিলনাড়ুর নতুন মুখ্যমন্ত্রী থালাপতি বিজয় ও ডানদিকে কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন।

সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ ভারত এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক ‘উত্থান ও পতন’-এর সাক্ষী হল। তামিলনাড়ুতে দীর্ঘদিনের চেনা দ্বিমুখী রাজনীতির বৃত্ত ভেঙে, সুপরিকল্পিত রণকৌশলে মেগাস্টার বিজয়ের দল ‘টিভিকে’-র এক ঐতিহাসিক এবং নাটকীয় উত্থান ঘটল। ঠিক এর বিপরীতে, প্রতিবেশী রাজ্য কেরলে এক দশকের একচ্ছত্র আধিপত্য, চরম আমলাতন্ত্র এবং মাটির মানুষের থেকে দূরত্বের দায়ে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বামেদের শেষ শক্তিশালী লাল দুর্গ। ক্ষমতার অলিন্দ থেকে এক সুপ্রাচীন রাজনৈতিক সাম্রাজ্যের মহাপতন এবং এক আনকোরা তরুণ শক্তির রাজকীয় আত্মপ্রকাশ— দক্ষিণের এই দুই বিপরীতমুখী সমীকরণই বর্তমানে গোটা দেশের রাজনীতির সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি। এ নিয়েই এবারের উত্তর সম্পাদকীয়র জোড়া প্রতিবেদন।

চেনা ছক ভেঙে নতুন দিগন্ত তামিলনাড়ুতে

চিরঞ্জীব রায়

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে চলে আসা চিরাচরিত রাজনৈতিক সমীকরণের বাইরে গিয়ে, তামিলনাড়ুতে এক নতুন দলের যে অভূতপূর্ব উত্থান ঘটল, তা ভারতের নির্বাচনি ইতিহাসে এক মাইলফলক। একদিকে যেমন আমরা দেখলাম তারুণ্যে ভরপুর নতুন শক্তির ঐতিহাসিক উত্থান, তেমনই অন্যদিকে সাক্ষী থাকলাম ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দলগুলোর ধারাবাহিক পতনের। দ্রাবিড় রাজনীতির এই দুর্ভেদ্য দুর্গে একটি আনকোরা নতুন দল কীভাবে বাজিমাত করল? কোন জাদুবলে তারা মানুষের এত কাছাকাছি পৌঁছাল? এর উত্তর লুকিয়ে আছে দলটির সুচিন্তিত রাজনৈতিক রণকৌশলে।

তামিলনাড়ুর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, গত অর্ধশতাব্দী ধরে রাজ্যের ক্ষমতা মূলত দুটি প্রধান আঞ্চলিক দলের মধ্যেই আবর্তিত হয়েছে। জয়ললিতা এবং করুণানিধির মতো মহীরুহের প্রয়াণের পর রাজ্য রাজনীতিতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা পূরণের চেষ্টা অনেকেই করলেও সফল হননি। সাধারণ মানুষও একপ্রকার বাধ্য হয়েই চিরাচরিত দলগুলিকেই ভোট দিয়ে এসেছেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে প্রতিষ্ঠানবিরোধী ক্ষোভ, দুর্নীতি নিয়ে অসন্তোষ এবং দীর্ঘদিনের একই রাজনৈতিক তর্জা নিয়ে গভীর ক্লান্তি তৈরি হচ্ছিল। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এই হতাশা ছিল প্রকট। নতুন দলটি অত্যন্ত সুকৌশলে মানুষের মনের এই পরিবর্তনের তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে অনুধাবন করতে পেরেছিল। তারা বুঝেছিল, মানুষ শুধু নতুন মুখ চাইছে না, চাইছে এক সম্পূর্ণ নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি। আর ঠিক এই জায়গাটাতেই তারা প্রথম রাজনৈতিক বীজ বপন করে।

এই দলের বাজিমাত করার পেছনে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ছিল তাদের নিখুঁত তৃণমূল স্তরের জনসংযোগ কৌশল। অন্যান্য নবাগত দলের মতো তারা কেবল সোশ্যাল মিডিয়া বা জনসভার চমকের ওপর নির্ভরশীল থাকেনি। এর পরিবর্তে, তারা গত কয়েক বছর ধরে নীরবে রাজ্যের প্রতিটি বুথ স্তরে নিজেদের সুশৃঙ্খল সংগঠন গড়ে তুলেছে। সংগঠনের মূল শক্তি ছিল যুবসমাজ। লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীকে তারা সমাজ পরিবর্তনের কারিগর হিসেবে নিযুক্ত করেছিল। রাজ্যে যখনই কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা নাগরিক সমস্যা দেখা দিয়েছে, এই দলের কর্মীরা নিঃস্বার্থভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ভোটের বহু আগে থেকেই সাধারণ মানুষের মনে দলটির প্রতি এক গভীর আস্থার জায়গা তৈরি হয়েছিল। তারা প্রমাণ করেছিল, কেবল ক্ষমতার লোভে নয়, মানুষের সেবা করার উদ্দেশ্য নিয়েই তারা ময়দানে নেমেছে। এই বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনই ছিল প্রথম বড় জয়।

চলচ্চিত্রের রুপোলি পর্দা থেকে রাজনীতির মূল আঙিনায় পা রেখেই বাজিমাত করলেন মেগাস্টার সি জোসেফ বিজয় এবং তাঁর নবগঠিত দল ‘তামিলগা ভেট্রি কাজাগাম’ (টিভিকে)। চিরাচরিত দ্বিমুখী রাজনীতির বৃত্ত ভেঙে বিজয়ের এই নাটকীয় উত্থান ও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ তামিলনাড়ুর ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। এই দলের নির্বাচনি ইস্তাহার ও প্রচারের ভাষা ছিল অত্যন্ত আধুনিক। তারা দীর্ঘ ও অবাস্তব প্রতিশ্রুতির পথে হাঁটেনি। ফোকাস করেছিল রাজ্যের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির ওপর— বেকারত্ব, শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, মহিলাদের নিরাপত্তা এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন। তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যে, যেখানে শিক্ষার হার উন্নত, তরুণ প্রজন্মের প্রধান দাবি মেধাভিত্তিক কর্মসংস্থান। নতুন দলটি প্রচারে আইটি সেক্টরের প্রসার ও স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম তৈরির ওপর জোর দিয়েছিল। পাশাপাশি, মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য বাস্তবসম্মত প্রকল্পের রূপরেখা তুলে ধরে। নতুন শক্তির পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি ও সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি মহিলা ভোটারদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করেছে। তারা এমন এক রাজনৈতিক পরিসরের কথা বলেছে, যেখানে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরাও নেতৃত্ব দেওয়ার সমান সুযোগ পাবে। এই গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অ্যাপ্রোচ তাদের বিপুল জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ।

এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জাতীয় দলগুলির, বিশেষত বিজেপির ব্যর্থতার বিষয়টিও সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সর্বভারতীয় স্তরে ক্ষমতাসীন দল বিজেপি দীর্ঘদিন ধরেই তামিলনাড়ুতে জমি শক্ত করার মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছে। বিপুল অর্থবল ও আগ্রাসী প্রচারের কোনও খামতি ছিল না। কিন্তু তাদের মূল সমস্যা হল, তারা তামিলনাড়ুর সাংস্কৃতিক অস্মিতা এবং দ্রাবিড় আবেগের মূল সুরটি ধরতে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। উত্তর ভারতের ধাঁচে ধর্মভিত্তিক মেরুকরণের রাজনীতি তামিল জনমানসে রেখাপাত করতে পারেনি। বরং, রাজ্যের মানুষ ভাষাগত আধিপত্যের বিরুদ্ধে বরাবরই সোচ্চার। বিজেপি নেতৃত্ব এই সংবেদনশীল বিষয়গুলিকে সামলাতে না পারার কারণেই সাধারণ মানুষের থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। অন্যদিকে, নতুন দলটি সচেতনভাবে মেরুকরণের রাজনীতি এড়িয়ে গেছে। তারা তামিল ভাষা ও রাজ্যের অধিকার নিয়ে সোচ্চার থেকেছে, কিন্তু কখনোই তা বিভাজনমূলক পর্যায়ে নিয়ে যায়নি। এই ভারসাম্য বজায় রাখার নীতি তাদের রাজনৈতিক জমিকে পুষ্ট করেছে।

নতুন শক্তির আরেকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ স্ট্র্যাটেজি ছিল তাদের প্রার্থী নির্বাচন এবং নির্বাচনি জোটের নিখুঁত সমীকরণ। তারা পুরোনো রাজনীতির সেই চেনা ছক— অর্থাৎ অপরাধের রেকর্ড থাকা বাহুবলী বা বিপুল রাজনৈতিক অর্থের মালিকদের টিকিট দেওয়ার চিরাচরিত প্রথাকে সম্পূর্ণ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। এর বদলে তারা সচেতনভাবে টিকিট দিয়েছিল ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সমাজকর্মী, শিক্ষক এবং সমাজের উচ্চশিক্ষিত তরুণদের। প্রার্থীরা প্রত্যেকেই ছিলেন পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির অধিকারী এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বকারী। এর ফলে সাধারণ মানুষ এই আনকোরা প্রার্থীদের মধ্যে নিজেদেরই প্রতিফলন দেখতে পেয়েছিলেন। পাশাপাশি, নির্বাচনি প্রচারে তাঁরা কোনও নিম্নরুচির ব্যক্তিগত আক্রমণ বা কাদা ছোড়াছুড়ির পথে হাঁটেনি। তাঁদের প্রচার ছিল আগাগোড়া সম্পূর্ণ ইতিবাচক। রাজ্যের কী কী কাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন এবং তারা ক্ষমতায় এলে ঠিক কীভাবে সেই উন্নয়নগুলি ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত করবে— তার একটি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ব্লু-প্রিন্ট বা রূপরেখা তাঁরা মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন। এই পরিশীলিত রাজনৈতিক আচরণ শিক্ষিত সমাজকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে।

তামিলনাড়ুতে এই নতুন দলের উত্থান ভারতের অন্যান্য রাজ্যের আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তিগুলির কাছে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয় বিষয়। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, মানুষের প্রতি অবিচল দায়বদ্ধতা এবং বিজ্ঞানসম্মত রণকৌশল থাকলে যে পাহাড়প্রমাণ বাধাকেও অনায়াসে অতিক্রম করা যায় তা তারা দেশের সামনে প্রমাণ করেছে।

বছরের পর বছর ধরে একই মুখ এবং একই গতে বাঁধা প্রতিশ্রুতি দেখতে দেখতে সাধারণ মানুষ আক্ষরিক অর্থেই হাঁফিয়ে উঠেছিল। সেই দমবন্ধ করা রাজনৈতিক আবহে এই নতুন দলটি যেন এক দমকা প্রাণশীতল বাতাসের মতো প্রবেশ করেছে। তারা শুধু একটি নির্বাচন জেতেনি, তারা তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এক সম্পূর্ণ নতুন যুগের সূচনা করেছে। তবে আগামীদিনে তাদের সামনে চ্যালেঞ্জ অনেক। শাসনভার পরিচালনার কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায়, আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রতিশ্রুতির সঠিক বাস্তবায়ন করা তাদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা হবে। তবে কেরল এবং তামিলনাড়ুর এই বিধানসভা ভোট চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করল, গণতন্ত্রে শেষ কথা বলে মানুষই। আর মানুষ যখন পরিবর্তনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তাবড় মহারথীদেরও পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই উত্থান ও পতনের জ্বলন্ত ইতিহাস আগামীদিনে ভারতীয় রাজনীতিতে এক নতুন পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

দক্ষিণের রাজনীতিতে টিভিকে’র উত্থান কোনও ম্যাজিক নয়, বরং তা সুপরিকল্পিত রণকৌশলের ফসল। দ্রাবিড় রাজনীতির দুই মহারথীর ছায়ামুক্ত হয়ে তারা যেভাবে নীচুতলায় মানুষের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ তৈরি করেছে, তা শিক্ষণীয়। বিজেপি বা অন্য জাতীয় দলগুলির মেরুকরণের রাজনীতির বাইরে গিয়ে, আঞ্চলিক আবেগ ও উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই এই বাজিমাত। স্বচ্ছ প্রশাসন ও কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা তামিলনাড়ুর ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। আগামীদিনে এই অভিনব রাজনৈতিক মডেল গোটা দেশের কাছেই একটি বড় মাপের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে।

ঔদ্ধত্যেই কেরলে ধূলিসাৎ লাল নিশান

অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী

১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসের এক ভ্যাপসা সকাল। তিরুবনন্তপুরমের আকাশে তখন আসন্ন বর্ষার গন্ধের সঙ্গে মিশে এক নতুন স্বপ্ন। অভিজাত পরিবারে জন্ম নেওয়া মার্কসবাদী তাত্ত্বিক নেতা ইএমএস নাম্বুদিরিপাদ— যিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিলিয়ে দিয়েছিলেন দেশের কাজে— তিনি সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া, বৈষম্যে জর্জরিত এক প্রজাতন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বের প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কমিউনিস্ট সরকারের শপথ নিচ্ছিলেন। সেদিন কেরলের ‘বামপন্থী’ হওয়ার অর্থ ছিল একটা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক এবং অধিকারবঞ্চিত মানুষদের জন্য লড়াইয়ের ময়দানে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। তাদের আনা ভূমি ও শিক্ষা সংস্কার এতটাই প্রভাবশালী ছিল যে, মাত্র দু’বছরের মাথায় নেহরুর কেন্দ্রীয় সরকার ভয়ে পেয়ে সেই সরকারকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হয়।

তার ঠিক ৬৯ বছর পরের ঘটনা। ২০২৬ সালের মে মাসের এক তপ্ত সকাল। তিরুবনন্তপুরমের একেজি সেন্টারের ভেতরের নিস্তব্ধতা যেন এক চরম রাজনৈতিক ট্র্যাজেডির সাক্ষী। ইতিহাসের চাকা তার চূড়ান্ত পাকটি খেয়ে ফেলেছে। কেরলের সাধারণ ভোটাররা যে শুধু লেফট ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন তা নয়; আক্ষরিক অর্থে তাঁরা বাম শিবিরকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছেন। ১৪০ আসনের বিধানসভায় কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অনায়াসে মেজরিটির গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপি নিঃশব্দে নেমোম, কাজাকুট্টম এবং চাথান্নুরে খাতা খুলেছে। আর সিপিএমের নিজস্ব আসন সংখ্যা ৬২ থেকে তলানিতে এসে ঠেকেছে মাত্র ২৬-এ। সেইসঙ্গে ১৩ জন বিদায়ি মন্ত্রীর লজ্জাজনক হারের মধ্যে দিয়ে ভারতের বুকে শেষ বামপন্থী রাজ্য সরকারেরও পতন ঘটে গেল।

এই হার নিছক কোনও চেনা ‘প্রতিষ্ঠানবিরোধী’ হাওয়া বা ডানপন্থীদের রাজনৈতিক চমক নয়। এক দশক একনাগাড়ে ক্ষমতায় থাকার ফলে শ্রমিকশ্রেণির এই দল, পরিণত হয়েছিল চূড়ান্ত আমলাতন্ত্রে। সোজা কথায়, তারা আর ‘বামপন্থী’ ছিল না।

এসি ঘরে নেতারা

এই রাজনৈতিক স্খলন বুঝতে হলে, আমাদের নজর ঘোরাতে হবে, রাজ্য সচিবালয়ের সামনের রোদে পোড়া পিচের রাস্তার দিকে। লাল পতাকা ওড়ানো একটি সরকারের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি সম্ভবত এটাই যে, স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী দিন-রাতের অবস্থান ধর্মঘটটি করেছিলেন খোদ শ্রমজীবী মহিলারাই। আর তা হয়েছিল একটি কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধেই।

‘কেরল মডেল’-এর মেরুদণ্ড যে আশাকর্মীরা, যাঁরা কোভিড অতিমারির দিনগুলোতে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছিলেন, তাঁরা টানা ২৬৬ দিন রাস্তায় বসেছিলেন। তাঁরা মাসে মাত্র ৭,০০০ টাকা বেতনের বদলে ২১,০০০ টাকার ন্যূনতম বেতনের দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু, টেবিলের ওপারে চেয়ারে বসা নেতারা তাঁদের দেখলেন নিছক এক ‘উপদ্রব’ হিসেবে। এই ধর্মঘটকে তাঁরা দাগিয়ে দিলেন ‘কংগ্রেসের চক্রান্ত’ বলে! ১০ মাসের হাড়ভাঙা আন্দোলনের পর, রাজ্য সরকার তাঁদের দিকে ছুড়ে দেয় মাত্র ১,০০০ টাকার বেতন বৃদ্ধি। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী থেকে নার্স— সবাইকেই এই আমলাতন্ত্রের শিকার হতে হয়।

কৃষকদের ক্ষোভ

এই বিশ্বাসঘাতকতার শিকড় ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছিল কৃষি বলয়ের গভীরেও। ট্রাভাঙ্কোরের রাবার বলয়ে একসময়ের বাম দুর্গে, এখন শুধুই চাপা ক্ষোভ। ২০২১ সালের ইস্তাহারে সরকার বুক বাজিয়ে বলেছিল, প্রাকৃতিক রাবারের ন্যূনতম সহায়কমূল্য হবে প্রতি কেজিতে ২৫০ টাকা। অথচ, ২০২৬ সালের ভোটের দিন সেই দাম এসে ঠেকেছিল কেজিতে ২০০ টাকার আশপাশে। ব্যাংকের ঋণের চাপে জর্জরিত কৃষক যখন দিশেহারা, সরকার তখন ব্যস্ত কেন্দ্রের সঙ্গে এক্তিয়ার নিয়ে আইনি তর্কে। উত্তরের ওয়েনাডের চিত্রটাও একই। এর পাশাপাশি রয়েছে রাজ্যে কর্মসংস্থানে ভাটা। ভারতের সবচেয়ে শিক্ষিত রাজ্য হওয়ার পরও, কেরলে আজ ঘটে চলেছে ব্রেনড্রেন। বাম সরকারের ‘কেরল নলেজ ইকোনমি মিশন’ পাঁচ বছরে ২০ লক্ষ চাকরির প্রতিশ্রুতি দিলেও, ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে গিয়েছিলেন ২৯.৯ শতাংশ যুব বেকারত্বের এক ভয়াবহ পরিসংখ্যান মাথায় নিয়ে। তরুণীদের ক্ষেত্রে এই বেকারত্বের হার আরও ভয়াবহ— ৪৭.১ শতাংশ। জাতীয় গড়ের প্রায় তিনগুণ। এই তরুণরা আর কোনও বিপ্লবের অপেক্ষায় থাকেননি; তাঁরা শুধুই মধ্যপ্রাচ্য বা ইউরোপে যাওয়ার টিকিট কেটেছেন।

পাহাড়প্রমাণ ঋণ

প্রকৃত শিল্পনীতির অভাব ঢাকতে চোখধাঁধানো ইনভেস্টর সামিট বা লগ্নিকারীদের সম্মেলন করা হয়েছে। কিন্তু, রাজ্যের কোষাগারের ছিদ্র ততদিনে বিশাল আকার নিয়েছে। রাজ্যের সরকারি ঋণের পরিমাণ ৪.৮২ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। ক্যাগের রিপোর্ট বলছে, ‘কিফবি’-র মাধ্যমে বাজেটের বাইরে আরও ৩২,৯৪২ কোটি টাকার হিসাববহির্ভূত ঋণ বিজয়ন সরকারের। এই আর্থিক গড়মিল ঢাকতে প্রাক্তন পিনারাই বিজয়ন সরকার, বিতর্কিত ‘মশালা বন্ড’-এর আশ্রয় নেয়— যা এখন ইডি’র আতশকাচের তলায়।

এর মাঝেই গত জুলাই মাসে কোট্টায়াম মেডিকেল কলেজের ছাদ ভেঙে এক রোগীর মৃত্যু প্রমাণ করে দেয় ভেতর থেকে কতটা পচে গিয়েছে প্রশাসন। তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীণা জর্জ, যিনি প্রথমে দাবি করেছিলেন যে ওই ভবনটি অব্যবহৃত ছিল, তিনি আরানমুলা কেন্দ্র থেকে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। আর এই সমস্ত ব্যর্থতার দায় সরকার নিয়ম করে চাপিয়ে গিয়েছে দিল্লির ঘাড়ে।

দুর্নীতির ফাঁস

এই প্রাতিষ্ঠানিক পতনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল পিনারাই বিজয়নের একচ্ছত্র আধিপত্য এবং ব্যক্তিপুজো। ২০২১ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় ফেরার পর তিনি তাঁর প্রথম মন্ত্রীসভার সমস্ত অভিজ্ঞ নেতাদের সরিয়ে দিয়ে একঝাঁক নতুন এবং অপেক্ষাকৃত জুনিয়ার মন্ত্রীদের নিয়ে আসেন, যাঁদের প্রধান যোগ্যতা ছিল নেতার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য। কমিউনিস্টদের যে চিরাচরিত যৌথ নেতৃত্বের পরম্পরা ছিল, তাকে প্রতিস্থাপন করা হয় একটি কর্পোরেট স্টাইলের স্বৈরতন্ত্র দিয়ে। সংবাদমাধ্যম এবং সাধারণ মানুষের প্রতি পিনারাই বিজয়নের সেই বিখ্যাত তাচ্ছিল্যভরা মন্তব্য— ‘কাদাক্কু পুরাত’ (বেরিয়ে যাও) হয়ে উঠেছিল জবাবদিহিহীন এক সরকারের সিগনেচার টিউন।

আর যখন সিএমআরএল-এক্সালজিক কেলেঙ্কারি সামনে এল, দলের শেষ সম্বল নৈতিক পুঁজিটুকুও কর্পূরের মতো উবে গেল। সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিসের চার্জশিটে অভিযোগ উঠল যে, মুখ্যমন্ত্রীর মেয়ে বীণা বিজয়নের আইটি কোম্পানিতে একটি খনি সংস্থা থেকে ২.৭ কোটি টাকার বেনামী লেনদেন হয়েছে, যার বিনিময়ে কোনও পরিষেবাই দেওয়া হয়নি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল শবরীমালা সোনা চুরির কেলেঙ্কারি, যার জেরে সিপিএমের এক প্রবীণ নেতাকে জেলে যেতে হয়। সাধারণ মানুষের দল হিসেবে পরিচিত বামেরা তখন দুর্নীতিগ্রস্ত পুঁজিপতিদের থেকে আর আলাদা কিছু রইল না।

আদর্শগত আত্মসমর্পণ

সম্ভবত দলের সবচেয়ে বড় এবং মারাত্মক ক্ষতটা তারা নিজেরাই তৈরি করেছিল। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে হিন্দু ভোটের মেরুকরণ দেখে ভয় পেয়ে সিপিএম ‘সফট হিন্দুত্ব’-এর দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। সংখ্যাগুরুকে খুশি করতে তারা নায়ার সার্ভিস সোসাইটির তোষামোদ শুরু করে এবং একটি ‘গ্লোবাল আয়াপ্পা কনক্লেভ’-এর আয়োজন করে। ঠিক একই সময়ে, মুনাম্বামে যখন ৪০০ একর জমির ওপর ওয়াকফ বোর্ডের দাবির কারণে ৬০০টি খ্রিস্টান মৎস্যজীবী পরিবার উচ্ছেদের মুখে পড়ে, তখন বাম সরকার কার্যত মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে। চরম দক্ষিণপন্থীদের অনুকরণ করতে গেলে তা আদতে দক্ষিণপন্থীদেরই মান্যতা দেয়। ফলস্বরূপ ২০২৬ সালে মুসলিম, খ্রিস্টান এবং হিন্দু— তিনটি সম্প্রদায়ই তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

এই চরম কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় আঘাতটা এল খোদ সিপিএমের ক্যাডারদের ভেতর থেকেই। কান্নুরের মতো প্রথাগত বাম দুর্গ— যেমন পায়ান্নুর, তালিপরম্বা এবং আম্বালাপুঝায় দলের পোড়খাওয়া নেতারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ান এবং জয়লাভ করেন। তাঁরা ভোটারদের কাছে বামপন্থাকে প্রত্যাখ্যান করার ডাক দেননি; তাঁরা ডাক দিয়েছিলেন এই ‘দলতন্ত্র’ বা মেশিনের হাত থেকে বামপন্থাকে বাঁচানোর।

১৯৬৯ সালের নভেম্বরের পর এই প্রথমবার, ভারতের মানচিত্রে এমন কোনও রাজ্য রইল না, যেখানে বামপন্থীরা ক্ষমতায় থাকল। ২০১১ সালে বাংলা হাতছাড়া হয়, ২০১৮ সালে ত্রিপুরাও দখল করে নেয় বিজেপি। আর আজ, শেষ দুর্গটিও হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল। ১৯৫৭ সালে কেরলের মানুষ কমিউনিস্টদের ভোট দিয়েছিলেন কারণ, সেদিন দলটা ভূমিহীন কৃষক, দলিত শ্রমিক এবং খেতখামারে কাজ করা মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। আর ২০২৬ সালে সেই কেরলই তাদের ছুড়ে ফেলে দিল কারণ, ক্ষমতার এই দীর্ঘ যাত্রাপথে দলটা কবে যেন সেই মাটির কাছ থেকে দূরে সরে এসে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরের রঙিন কাচের পেছনে নিজেদের বন্দি করে ফেলেছে। তাদের নিজেদের হাতেই অত্যন্ত সন্তর্পণে, একটু একটু করে অবনমিত হয়েছে এই লাল নিশান।

(লেখক সাংবাদিক)

১৯৫৭ সালে যে অবহেলিত খেটে খাওয়া মানুষের আবেগকে ভর করে কেরলে বিশ্বের প্রথম গণতান্ত্রিক কমিউনিস্ট সরকারের পথ চলা শুরু হয়েছিল, ২০২৬ সালের মে মাসে এসে সেই লাল দুর্গের চূড়ান্ত অবসান ঘটল। এক দশক টানা ক্ষমতায় থাকার পর অতিরিক্ত আমলাতন্ত্র, দুর্নীতি, আর্থিক বিপর্যয় এবং মাটির মানুষের থেকে দূরত্বই এই ঐতিহাসিক পতনের মূল কারণ। কৃষকদের অসন্তোষ, বেকারত্ব এবং দলের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের জেরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল বাম শাসন। কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ-এর বিপুল জয় এবং বিজেপির খাতা খোলার মাধ্যমে ভারতীয় রাজনীতিতে বামেদের শেষ আশ্রয়স্থলটিও এবার হাতছাড়া হল।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

বিধায়কদের নিয়ে আলোচনায় প্রশাসন

বৈঠকের রাশ রাজুর হাতে

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : বেহাল নানা পরিস্থিতিকে ছন্দে ফেরানোর চেষ্টায় বিজেপির পাহাড় ও সমতলের বিধায়করা শনিবার দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের সঙ্গে স্টেট গেস্ট হাউসে বৈঠকে বসেন। কর ফাঁকি ও জবরদখল রোখা, অবৈধ খনন বন্ধ, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নতুন বেড বসাতে উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে সেখানে সিদ্ধান্ত হয়।

সূত্রের খবর, নির্দেশ ছিল, বিধায়করা নিজস্ব এলাকায় গিয়ে বৈঠক করবেন এবং এলাকার ভালোমন্দ বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। সাংসদ রাজু বিস্ট এদিন যেভাবে গোটা বৈঠকের রাশ নিজের হাতেই রাখার চেষ্টা চালালেন, সেটা সবাইকে কিছুটা হলেও অবাক করেছে। দলীয় সূত্রে খবর, এদিনের বৈঠকে রাজুর থাকার কথাই ছিল না। কিন্তু তিনি সেখানে তো উপস্থিত থাকলেনই, বৈঠক চলাকালীন বৈঠকের পুরো রাশ নিজের হাতেই রাখার চেষ্টা চালালেন। এনিয়ে দলের একটি মহলে এদিন কানাঘুষো চলে। দলীয় বিধায়করা অবশ্য এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু বলেন, 'জেলা প্রশাসনের সর্বস্তরের আধিকারিকদের নিয়ে এদিন ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে।'

শিলিগুড়ি করিডরে কর ফাঁকি নিয়ে সাংসদ বৈঠকে সরব হন। তাঁর অভিযোগ, প্রতিদিন চিকেন নেক করিডর থেকে জিএসটি মিলে প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকার কর লোকসান হচ্ছে। তা বন্ধে প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সাংসদ জানান। এনজেপি জংশন ও বাগডোগরা বিমানবন্দরে সিন্ডিকেটরাজ এবং কেজিএফ গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে সক্রিয়তার পাশাপাশি জমি দখল রুখতেও তিনি প্রশাসনকে কড়া নির্দেশ দেন। সরকারের আয় বৃদ্ধি ও পাহাড়-সমতলে অবৈধ টোল বন্ধে সক্রিয় হতে হবে বলে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ জানান। তহবিল বৃদ্ধির জন্য শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ যে তিনটি অবৈধ টোলগেট বসিয়েছিল, জেলা প্রশাসনের দাবি অনুযায়ী সেগুলি ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ইকো সেনসিটিভ জোন এলাকায় অবৈধ খনন বন্ধে আইনি পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়। অবৈধ খনন, সরকারি জমি দখল ও অবৈধ নির্মাণ বন্ধে নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন প্রস্তাব দেন। হাসপাতালে রোগীর দুর্ভোগ রুখতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ১০০টি নতুন বেড বসানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়।

সরকারকে সহযোগিতা করতে তাঁদের নিজস্ব বোর্ডের তরফে পাশে থাকা হবে ইতিপূর্বে শিলিগুড়ি পুরসভার মেয়র, মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি ও জিটিএ চিফ আশ্বাস দিয়েছিলেন। তবে তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেস বোর্ডের কোনও সাহায্য চান না এদিনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পরে সাংসদ স্পষ্ট জানিয়েছেন। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকার সময় কোনও প্রশাসনিক বৈঠকে তাঁদের দলের বিধায়ক বা সাংসদদের মোটেই ডাকা হত না বলে তাঁর দাবি। তৃণমূল বোর্ড নেতাদের লক্ষ্য করে সাংসদ বলেন, 'আপনারা হেরে গিয়েছেন। আমাদের সাহায্য না করে আপনারা আগে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ান।'

শিলিগুড়িতে প্রশাসনিক বৈঠকে বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে সাংসদ। শনিবার।

শিলিগুড়িতে এদিন বাঘা যতীন পার্ক থেকে মহাত্মা গান্ধি মোড় পর্যন্ত একটি ধন্যবাদ যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে রাজু সহ তিন বিধায়ক শামিল হয়ে ঢাকঢোল সহযোগে শিলিগুড়িবাসীকে ধন্যবাদ জানান। সাংসদ বলেন, 'শিলিগুড়ি শহর এবং গ্রামের মানুষ যেভাবে বিজেপির ওপর আস্থা রেখেছেন সেজন্য তাঁদের ধন্যবাদ।' তবে এদিন মিছিলের ভিড়ে হিলকার্ট রোড অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় অনেকে যানজটে পড়েন।

আলাদা পুরসভা ও জেলার প্রস্তাব আনন্দময়ের

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : মাটিগাড়া, আঠারোখাই এবং বাগডোগরাকে হয় শিলিগুড়ি পুরনিগমের আওতায় আনা হোক অথবা পৃথক পুরসভা তৈরি করা হোক। প্রশাসনকে এমনই প্রস্তাব দিলেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। শনিবার শিলিগুড়ি স্টেট গেস্টহাউসে দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের প্রায় সব দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে জেলার বিধায়কদের প্রথম বৈঠক হয়। সেখানেই আনন্দময়ের এমন প্রস্তাব ঘিরে নানা স্তরে আলোচনা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'শিলিগুড়ি পুরনিগম সংলগ্ন এলাকাগুলি এখনও গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। এলাকার মানুষ পুরসভার সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। আগে তা বিধানসভায় তুলেছি। এবার মুখ্যমন্ত্রীকে জানাব। সেই হিসাবে প্রশাসনের মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠাতে বলেছি।' আনন্দময় এদিন শিলিগুড়িকে আলাদা জেলা করার প্রস্তাব দিয়েছেন।

প্রশাসন সূত্রে খবর, আলাদা পুরসভা গঠন কিংবা পুরনিগমের ওয়ার্ড সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হলে বিধানসভায় বিষয়টি পাশ করিয়ে তারপর নগরোন্নয়ন দপ্তর থেকে নির্দেশ দিতে হয়। সেই নির্দেশ মোতাবেক জেলা প্রশাসন কাজ করবে। তাহলে কি বিধায়ক আগেই মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস আদায় করতে পেরেছেন? সেই প্রশ্ন উঠছে। তবে জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর বলেছেন, 'বিধায়ক তা জানাতেই পারেন। আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় জানানোর চেষ্টা করব।'

আনন্দময় বিরোধী দলের বিধায়ক থাকার সময়ও একই দাবিতে সরব হয়েছিলেন। বিধানসভা ভোটের আগে বলেছিলেন, 'ক্ষমতায় এলে আলাদা পুরসভা গঠন করবেন।' এখন বিধায়ক তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনে যে বদ্ধপরিকর, প্রশাসনের সঙ্গে প্রথম বৈঠকেই সেই প্রস্তাব পাঠানোর মধ্যে দিয়ে দেখা গিয়েছে বলে দাবি বিজেপির।

বিধায়কের এমন প্রস্তাবে খুশি মাটিগাড়া, বাগডোগরার মানুষ। দলের মাটিগাড়া বাগডোগরার মণ্ডলের তরফেও বিধায়ককে ধন্যবাদ জানানো হবে বলে জানানো হয়েছে।

শিলিগুড়িকে আলাদা জেলার দাবি দীর্ঘদিনের। পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ডের দাবি রয়েছে। আলাদা জেলা হলে সেই দাবিকে প্রাধান্য দেওয়া হতে পারে মনে করেন পাহাড় এবং সমতলের বাসিন্দাদের একাংশ। পাহাড় থেকে সমতলকে আলাদা করে দিলে দুই এলাকার মানুষের মধ্যে বিভেদের বাতাবরণ তৈরি হতে পারে বলে মনে করেন একাংশ। উলটোদিকে এর সপক্ষে যুক্তিও রয়েছে। পাহাড়ে জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তর রয়েছে। সমতলের মানুষকে বর্ষা, শীতে নানা প্রয়োজনে পাহাড়ে উঠতে হয়। সেদিক থেকে পাহাড়ি দুর্গম রাস্তায় যাতায়াতে নানা সমস্যার আশঙ্কা থাকে। দিনে দিনে গিয়ে পাহাড় থেকে ফিরতে গেলেও তা অনেকটা সময়সাপেক্ষ এবং পরিশ্রম বলে মনে করেন অনেকে। আলাদা জেলা হলে সেই সমস্যা মিটতে পারে। সমতলের মানুষকে পাহাড়ের উপরে ঝুঁকি নিয়ে উঠতে হবে না। আনন্দময়ের বক্তব্য, 'শিলিগুড়িকে আলাদা জেলার প্রস্তাব দিতে বলেছি। কালিম্পং আলাদা জেলা হয়েছে। শিলিগুড়ি আলাদা জেলা হলে দার্জিলিং আলাদা একটি জেলা থাকবে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িকে শিলিগুড়ি জেলার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।'

এদিকে, নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়া থানা বর্তমানে দার্জিলিং জেলা পুলিশের অন্তর্ভুক্ত। এই তিনটি থানাকে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি জেলা শাসককে বলেছেন বিধায়ক। প্রশাসনও বিষয়টি দেখবে বলে জানিয়েছেন আনন্দময়।

বেলা শেষে বাড়ি ফেরা। শনিবার ইসলামপুরের শিয়ালতোড়ে। ছবি : সুদীপ্ত ভৌমিক

নিয়োগ নিয়ে সরব অশোক

শিলিগুড়ি পুরনিগমেও দুর্নীতির চর্চা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : পুর নিয়োগ দুর্নীতির ছায়া কি শিলিগুড়িতেও? কেননা ২০১৭-'১৮ সালে একসঙ্গে এক ঝাঁক ছেলেমেয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। যাঁরা হয় কলকাতা বা মালদা-মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে তাঁদের নিয়োগ হয়েছিল বলে দাবি করা হলেও শুধু নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলের ছেলেমেয়েরাই কাজ পাওয়ায় প্রশ্ন উঠছে। এনিয়ে মেয়র গৌতম দেব অবশ্য বলেছেন, 'যে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত হচ্ছে, সেই সময় আমাদের পুরনিগমে ওই ছেলেমেয়েরা এসেছিল কি না সেটা বলতে পারব না। তখন অশোক ভট্টাচার্য মেয়র ছিলেন। উনি জানবেন নিশ্চই।' এদিকে, ২০১৭-'১৮ সালের ওই নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য নিজেও। তাঁর বক্তব্য, 'আমি মেয়র থাকাকালীন কলকাতা থেকে একসঙ্গে অন্তত ১৪ জন ছেলেমেয়ে পুরনিগমে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা আমাদের আদেশ, নির্দেশের সেভাবে গুরুত্ব দিতেন না। এই নিয়োগ নিয়ে আমাদের কাছেও কোনও তথ্য ছিল না। ফলে তখন থেকেই এঁদের নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছিল।' শিলিগুড়ির এই নিয়োগ নিয়েও তদন্ত হওয়া উচিত বলে প্রাক্তন মেয়র মনে করছেন।

২০১৭-'১৮ সালে শিলিগুড়ি পুরনিগমে ১৫ জন কর্মী একসঙ্গে কাজে যোগ দেন। জেনারেল বিভাগ, বিল্ডিং বিভাগ, এস্টাবলিশমেন্ট বিভাগ সহ অন্য বিভাগে এই কর্মীদের কাজ দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ ওঠে, এই নিয়োগের বিষয়ে আগে থেকে শিলিগুড়ি পুরনিগমকে কিছুই জানায়নি রাজ্য সরকার। পুরনিগমের তৎকালীন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য এদিন বলেছেন, 'কলকাতায় নিয়োগ হওয়ার পরে এখানে কাজে যোগ দিয়েছিলেন ওই ছেলেমেয়েরা। সব মিলিয়ে ১৫ জন এসেছিলেন। মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে তাঁদের করণিক বিভাগে নিয়োগ করা হয়েছিল বলে শুনেছি।' অশোকের বক্তব্য, 'সেবার শিলিগুড়ি থেকেও বেশ কিছু ছেলেমেয়ে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু চাকরিপ্রাপকদের তালিকায় শিলিগুড়ির কেউ সুযোগই পাননি। ফলে এই নিয়োগ কতটা স্বচ্ছতার সঙ্গে হয়েছিল, সেই সময় থেকেই আমাদের সন্দেহ ছিল।'

শিলিগুড়ি পুরনিগম সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই ওই ১৫ জনের মধ্যে পাঁচজন অন্য চাকরি পেয়ে এখান থেকে ইস্তফা দিয়ে চলে গিয়েছেন। একজন কলকাতায় বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। তবে এখনও ৯ জন এখানে কর্মরত রয়েছেন। অভিযোগ, নিয়োগের পর থেকেই ওই কর্মীরা এতদিন কার্যত কিছুটা বেপরোয়াভাবে চলাচল করতেন। আরও অভিযোগ, কাউকে পরোয়া না করার মানসিকতা লক্ষ করা যেত। তবে, পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু গ্রেপ্তার হতেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্দরে এই কর্মীদের নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। মেয়র গৌতম দেব অবশ্য বলেছেন, 'আমাদের আমলে ওই কর্মীরা পুরনিগমে আসেননি।'

- ২০১৭-'১৮ সালে শিলিগুড়ি পুরনিগমে ১৫ জন কর্মী একসঙ্গে কাজে যোগ দেন
- জেনারেল বিভাগ, বিল্ডিং বিভাগ, এস্টাবলিশমেন্ট বিভাগ সহ অন্য বিভাগে এই কর্মীদের কাজ দেওয়া হয়েছিল
- অভিযোগ ওঠে, এই নিয়োগের বিষয়ে আগে থেকে শিলিগুড়ি পুরনিগমকে কিছুই জানায়নি রাজ্য সরকার

চোরের ওপর বাটপাড়ি, হতবাক পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : সাধারণ মালপত্রের বদলে সোনা চুরি করে আনলে বেশি টাকা মিলবে। এমন টোপ দিয়ে চোরদের ফাঁদে ফেলতেন কয়লা ডিপোর বাসিন্দা স্ক্র্যাপ ব্যবসায়ী মহম্মদ মুরাদ আলি। তারপর চোরাই সোনার একটা অংশ নকল বলে বুঝিয়ে চোরদের পুরো টাকাও দিতেন না মুরাদ। তদন্তে 'চোরের ওপর বাটপাড়ি'র এমন উদাহরণ দেখে চমকে গিয়েছেন পুলিশকর্মীরাও।

তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, উত্তরায়ণে চুরিচক্রে গ্রেপ্তার হওয়া চারজনের মধ্যে বিশ্বজিৎ হালদার ও প্রদীপ বর্মন রেইকি করে অপারেশন চালাতেন। চুরি যাওয়া সেই সোনার গয়না তাঁরা তুলে দিতেন নৌকাঘাট এলাকার সোনা ব্যবসায়ী উত্তম সরকার ও কয়লা ডিপোর মহম্মদ মুরাদ আলিকে। পরিবর্তে নেশার জন্য টাকা নিতেন। উত্তরায়ণের চুরিচক্রের এই চার সদস্যকে নিয়ে চর্চা তো রয়েইছে। তবে সেই চর্চায় এখন আলাদা জায়গা করে নিয়েছে মহম্মদ মুরাদ আলি।

তাঁর কাছে দেওয়া সোনার অধিকাংশই নকল গয়না বলে মুরাদ বোঝাত প্রদীপ ও বিশ্বজিৎকে। এরপর সেই গয়না ক্ষুদিরামপল্লির সোনার কারখানায় দিয়ে টাকা পকেটে পুরে নিত। শুক্রবার রাতে মুরাদকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এমনই তথ্য মিলেছে। মুরাদের এই 'বাটপাড়ি' ধরার পর ক্ষুদিরামপল্লির একটি সোনার গয়না তৈরির কারখানা থেকে তিরিশ গ্রাম সোনাও উদ্ধার করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

উত্তরায়ণের একের পর এক চুরির ঘটনায় এই চক্রের জড়িত থাকার বিষয়টা ইতিমধ্যে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। গত দেড় বছরে তাঁদের করা প্রতিটি চুরির ঘটনায় বেশ কিছু পরিমাণে সোনার গয়না রয়েছে।

গত ফেব্রুয়ারি মাসের চুরির ঘটনায় সোনার গয়নার অঙ্কটা সবচেয়ে বেশি। প্রায় ৮০ গ্রাম সোনা উদ্ধার হলেও আরও কিছু সোনার গয়নার খোঁজ পাওয়া বাকি। বাকি চুরির ঘটনাগুলোতেই বা চুরি করা সোনা কোথায়? সেই প্রশ্নের উত্তর পেতে ধৃত চারজনকে একসঙ্গে জেরা শুরু করেছিলেন মাটিগাড়া থানার পুলিশকর্তারা। সেই জেরাতেই প্রদীপ ও বিশ্বজিৎ দাবি করেন, বিভিন্ন জিনিসের পাশাপাশি সোনা উত্তম ও মুরাদকে তাঁরা দিয়েছেন। যদিও মুরাদ তাঁদের প্রতিবারই জানিয়েছেন, অধিকাংশ গয়নাই নকল। এরপর মুরাদকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করতেই 'বাটপাড়ি'-র বিষয়টি সামনে আসে।

পুরোনো দরে কাজ, দিলীপের দ্বারস্থ ঠিকাদাররা

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৬ মে : আগের সরকারের সিদ্ধান্তের জেরে ২০১৭ এবং ২০১৯ সালের শিডিউল রেট মেনে নিতে কার্যত বাধ্য হয়েছেন ঠিকাদাররা। ফলে বছরের পর বছর আর্থিক ক্ষতির শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলল ইসলামপুর কনট্রাক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন। শনিবার মস্তানরাজ নিয়েও সরব হয়েছে অ্যাসোসিয়েশন।

সংগঠনের তরফে তৃণমূলের নাম না করা হলেও বিগত সরকার যে মর্জিমাফিক ঠিকাদারদের ভোগান্তিতে ফেলেছে, তা পদাধিকারীরা অস্বীকার করেননি। ইতিমধ্যে তাঁরা রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষকে এবিষয়ে অবগত করতে মেল করেছেন এবং স্পিড পোস্টে হার্ড কপি পাঠিয়েছেন। ঠিকাদাররা বলছেন, 'ঋণের বোঝায় আমরা জর্জরিত হয়ে যাচ্ছি। একেই শিডিউল রেটের আপগ্রেডেশন হয়নি। সঙ্গে প্রাপ্য বিল মাসের পর মাস ফেলে রাখা হয়েছে। ফার্ম এবং পরিবার চালাতে আমাদের নাভিশ্বাস উঠছে।'

- অভিযোগ, ২০১৭ এবং ২০১৯ সালের শিডিউল রেট মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন ঠিকাদাররা
- এতে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে বলে অভিযোগ ঠিকাদারদের
- সাইটে মস্তানি করে কাজে বিঘ্নকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থার দাবি

প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গে বালি এবং পাথরের খাদান থাকলেও ঝাড়খণ্ডের পাকুড়ের পাথর দিয়ে কাজ করা বাধ্যতামূলক করেছিল বিগত সরকার বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত উত্তরবঙ্গের বৈধ খাদান থেকে বালি ও পাথরের সরবরাহ স্বাভাবিক করার আর্জি জানিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি মতিলাল আগরওয়াল। এদিকে সংগঠনের সম্পাদক শ্যামলরঞ্জন দে বলছেন, 'ফান্ডের অভাবে সমস্যা কঠিন আকার নিয়েছে।' এই মর্মে বর্তমান সরকারের কাছে পদক্ষেপ করার আর্জি রেখেছেন তিনি।

শনিবার সংগঠনের এক পদাধিকারী বলেন, 'কিছু দপ্তরের কাজ ২০১৭ সাল এবং কিছু দপ্তরের কাজ ২০১৯ সালের শিডিউল রেটে আমাদের করতে হচ্ছে। বছরের পর বছর কেটে গেলেও শিডিউল রেটের পুনর্মূল্যায়ন হয়নি। অথচ নির্মাণসামগ্রীর মূল্য শিডিউল রেটের তুলনায় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে ১০০ শতাংশ। বারবার সরকারের উপরমহলে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।'

সংগঠনের সভাপতি মতিলাল বলেছেন, 'বর্তমান সরকার এই মর্মে পদক্ষেপ না করলে আমাদের কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে। মন্ত্রীকে মেল করে বিস্তারিত জানিয়েছি। আশা করি, সমস্যা মিটবে। পাকুড়ের পাথরের বদলে উত্তরবঙ্গের পাথর দিয়ে কাজ করার নির্দেশ বহাল করা হোক। খাদান বন্ধ থাকার কারণে কাজে বিঘ্ন ঘটছে। সাইটে মস্তানি করে কাজে বিঘ্নকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কড়া ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করুক, এই দাবিও রাখছি।'

জিএসটি কাটা নিয়ে নালিশ

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : উত্তরকন্যায় এজেন্সির মাধ্যমে কর্মরত শতাধিক কর্মীর বেতন থেকে জিএসটি আদায় করা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই কর্মীরা শনিবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের সঙ্গে দেখা করে এনিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, ১৫ বছর ধরে অন্যায়ভাবে এজেন্সি জিএসটি বাবদ প্রত্যেকের বেতন থেকে ১৫ শতাংশ টাকা কেটে নিচ্ছে। বহুবার দপ্তরের সচিব থেকে শুরু করে মন্ত্রী, এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েও সমস্যা মেটেনি।

উত্তরকন্যায় কলকাতার একটি এজেন্সির মাধ্যমে বর্তমানে ১১৩ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করেন। ইলেক্ট্রো মেকানিক্যাল, সাফাইকর্মী, নিরাপত্তাকর্মী- এই তিনটি বিভাগে তাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে। এই কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইএসআই খাতে বেতনের একটা অংশ কেটে নেওয়া হয়। এরই সঙ্গে প্রতি মাসে বেতন থেকে ১৫ শতাংশ জিএসটি কেটে নেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ।

এদিন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বলেছেন, 'অন্যায়ভাবে যদি কর্মীদের কাছ থেকে এজেন্সি কিছু আদায় করে থাকে সেটা দেখা হবে।' নিয়োগকারী এজেন্সির তরফে প্রশান্ত বিশ্বাস অবশ্য জিএসটি নেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন।

ডাম্পার বাজেয়াপ্ত

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ মে : মুরলীগঞ্জ চেকপোস্টে অভিযান চালিয়ে বালিবোঝাই ডাম্পার বাজেয়াপ্ত করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র। শনিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর সংলগ্ন ওই এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে ডাম্পারটি আটক করা হয়। পুলিশ গাড়িটি থামাতে গেলে চালক ডাম্পার ফেলে পালিয়ে যায়। এরপর পুলিশ ডাম্পারটি আটক করে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। পলাতক চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করার পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

গ্রেপ্তার পাঁচ

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে রেগুলেটেড মার্কেট এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাঁচ দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে বিজয় পাসোয়ান, রোহিত দাস, দীপঙ্কর সরকার ও বিক্রম শিকদার সমরনগর এলাকার বাসিন্দা। রঞ্জিত গুপ্ত নর্মদা বাগান এলাকার বাসিন্দা। শুক্রবার রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে, রেগুলেটেড মার্কেট এলাকার একটি পরিত্যক্ত জায়গায় দশ থেকে বারোজন দুষ্কৃতী জড়ো হয়েছে। অভিযান চালিয়ে ওই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পদাতিক এক্সপ্রেস। শনিবার মধ্যরাতে।

প্রচুর ট্রেন লেট, এনজেপিতে ক্ষোভ যাত্রীদের

তমালিকা দে ও সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, শতাব্দী এক্সপ্রেসের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও ভিআইপি ট্রেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেটে চলায় যাত্রীরা ব্যাপক ভোগান্তির শিকার হলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার এনজেপি জংশনে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়ায়। অনেকেই রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। কী কারণে এদিন এমন দুর্ভোগ হল সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ মুখে কুলুপ এঁটেছে। বেশ কয়েকবার ফোন করা হলেও ডিআরএম কিরেন্দ্র নারা সাড়া না দেওয়ায় তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

রাত ১০টা বেজে ৫০ মিনিট থেকে ১১টার মধ্যে শতাব্দী এক্সপ্রেস সাধারণত এনজেপিতে এসে পৌঁছায়। এদিন রাত ১১টা ৫৪ মিনিটে সেটি এনজেপিতে পৌঁছায়। রাত ৮টা বেজে ৩৫ মিনিটে পদাতিক এক্সপ্রেসের এনজেপি জংশন ছাড়ার কথা ছিল। আলিপুরদুয়ার থেকে ট্রেনটি এদিন রাত ৯টা নাগাদ এনজেপিতে এসে পৌঁছায়।

কলকাতার উদ্দেশে সেটি রাত ১২টার সময়ও রওনা দেয়নি। এই প্রতিবেদন লেখার সময় পাওয়া একটি সূত্রে খবর, রাত ৩টের আগে সেটির ছাড়ার সম্ভাবনা নেই। দার্জিলিং মেল অবশ্য এদিন সময়মতো কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেয়। সেটি চার ঘণ্টা লেটে চলছে।

একের পর এক ট্রেন সমস্যায় পড়ে। আমবাড়ি, বেলাকোবা, নিউ কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জংশন বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর ট্রেন দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। বন্দে ভারত স্লিপারের এদিন রাত ১১টা বেজে ৪০ মিনিটে এনজেপি জংশনে পৌঁছানোর কথা ছিল। সেই ট্রেনটিকেও মাঝপথে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। এনজেপি জংশন থেকে বিকেলে ছাড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সেটি বর্ধমান পৌঁছেছে। ট্রেনটি ৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিট লেটে চলছে। তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেসও কয়েক ঘণ্টা দেরিতে চলছে। কী কারণে সমস্যা সে বিষয়ে রেল কিছু না জানালেও একটি সূত্রে খবর, মালদা ডিভিশনে রেললাইনে যান্ত্রিক ত্রুটির জন্যই যাবতীয় সমস্যা হয়েছে।

কী কারণে সমস্যা সে বিষয়ে রেলের তরফে স্পষ্ট কিছু না বলায় ক্ষোভ ছড়ায়। যাত্রীদের বক্তব্য, স্পষ্টভাবে কিছু না বলে মাইকে দেরির জন্য দুঃখপ্রকাশ করা হচ্ছে। শতাব্দী এক্সপ্রেসের যাত্রী শান্তনু ভট্টাচার্য বললেন, 'সকাল ৯টায় কলকাতায় বিশেষ কাজ ছিল। কখন পৌঁছাব কিছু জানি না।' একই কথা জানিয়ে বন্দে ভারত স্লিপারের যাত্রী তুহিনা চট্টোপাধ্যায়ের মতো অনেকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

> **কী কারণে লেট হচ্ছে, বলেনি। বারবার বলা হচ্ছে আরও একঘণ্টা দেরি হবে। এভাবে সাড়ে তিনঘণ্টা কেটে গেল। আমরা বেনারস যাব।**
>
> -সৌভিকা মিত্র
> *শিলিগুড়ির বাসিন্দা*

দেড় মাসে জিটিএ খারিজের দাবি বিমলের

দার্জিলিং আসনে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার যুব নেতা নমন রাই জয়ী হতেই বিমল যেন পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন করে অক্সিজেন পেয়েছেন। ভোটের ফলাফল বের হওয়ার পরই পাহাড়ে সংগঠনকে চাঙ্গা করতে ময়দানে নেমেছেন।

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : দেড় মাসের মধ্যে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) খারিজ হবে বলে দাবি করলেন বিমল গুরুং। শনিবার দার্জিলিংয়ে বিমল বলেছেন, 'জিটিএ খারিজ করে তদন্ত কমিশন বসবে। আর ছয় মাসের মধ্যে পাহাড়ের জন্য নয়া সাংবিধানিক ব্যবস্থাও কার্যকর হয়ে যাবে।' বিমলের এই বক্তব্য ঘিরে জিটিএ নিয়ে পাহাড়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। তবে বিমল যখন দার্জিলিংয়ের ম্যালে দাঁড়িয়ে জিটিএ খারিজ হওয়ার কথা বলছেন, ঠিক সেই সময় শিলিগুড়ির স্টেট গেস্টহাউসে জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি জিটিএ'র আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন বিজেপির টিকিটে নির্বাচিত সাংসদ এবং বিধায়করা। আর জিটিএ'র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'স্বপ্ন দেখা তো অপরাধ নয়। বিমল গুরুং কয়েকদিন ধরে আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। তাই উনি এসব ভুলভাল কথাবার্তা বলে বাজার গরম করার চেষ্টা করছেন। পায়ের তলার মাটি সরে গেলে মানুষ এভাবেই কথাবার্তা বলে।' এদিকে, বিমল গুরুংয়ের থুতু ছেটানো মন্তব্য নিয়ে অনীত থাপার দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিধানসভা ভোটে দার্জিলিং আসনে বিজেপি গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার যুব নেতা নমন রাইকে প্রার্থী করেছিল। নমন জয়ী হতেই বিমল যেন পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন করে অক্সিজেন পেয়েছেন। ভোটের ফলাফল বের হওয়ার পর থেকেই পাহাড়জুড়ে দলীয় সংগঠনকে চাঙ্গা করতে ময়দানে নেমেছেন বিমল। শুক্রবার সিংমারির দলীয় কার্যালয়ে প্রাক্তন গোর্খাল্যান্ড পার্সোনেলদের (জিএলপি) নিয়ে তিনি বৈঠক করেছেন। সেখানেই অনীত থাপা এবং বিনয় তামাংয়ের আমলে জিটিএ-তে প্রচুর দুর্নীতি হয়েছে এবং এঁরা গোর্খা বিরোধী বলে দাবি করে দুজনকে দেখলেই থুতু ছেটানোর নিদান দিয়েছিলেন। যা নিয়ে এখন পাহাড়ের রাজনীতি সরগরম। এনিয়ে অনীত সরাসরি বিমলের বিরুদ্ধে দার্জিলিং সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

এরই মধ্যে মোর্চা দার্জিলিং আসনে জয়ী হওয়ায় শনিবার ম্যালের চৌরাস্তায় বিজয় জনসভার আয়োজন করেছিল। সেখানে দলের প্রচুর নেতা-কর্মী জড়ো হয়েছিলেন। সেই সভায় বিমল তাঁর ভাষণে অনীত থাপা এবং বিনয় তামাংকে গদ্দার বলে উল্লেখ করেন। এই দুজনই গোর্খা জাতির উন্নতির কথা না ভেবে নিজেদের স্বার্থে কাজ করেছেন বলে অভিযোগ করেন। এরপরেই তিনি বলেন, 'জিটিএ'র দিন শেষ। খুব তাড়াতাড়ি পাহাড়ের জন্য নতুন সাংবিধানিক ব্যবস্থা কার্যকর হবে।'

বিমল এদিন বলেছেন, 'এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে জিটিএ খারিজ হয়ে যাবে। লালকুঠিতে এরপর আধিকারিকরাই থাকবেন। তাঁরা ২০১৭ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত সমস্ত কাজের তদন্ত করবেন।' তাঁর দাবি, বিনয়ের পর অনীতের আমলেও জল জীবন মিশন থেকে শুরু করে ডাল কেলেঙ্কারি সহ সমস্ত প্রকল্পের কাজে দুর্নীতি হয়েছে।

দার্জিলিংয়ের ম্যালে বিজয় জনসভায় বিমল গুরুং। শনিবার।

> **এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে জিটিএ খারিজ হয়ে যাবে। লালকুঠিতে এরপর আধিকারিকরাই থাকবেন। তাঁরা ২০১৭ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত সমস্ত কাজের তদন্ত করবেন।**
>
> **বিমল গুরুং**

ধর্মস্থানে শব্দবিধি নির্দেশিকা নিয়ে আলোচনা

চোপড়া, ১৬ মে : সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহারের নিয়ম ও প্রশাসনিক নির্দেশিকা নিয়ে শনিবার চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এলাকার বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা ও মন্দির কমিটির প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চোপড়ার জয়েন্ট বিডিও ডোমিট লেপচা, আইসি কেশব বড়াল প্রমুখ।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলা, শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং অনুমতি সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে এদিন বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সামাজিক কর্মসূচিতে সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহারের সময় প্রশাসনিক নির্দেশিকা মেনে চলার উপর জোর দেওয়া হয়। বৈঠকে উপস্থিত দাসপাড়া জামে মসজিদ কমিটির সম্পাদক রৌশন আলম। তিনি বলেন, 'সরকারি গাইডলাইন এদিন স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। আমরা অবশ্যই প্রশাসনিক নির্দেশিকা মেনে চলব।'

পথ নিরাপত্তার সচেতনতা প্রচার

চোপড়া, ১৬ মে : পথ নিরাপত্তা নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে উদ্যোগ নিল চোপড়া থানার ট্রাফিক পুলিশ। শনিবার সদর চোপড়ার বাস স্পট এলাকায় ট্রাফিক পুলিশের তরফে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হয়।

এদিন পথচলতি মানুষ, গাড়িচালক এবং টোটোচালকদের ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়। পাশাপাশি জাতীয় সড়কের দু'পাশে বেআইনিভাবে টোটো পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় পুলিশ। যানজট ও দুর্ঘটনা এড়াতে রাস্তার ধারে টোটো দাঁড় করিয়ে না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। ট্রাফিক পুলিশের দাবি, জাতীয় সড়কে নিয়ম না মেনে যানবাহন দাঁড় করানোর ফলে প্রায়ই দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়। পথ নিরাপত্তা ও যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে এই বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছে।

সাংগঠনিক বৈঠক

চোপড়া, ১৬ মে : হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুমডাঙ্গি এলাকায় শনিবার আইএনটিসিইউ-র উদ্যোগে একটি সাংগঠনিক বৈঠক হয়। বৈঠকে বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। কংগ্রেসের চোপড়া ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন বলেন, 'এদিনের বৈঠকে সংগঠন আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি হাপতিয়াগছ এলাকায় সংগঠনের একটি অঞ্চল কমিটিও গঠন করা হয়েছে।'

ট্রেনে চুরি

বাগডোগরা, ১৬ মে : কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে চুরি। স্ত্রীকে নিয়ে শিয়ালদা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন বাগডোগরার প্রসিতকুমার সরকার। রাতে ট্রেন থেকে তাঁদের একটি ব্যাগ চুরি যায়। ওই ব্যাগে নগদ টাকা সহ দুটি মোবাইল, এটিএম কার্ড, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ছিল। শনিবার ওই ব্যক্তি শিলিগুড়ি জিআরপি এবং বাগাডোগরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্ত করছে। তবে এখনও ব্যাগ উদ্ধার হয়নি।

আইনজীবীকে মারধরের অভিযোগ

ম্যারেজ রেজিস্ট্রি নিয়ে তপ্ত বাতাসি

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১৬ মে : স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে এক যুগলের রেজিস্ট্রির ঘটনা নিয়ে শনিবার উত্তেজনা ছড়াল বাতাসিতে। এদিন দুপুর নাগাদ এলাকার একটি নন অফিশিয়াল ম্যারেজ অফিস ঘিরে বিক্ষোভ দেখান শতাধিক মানুষ। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের আইনি সহায়ক (আইনজীবী) তথা তৃণমূল কংগ্রেসের খড়িবাড়ির প্রাক্তন ব্লক সভাপতি মুকুল সরকারকে ব্যাপক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ এসে মুকুলকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বিকালে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু কেন বিক্ষোভ? অভিযোগ, গত বছরের ৭ জুলাই খড়িবাড়ি এলাকার এক তরুণ ও এক তরুণী এই নন অফিশিয়াল ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিস থেকে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে রেজিস্ট্রি করেন। এরপর ভিন্ন ধর্মের ওই তরুণ দক্ষিণ ভারতে কাজের জন্য চলে যান। সম্প্রতি ওই তরুণ বাড়িতে ফিরে এসে চলতি মাসের ৮ তারিখ তরুণীকে নিয়ে পালিয়ে যান। এদিকে, বিষয়টি তরুণীর পরিবার জানতে পেরে তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনে। এরপর দুই পরিবারের মধ্যে আলোচনায় ঠিক হয় আইনিভাবে বিবাহবিচ্ছেদ করানো হবে। এরইমধ্যে শনিবার ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে বিক্ষোভ দেখিয়ে মুকুলকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

অন্যদিকে, এদিন বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বহু বিজেপি নেতৃত্বকে দেখা গিয়েছে। বিক্ষুব্ধদের মধ্যে বিজেপির খড়িবাড়ি-বুড়াগঞ্জ মণ্ডলের সহ সভাপতি সুলতা সরকার বলেন, 'আইন মেনে এই ম্যারেজ রেজিস্ট্রি হয়নি। তরুণীকে অন্ধকারে রেখে, পরিবারের সদস্যদের নোটিশ না দিয়ে এই রেজিস্ট্রি হয়েছে। তাই ক্ষুব্ধ হয়ে মানুষ বিক্ষোভে শামিল হয়েছে।'

এদিকে যে নন অফিশিয়াল ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে এদিন বিক্ষোভ দেখানো হয় সেখানকার ম্যারেজ রেজিস্ট্রার তৃপ্তি সরকারের বক্তব্য, '২০২৫-এর জুলাই মাসে এই এলাকারই এক তরুণ ও এক তরুণীর স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে ম্যারেজ রেজিস্ট্রি হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এদিন অফিসে এসে বিজেপি নেতৃত্ব এই রেজিস্ট্রি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টের বিষয়টি জানানো হয়। সেই সময় আমার স্বামী তথা আইনি সহায়ক আইনজীবী মুকুল সরকার ছিলেন। বিক্ষুব্ধরা হঠাৎ স্বামীর উপর চড়াও হয়। মারধর করে জামাকাপড় ছিঁড়ে দেয়। এছাড়াও অফিসের চাবি নিয়ে নেয়।'

মুকুল বলেন, 'আমাকে হঠাৎ মারধর করা হয়। রেজিস্ট্রার জেনারেল ম্যারেজ অফিসে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তারা আইনি ব্যবস্থা নেবে।' এ বিষয়ে তৃণমূলের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ জানিয়েছেন, এটি মুকুলের ব্যক্তিগত বিষয়। এ বিষয়ে দলের কোনও মন্তব্য নেই।

আইনজীবী মুকুল সরকারকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। শনিবার।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও বাতাসিতে বিপুল পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। খড়িবাড়ি থানার ওসি সৌমেন বিশ্বাস জানিয়েছেন, কোনও পক্ষ এখনও অভিযোগ জানায়নি। অভিযোগ হলে পদক্ষেপ করা হবে।

এসজেডিএ'র সামনে আগ্নেয়াস্ত্র আটক, গ্রেপ্তার ১

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : একই রাতে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের তিন জায়গা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশের অন্দরেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এরমধ্যে শুক্রবার রাতে মাটিগাড়া থানা এলাকার হিমাঞ্চল বিহারের শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) প্রশাসনিক কার্যালয়ের কাছ থেকে টোটোয় আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার হওয়ায় পুলিশও ফাঁপরে পড়েছে। গত ৪ তারিখ ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকে নবান্নের নির্দেশ অনুযায়ী ওই প্রশাসনিক কার্যালয়ের সামনে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। এরইমধ্যে কার্যালয়ের কাছ থেকে রাতের অন্ধকারে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তারির ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

শুধু তাই নয়, বারবার অপরাধমূলক কাজের জন্য হিমাঞ্চল বিহার এলাকাকে ব্যবহার করা হলেও পুলিশ-প্রশাসনের তরফে কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না? তা নিয়ে স্থানীয় আবাসিকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে শুরু করেছে।

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের বিষয়টি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এসজেডিএ'র সিইও বীরবিক্রম রাই। তাঁর কথায়, 'প্রশাসনিক কার্যালয়ের সামনে থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুষ্কৃতী গ্রেপ্তারের বিষয়টি আশঙ্কার। হিমাঞ্চল বিহারের একাধিক জায়গায় পরিত্যক্ত জমি রয়েছে। সেগুলিতে অপরাধমূলক কার্যকলাপ হতে পারে। নজরদারি যাতে আরও বাড়ানো যায় সেজন্য পুলিশের সঙ্গে আলাচনা করব।' এসজেডিএ'র সামনে থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড কার্তুজ সহ ধৃত মহম্মদ সেরিপ চোপড়ার বাসিন্দা হলেও গত কয়েকমাস ধরে রাঙ্গাপানিতে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন। অন্যের টোটো ভাড়ায় চালাতেন। শুক্রবার রাতে ওই টোটো করেই সেরিপ এসজেডিএ'র সামনে ঘোরাঘুরি করছিলেন।

শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ওয়েস্ট জোনের দায়িত্বে থাকা ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'উত্তরায়ণ, হিমাঞ্চল বিহার এলাকায় ফাঁকা জমি বেশি থাকায়, অপরাধীরা আস্তানা গাড়ছে। ওই জায়গাগুলিতে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

অন্যদিকে, প্রধাননগর ও ভক্তিনগর থানা এলাকা থেকেও শুক্রবার রাতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এরমধ্যে প্রধাননগর থানা এলাকায় গ্রেপ্তার হওয়া দুষ্কৃতীর থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুটি কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃত প্রণব মণ্ডল সমরনগর অটোস্ট্যান্ড এলাকার বাসিন্দা। শুক্রবার গভীর রাতে দার্জিলিং মোড় এলাকা থেকে তাঁকে পাকড়াও করা হয়।

ভক্তিনগর থানার গান্ধি ময়দান এলাকা থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড কার্তুজ সহ দীপঙ্কর রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দীপঙ্কর ভবসুন্দর কলোনির বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, দীপঙ্করের বিরুদ্ধে আগেও একাধিক অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। অভিযুক্তদের শনিবার আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, তিনক্ষেত্রেই দুষ্কৃতীরা তাঁদের কাছে থাকা আগ্নেয়াস্ত্র হাত বদলের জন্যই এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলেন। ফলে অভিযুক্তরা বড় কোনও অপরাধ সংঘটিত করার পরিকল্পনা করেছিলেন কি না, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

চুরির সামগ্রী উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : ভক্তিনগর থানা এলাকায় পৃথক তিনটি চুরির ঘটনার সামগ্রী উদ্ধার করল পুলিশ। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিষয়টি জানিয়েছেন শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রানা মুখোপাধ্যায়।

গত মঙ্গলবার আশিঘর ফাঁড়ির ক্ষুদিরামপল্লি এলাকায় একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। অভিযোগ পেতেই তদন্তে নেমে কুমার রায়কে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এই ঘটনায় ৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা এবং চুরি যাওয়া গয়না উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এছাড়াও গত জানুয়ারি মাসে ভক্তিনগর থানা এলাকার একটি বিএসএফ ক্যাম্প থেকে কয়েকটি কম্পিউটার সহ বেশকিছু সামগ্রী এবং ফেব্রুয়ারি মাসে সেবক রোডে মিলিটারি স্টেশন থেকে একটি বাইক চুরি যায়। এই দুই ঘটনায় চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে বলে ডিসিপি (পূর্ব) জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, চুরির অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া সোনা ও রুপোর গয়না। ধৃত ওই দুই তরুণের নাম দীপঙ্কর সিংহ ও বিধান বর্মন। ধৃতদের মধ্যে দীপঙ্কর রামকৃষ্ণজোত ও বিধান বর্মন বালাসন কলোনির বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ১১ তারিখ হালের মাথা এলাকায় বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে চুরির ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে গত ১৩ তারিখ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। এরপরই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে দীপঙ্কর ও বিধানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে দুজনের বাড়ি থেকেই চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

দুর্নীতিতে অ্যাকশন

তোলাবাজিতে টিএমসিপি সভাপতি ধৃত

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৬ মে : রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই প্রশাসন বিভিন্ন পুরোনো মামলার ফাইল খুলে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন এলাকায় তোলাবাজি, বাড়ি দখল, ভীতি প্রদর্শন, লটারির জাল টিকিট তৈরি ও বিক্রি সহ একাধিক অভিযোগে অভিযুক্ত তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) জেলা সভাপতি রন্তু দাস ও গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি নবাব আলিকে গ্রেপ্তার করা হল। রন্তু রায়গঞ্জ শহরের মিলনপাড়া ও নবাব আলি গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের নুরিপুর এলাকার বাসিন্দা। রায়গঞ্জ থানা সূত্রে খবর, রন্তুকে কলকাতা থেকে ও নবাব আলিকে দার্জিলিং থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের ২৯৭/ ৩১৮ (২)/ ৩১৮(৪)/ ৩৩৬(৩)/ ৩৪০(২)/ ০৪/৭(৩) সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়। ধৃতদের শনিবার রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে তাঁদের জামিন দেন। রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন আযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে। বিচারক উভয়পক্ষকে সওয়ালজবাবের পর শর্তসাপেক্ষে ধৃতদের জামিন দিয়েছেন।'

ধৃতদের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, বাড়ি দখল, ভীতি প্রদর্শন, লটারির জাল টিকিট তৈরি ও বিক্রি সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। চলতি মাসের ৬ তারিখে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রায়গঞ্জ থানার নুরিপুর এলাকা থেকে পুলিশ লটারির কোটি কোটি টাকার জাল টিকিট বাজেয়াপ্ত করে। একাধিক কম্পিউটার, মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। নবাব আলিই এই চক্রের পান্ডা বলে তদন্তকারীদের ধারণা।

এ নিয়ে আগে অভিযোগ উঠলেও তৃণমূল সরকারের ছত্রচ্ছায়ায় থাকায় পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেনি বলে অভিযোগ। রন্তুর বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ। ওপরমহলের আশকারা পেয়ে সমানে তাঁর দাপট বাড়ছিল বলে বাসিন্দাদের দাবি।

ধৃতকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এবারে রাজ্যে পালাবদলের পরই পুলিশ এ বিষয়ে তৎপর হয়েছে। বিভিন্ন বেআইনি কাজ করেও কোন কোন তৃণমূল নেতা এভাবেই ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গিয়েছে তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। ঠিকমতো প্রমাণ পেলে তাঁদের বিরুদ্ধেও দ্রুত পদক্ষেপ করা হতে পারে বলে আভাস মিলেছে।

এদিকে, পুলিশ এভাবে উদ্যোগী হওয়ায় শহরে স্বস্তির হাওয়া। রায়গঞ্জের এক বাসিন্দার কথায়, 'সন্ত্রাসকে কেন্দ্র করে এমনিতেই এই শহরের একটা দুর্নাম রয়েছে। তৃণমূল আমলের শেষ দিকে সেই দুর্নাম অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। এবারে পুলিশ ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হওয়ায় আমরা খুশি।' প্রশাসন ঠিক থাকলে তা আখেরে সমাজকে ঠিকমতো গঠনে সহজ হবে বলে তাঁর মতো শহরবাসীর অনেকেরই ধারণা।

উদয়ন-ঘনিষ্ঠ পুরকর্মী গ্রেপ্তার

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৬ মে : সরকার বদল হতেই দিনহাটা পুরসভার ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান পাশ কাণ্ডে পুরসভার কর্মী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা নেত্রী মৌমিতা ভট্টাচার্যকে শনিবার বিকেলে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং সাহেবগঞ্জ রোডে পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরীর বাড়িতে অভিযান চালায়। যদিও গৌরীশংকর বিপদ বুঝে বাড়ি থেকে চলে যান বলে খবর। তবে তাঁর দুই মেয়েকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিনহাটা থানায় নিয়ে আসে। শনিবারের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিনহাটার রাজনীতি মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান পাশ কাণ্ড নিয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ তদন্ত অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েও অজ্ঞাত কারণে থমকে যায়। এমনকি পুলিশের তরফে থেকে চার্জশিট জমা না পড়ায় জামিন পেয়ে যান তিন পুরকর্মী। এরপরেই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে থাকেন বিরোধীরা। তবে সরকারের পালাবদলের ১২ দিনের মাথায় পুরোনো ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান পাশ কাণ্ডের ফাইল পুনরায় খোলা ও তদন্তে খুশি সাধারণ মানুষ। দিনহাটার নবনির্বাচিত বিধায়ক অজয় রায়ের কথায়, 'আগে পুলিশ সরকারের হাতে নিয়ন্ত্রিত ছিল। বর্তমান সরকার পুলিশকে মুক্ত হাতে দায়িত্ব পালন করতে বলেছে। তারই ফলস্বরূপ এই গ্রেপ্তারি। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে আগামীতে তাঁদের সকলকেই গ্রেপ্তার করা হবে। কেউ ছাড় পাবেন না। আমাদের সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে।'

গতবছর ডিসেম্বর মাসে পুরসভায় ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যানের অভিযোগ প্রথমবার পুরসভার কাছে আসে। এরপরে একে একে ১৫টি অভিযোগ পুরসভায় জমা পড়ে। সেই ঘটনায় পুরসভা দিনহাটা থানায় একটি অভিযোগ জমা করে। এরপর দিনহাটা থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করলে পুরকর্মী উপল ওম চক্রবর্তী, দুই ইঞ্জিনিয়ার অর্কপ্রভ দাশগুপ্ত ও হরিহর রায়কে গ্রেপ্তার করে। সেইসঙ্গে পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী ও বড়বাবু জগদীশ সেন, পুরকর্মী মৌমিতা ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ সম্রাট দাস সহ একাধিক পুরকর্মীকে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

এরপর তদন্তের স্বার্থে ২০২৪ সালে ডিসেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হওয়া তিনজনের স্বাক্ষরের নমুনা পাঠানো

উদয়ন গুহর পাশে মৌমিতা ভট্টাচার্য।

হয় কলকাতার ভবানী ভবনে ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য। ২০২৫ সালে মার্চ মাসে তদন্তের স্বার্থে ফের তৎকালীন পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী ও আরেক ইঞ্জিনিয়ার সৌভিক দাসের স্বাক্ষরের নমুনাও ফরেন্সিকে পাঠানো হয়। কিন্তু দেখা যায় মাসের পর মাস চলে গেলেও সেই ফরেন্সিক রিপোর্ট সামনে আসনি। সে সময় বিরোধীরা অভিযোগ তোলেন তৃণমূলের ইশারায় সেই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনা হয়নি।

দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রশান্ত দেবনাথের কথায়, 'মৌমিতা ভট্টাচার্য নামে এক পুরকর্মীকে ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান পাশ কাণ্ডে এদিন গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বাড়িতে অভিযান হয়েছে। তবে তাঁকে পাওয়া যায়নি।' এর বাইরে তদন্তের স্বার্থে কিছু বলা যাবে না বলেই জানান তিনি।

বাড়িতে চুরি

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : বাড়ির জানলা ভেঙে চুরির ঘটনায় শনিবার বিকালে চাঞ্চল্য ছড়াল হাতিয়াডাঙ্গা এলাকায়। এদিকে, পুরো ঘটনা ধরা পড়েছে বাড়িতে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরায়।

বাড়ির মালিক জানিয়েছেন, এদিন বিকেলে বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন। বাড়িতে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ মোবাইলে দেখতে গিয়ে নেটওয়ার্ক সমস্যায় কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। সন্দেহ হওয়ায় এক আত্মীয়কে বাড়ির কাছে যেতে বলেন। পরে তিনিই চুরির বিষয়টি জানান।

এদিকে, চুরির ঘটনায় আশিঘর ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে। তবে সিসিটিভি ফুটেজে একজনকে জানলা ভেঙে বাড়িতে ঢুকতে দেখা গেলেও তার চেহারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন বাড়ির মালিক।

অভিযান

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : ফুলবাড়ি এলাকায় নেশার আসর বসানো বন্ধ করতে অভিযান চালাল এনজেপি থানার পুলিশ। শনিবার রাতে ফুলবাড়ির পূর্ব ধনতলা এলাকায় এমন অভিযান চালানো হয়। নেশার আসর থেকে দুজনকে আটক করে পুলিশ। ঘটনাস্থলে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বও উপস্থিত ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, এধরনের অভিযান লাগাতার চলবে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

আলো-আঁধারির খেলা।। দিঘার অদূরে তালসারিতে রায়গঞ্জের শর্মিষ্ঠা কুণ্ডুর ক্যামেরায়।

অনুমতি ছাড়া মেলা আয়োজনের অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : অনুমতি নেই, তাও চলছিল বৈশাখীমেলার শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি! তবে শনিবার স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে প্রস্তুতি বন্ধ করে দিলেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি মানিক অরোরা। এদিন শিলিগুড়ির ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। কিন্তু কেন বন্ধ করা হল প্রস্তুতি? স্থানীয়দের অভিযোগ, মাঠের পাশের রাস্তাটি সংকীর্ণ। তাছাড়া মাঠে ঢোকার রাস্তা সংলগ্ন ইসকন রোডের মোড়ে সন্ধ্যা হলেই যানজট তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতে মেলায় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তা সামাল দেওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। তাছাড়া এভাবে মেলা করলে যানজটও চূড়ান্ত আকার নেবে। এদিকে, এদিন মানিক এলাকায় পৌঁছে মেলা কমিটির সদস্যদের থেকে মেলা আয়োজনের জন্য নির্দিষ্ট নথি দেখতে চাইলে তাঁরা তা দেখাতে পারেননি বলে অভিযোগ।

পুরো ঘটনায় স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের যোগসাজসের অভিযোগ করেছেন মানিক। তিনি বলেন, 'তৃণমূলের নেতারাই কিছু মানুষকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে ভক্তিনগর থানায় এনওসির জন্য পাঠিয়েছিলেন। ভক্তিনগর থানা পুলিশ কমিশনারেটে পাঠিয়েও দিয়েছিল। ৪ তারিখের পরে স্থানীয়রা এনিয়ে প্রতিবাদ শুরু করেন। পরে ভক্তিনগর থানার সঙ্গে আমি কথা বলি। তখন পুলিশ জানতে চায় এতদিন কেন বাধা দেওয়া হল না? পরিষ্কার বলি, ৪ তারিখের আগে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খোলার সাহস পেত না।' মানিকের অভিযোগ, ৪ তারিখের পর প্রতিবাদ বাড়তে শুরু করায় তৃণমূল নেতারা তাঁকেও টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

> **৪ তারিখের পরে স্থানীয়রা এনিয়ে প্রতিবাদ শুরু করেন। পরে ভক্তিনগর থানার সঙ্গে আমি কথা বলি।**
>
> **মানিক অরোরা**
>
> *সহ সভাপতি, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি*

এদিকে, পরিস্থিতি বিচার করে আপাতত মেলার অনুমতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। ডিসিপি (পূর্ব) রানা মুখোপাধ্যায় বলছেন, 'ওই মেলার কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি।'

অন্যদিকে মেলা কমিটির সদস্যরা দাবি করেছেন, কাউন্সিলারের থেকে অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। মেলা কমিটির সদস্য বিনোদ বিশ্বকর্মা এদিন মানিকের সঙ্গে কথা বলতে আসেন। তাঁর কথায়, 'জমি মালিকের পাশাপাশি স্থানীয় কাউন্সিলারের থেকে আমরা অনুমতি নিয়েছিলাম। বাকি সবকিছুর অনুমতি আগামী কয়েকদিনে পেয়ে যেতাম। রাস্তায় যানজট হলে সেটা ট্রাফিক পুলিশ দেখে নিত।'

ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তৃণমূলের শিবিকা মিত্তাল বললেন, 'মেলা করার জন্য পুলিশ, দমকলের অনুমতি নিতে হয়। প্রশাসনিক অনুমতি না মিললে মেলা করা সম্ভব নয়। মেলা করানোর ব্যাপারে তৃণমূলের নামে অভিযোগ উঠছে। কিন্তু আমি একবারের জন্য মেলার মাঠে যাইনি। আমার কোনও অনুমতি দেওয়ার ব্যাপার নেই।'

মা ক্যান্টিন দখলে নিল পদ্মের মহিলা মোর্চা

ফালাকাটা, ১৬ মে : রাজ্যে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে পালাবদল ঘটেছে। ক্ষমতা হাতে পেয়েই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট করেছেন আগের সরকারের কোনও জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বন্ধ হবে না। বরং তিনি ঘোষণা করেছেন, মা ক্যান্টিনগুলিতে শুধু ডিমভাত নয়, এবার থেকে মাছভাত খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশিকা রাজ্যস্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হওয়ার আগেই ফালাকাটায় কার্যত 'অ্যাকশন' শুরু করে দিল গেরুয়া শিবির। মুখ্যমন্ত্রী চালু করার আগেই মা ক্যান্টিন দখল করে নিল বিজেপির মহিলা মোর্চা। শনিবার একেবারে দলবল নিয়ে ফালাকাটা টাউন মহিলা মোর্চার সদস্যরা মা ক্যান্টিনের দখল নেন।

তৃণমূলের আমলে ক্যান্টিন পরিচালনায় ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন তাঁরা। তবে শুধু নিয়ন্ত্রণ নেওয়াই নয়, বিজেপি নেত্রীদের দাবি, এতদিন এই ক্যান্টিনে ৫ টাকায় ডিমভাত খাওয়ানো হলেও, এবার থেকে ওই একই মূল্যে সাধারণ মানুষকে মাছভাত খাওয়ানো হবে।

এদিন ফালাকাটা টাউন মহিলা মোর্চার সদস্যরা শহরের কমিউনিটি হলে চলা মা ক্যান্টিনে গিয়ে চড়াও হয়ে সেটির দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। বিজেপি কর্মীদের এই মারমুখী মেজাজ দেখে একপ্রকার ভয়েই ক্যান্টিন ছেড়ে চম্পট দেন তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। পরে গেরুয়া শিবিরের সদস্যরাই স্লিপ বিলি করে খাবার বিতরণের ব্যবস্থা করেন।

এ নিয়ে বিজেপির ফালাকাটা টাউন মণ্ডল মহিলা মোর্চার সভানেত্রী তারা মণ্ডল ঘোষ বলেন, ''ফালাকাটায় মা ক্যান্টিনের নামে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। সাধারণ এই ক্যান্টিনকে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত করতেই আমরা আজ এটি নিজেদের হাতে নিয়েছি। আমরা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে দাবি জানাচ্ছি, এই ক্যান্টিনের যাবতীয় নথিপত্র যেন অবিলম্বে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আগামী সোমবার থেকে আমরা এখানে 'অন্নপূর্ণা ক্যান্টিন' চালু করব। সেখানে সাধারণ মানুষকে মাত্র ৫ টাকায় মাছভাত খাওয়ানো হবে।''

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সকালেও প্রতিদিনের মতোই মা ক্যান্টিনের দায়িত্বে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা যথাসময়ে রান্নার কাজ করতে এসেছিলেন। রান্নাবান্না শেষ করে খাবার খেতে আসা সাধারণ মানুষের মধ্যে ৫ টাকার স্লিপ বিক্রি শুরু করেছিলেন। অভিযোগ, ঠিক সেই সময়েই আচমকা বিজেপির ফালাকাটা টাউন মণ্ডলের মহিলা মোর্চার এক ঝাঁক সদস্য সেখানে হাজির হন। তাঁরা ক্যান্টিন পরিচালনায় থাকা মহিলাদের ঘিরে ধরে নানা আর্থিক হিসেব এবং দুর্নীতি নিয়ে একের পর এক অস্বস্তিকর প্রশ্ন করতে শুরু করেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তৃণমূল প্রভাবিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা রান্নার হাঁড়ি-কড়াই ফেলেই পালিয়ে যান।

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান অভিজিৎ রায় বলেন, 'মা ক্যান্টিনটি একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের মহিলারা জোর করে দখল করেছেন বলে খবর পেয়েছি। পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার বিষয়টি জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছেন।'

চেনা ছক ভেঙে লাইন অফ কন্ট্রোলে এখন থেকে পর্যটকরা

শ্রীনগর, ১৬ মে : উপত্যকার পর্যটন মানচিত্রে এবার এক নয়া রোমাঞ্চকর সংযোজন। গুলি-বারুদ আর অনুপ্রবেশের চেনা ছক ভেঙে লাইন অফ কন্ট্রোল বা এলওসি সংলগ্ন দুর্গম এলাকাকে এবার সরাসরি সাধারণ পর্যটকদের জন্য খুলে দিল ভারতীয় সেনা। কুপওয়ারা জেলার সীমান্ত শহর তাংধারে সেনাবাহিনীর উদ্যোগে সাড়ম্বরে আত্মপ্রকাশ করল 'শৌর্য গাথা' কমপ্লেক্স। একসময় যেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ ছিল কড়া নিষেধাজ্ঞার ঘেরাটোপে, আজ সেখানেই পর্যটকদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে কাশ্মীর। চলতি সপ্তাহে এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা। গত বছর পহেলগামে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার পর থেকে ভূস্বর্গের চেনা পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে যখন পর্যটকদের আনাগোনায় কিছুটা ভাটার টান, ঠিক সেই সময়েই তাংধারের মতো অফবিট গন্তব্যকে দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরতে চাইল প্রশাসন। উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে উপরাজ্যপাল দেশের সমস্ত প্রান্তের পর্যটকদের এই সীমান্ত এলাকায় আসার বিশেষ আহ্বান জানান।

সামরিক ঐতিহ্য এবং পর্যটনের এক অভিনব মেলবন্ধন হল এই মেগা প্রজেক্ট। ডিপার্টমেন্ট অফ মিলিটারি অ্যাফেয়ার্স এবং ইউনাইটেড সার্ভিস ইনস্টিটিউশন-এর যৌথ উদ্যোগে ২০২৪ সালে এই পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি হয়। নব্বইয়ের দশকে কাশ্মীরে জঙ্গি কার্যকলাপ শুরুর পর থেকে তাংধার বা কারনাহ অঞ্চল পর্যটকদের কাছে কার্যত অধরাই ছিল। এবার সেই কড়া বিধিনিষেধের বেড়াজাল টপকে ইতিহাসের সাক্ষী থাকার সুযোগ মিলবে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুনীল বারোয়াল জানান, সীমান্ত পর্যটন এবং স্থানীয় সংস্কৃতির প্রসারে এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে এখানে তৈরি হয়েছে অত্যাধুনিক ট্রানজিট ম্যানেজমেন্ট সেন্টার। রয়েছে 'পাহাড়ি কালচারাল সেন্টার', যেখানে পা রাখলে স্থানীয় পাহাড়ি সম্প্রদায়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য, পোশাক, শিল্প এবং লোকগানের এক জীবন্ত প্রদর্শনী দেখার সুযোগ মিলবে।

তবে এই পর্যটনকেন্দ্রের মূল আকর্ষণ এখানকার 'ওয়ার মেমোরিয়াল' এবং 'ওয়ার মিউজিয়াম'। দেশের সুরক্ষায় তাংধারে প্রাণ বলিদান দেওয়া বীর জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই তৈরি হয়েছে এই স্মারক। আর সংলগ্ন মিউজিয়ামে ঢুকলেই চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠবে ১৯৪৭-৪৮, ১৯৬৫, ১৯৭১-এর যুদ্ধ এবং সাম্প্রতিক 'অপারেশন সিন্দুর'-এর লোমহর্ষক ইতিহাস। ঘুরে দেখার ক্লান্তি মেটাতে পাহাড়ের কোলে পর্যটকদের জন্য রয়েছে নৈসর্গিক 'সাধনা ক্যাফে'।

সব মিলিয়ে ইতিহাস, দেশপ্রেম, সংস্কৃতি আর প্রকৃতির এক অভাবনীয় রোমাঞ্চকর প্যাকেজ এখন তাংধার। উপরাজ্যপালের দপ্তরের আশা, সেনার এই উদ্যোগ শুধু সীমান্ত পর্যটনকেই চাঙ্গা করবে না, বরং স্থানীয় হস্তশিল্প, হোমস্টে এবং এলাকার যুবসমাজের কর্মসংস্থানে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। পর্যটকদের জন্য কাশ্মীরের সীমান্ত এখন আর শুধুই কাঁটাতারের বেড়া নয়, বরং এক গর্বের গন্তব্য।

সদ্য প্রয়াত প্রতীক যাদবের অস্থি বিসর্জন করছেন পরিবারের সদস্যরা। শনিবার হরিদ্বারে।

ফরাক্কা বাঁধ 'মৃত্যুফাঁদ', দাবি তারেক-মন্ত্রীর

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ১৬ মে : গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তি (ফরাক্কা চুক্তির পুনর্নবীকরণ) এবং এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করছে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ! এমটাই মনে করছে ঢাকার নতুন শাসক শিবির। শনিবার ঢাকায় 'ফরাক্কা লংমার্চ দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক আলোচনাসভায় এই মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার বিষয়ক মন্ত্রী তথা বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির। কূটনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বাংলাদেশে ক্ষমতার পালাবদলের পর ফরাক্কা ইস্যু নিয়ে বিএনপি সরকারের প্রথমসারির মন্ত্রীর কড়া অবস্থান দু-দেশের সম্পর্কে কিছুটা টানাপোড়েন তৈরি করতে পারে। তবে একইসঙ্গে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে আলোচনার মাধ্যমে পথ খোঁজার বার্তাও মিলছে ওপার বাংলা থেকে।

রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আয়োজিত ওই সভায় মির্জা ফখরুল ভারতকে নিশানা করে বলেন, 'ভারতের ফরাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের জন্য মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে! আন্তর্জাতিক আইনকানুন ও কনভেনশনের তোয়াক্কা না করে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবাহিত ৫৪টি অভিন্ন নদীতে একের পর এক বাঁধ নির্মাণ করে জল তুলে নেওয়া হচ্ছে, যা আজ বাংলাদেশের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।' তিনি আরও অভিযোগ করেন, দীর্ঘ তিন দশক ধরে গঙ্গার জলের 'ন্যায্য হিস্যা' থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বাংলাদেশ। যার ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এবং বিস্তীর্ণ আবাদি জমি ঊষর প্রান্তরে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ফরাক্কা ইস্যু শুধু জলবণ্টনের বিষয় নয়, এটি বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকারের

গঙ্গাচুক্তি পুনর্নবীকরণ নিয়ে চাপানউতোর

সঙ্গে জড়িত উল্লেখ করে ভারতের দিক থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা এবং একটি কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি অত্যন্ত জরুরি বলে দাবি করেন তিনি।

১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক ৩০ বছর গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে চলেছে ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে। শুষ্ক মরশুমে জল কম থাকায় এবার কোন ফর্মুলায় চুক্তি নবীকরণ হবে, তা নিয়ে দু-দেশের বিশেষজ্ঞ দলের মধ্যে প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হলেও ভারতের প্রস্তাবিত কিছু নতুন ফর্মুলাকে 'অযৌক্তিক' বলে মনে করছেন বাংলাদেশের জল বিশেষজ্ঞরা। ঢাকার কূটনৈতিক সূত্র বলছে, জলবণ্টন ইস্যুটিই হবে দু-দেশের সম্পর্ক পুনর্গঠনের প্রথম পরীক্ষা। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমানও সম্প্রতি দিল্লি সফরের আগে জানিয়েছিলেন, তাঁরা এমন একটি সংশোধিত চুক্তি দেখতে চান যা মানুষের জরুরি প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে এবং তা 'ন্যায্যতা ও জলবায়ু সহনশীলতার' ভিত্তিতে হতে হবে।

জলসংকট ও নদীভাঙন মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মির্জা ফখরুল পদ্মা ব্যারাজ নির্মাণের উদ্যোগকে সময়োপযোগী ও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলে আখ্যা দেন। তাঁর মতে, উজানের একতরফা জল প্রত্যাহারের নেতিবাচক প্রভাব রুখতে এবং দেশের স্বার্থরক্ষায় এখন জাতীয় ঐক্যের কোনও বিকল্প নেই। আলোচনাসভায় অংশ নিয়ে বিএনপির শীর্ষনেতা গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, 'জল ও পরিবেশ সংকটের পাশাপাশি উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাও উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে, তবে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেই আমাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে হবে।' বিশ্লেষকদের মতে, ফরাক্কা ইস্যুটি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অন্যতম স্পর্শকাতর দিক। দু-দেশের যৌথ নদী কমিশনের বৈঠক এবং মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনায় ফরাক্কা চুক্তি কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেটাই দেখার।

নিট কাণ্ডে ধৃত এনটিএ'র শিক্ষিকা

জয়পুর ও নয়াদিল্লি, ১৬ মে : দুর্নীতির কারচুপিতে দেশের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্র কতটা কলুষিত, তা আরও একবার প্রমাণ করল নিট-ইউজি ২০২৬-এর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা। একদিকে যখন সিবিআই এই চক্রের মাথাদের গ্রেপ্তার করছে, অন্যদিকে তখন প্রশ্ন ফাঁস এবং পরীক্ষা বাতিলের ধাক্কা সইতে না পেরে রাজস্থানের সিকরে ২২ বছরের এক পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যার ঘটনায় দেশজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

শুক্রবার সিকরের জলধারী নগর এলাকায় নিজের ভাড়াবাড়ি থেকে প্রদীপ মেঘওয়াল নামের এক নিট পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। রাজস্থানের ঝুনঝুনু জেলার বাসিন্দা প্রদীপ গত তিন বছর ধরে সিকরে থেকে ডাক্তারি প্রবেশিকার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁর দিনমজুর বাবা রাজেশকুমার মেঘওয়াল ছেলের পড়াশোনার জন্য জমি বিক্রি করে প্রায় ১১ লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন। প্রদীপের বাবার কথায়, 'ওর পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছিল। ও আশা করেছিল ৭২০-র মধ্যে ৬৫০-এর কাছাকাছি স্কোর পাবে। আমরা ভেবেছিলাম এবার ও ডাক্তার হয়ে গ্রামে ফিরবে। কিন্তু পরীক্ষা বাতিলের খবরে ছেলে মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল।' ঘটনার সময় প্রদীপের বোনেরা বাড়িতে ছিলেন না। এই মৃত্যুকে শুধু 'আত্মহত্যা' হিসেবে দেখতে নারাজ প্রদীপের পরিবার। তাঁদের অভিযোগ, দেশের নড়বড়ে সিস্টেম এবং প্রশ্ন ফাঁস মাফিয়ারা একটি গরিব পরিবারের স্বপ্ন চুরমার করে দিল।

নিট কাণ্ডে শনিবারও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা দাবি করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তিনি এক ভিডিও বার্তায় বলেছেন, 'নিটের ২২ লাখ পড়ুয়ার সঙ্গে প্রতারণা হয়েছে। কিন্তু মোদিজি একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। ধর্মেন্দ্র প্রধানকে

এখনই সরান। অথবা নিজে দায় স্বীকার করুন।' এই ঘটনাকে সামনে রেখে কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট কেন্দ্রকে নিশানা করে বলেন, 'ঘনঘন প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর চরম আঘাত হানছে। সিবিআই তদন্ত কি কেবলই

> **নিটের ২২ লাখ পড়ুয়ার সঙ্গে প্রতারণা হয়েছে। কিন্তু মোদিজি একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। ধর্মেন্দ্র প্রধানকে এখনই সরান। অথবা নিজে দায় স্বীকার করুন।**
>
> **রাহুল গান্ধি**

লোক দেখানো? দোষীদের দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।'

এদিকে, এই প্রশ্নপত্র ফাঁস মামলার তদন্তে নেমে এক বড়সড়ো সাফল্যের কথা জানিয়েছে সিবিআই। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-র প্রশ্নপত্র নির্ধারণ কমিটির বিশেষজ্ঞ তথা পুনের এক প্রবীণ উদ্ভিদবিদ্যার শিক্ষিকা মনীষা গুরুনাথ মানধারে-কে দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। অবসরপ্রাপ্ত রসায়নের শিক্ষক পিভি কুলকার্নির পর মনীষা হলেন এই চক্রের দ্বিতীয় 'মাস্টারমাইন্ড'। সিবিআই জানিয়েছে, এনটিএ-তে বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিযুক্ত থাকায় মনীষার কাছে জীববিজ্ঞান (উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা) প্রশ্নপত্রের সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস ছিল। গত এপ্রিল মাসে পুনের এক বিউটি পালরি মালকিন মনীষা ওয়াঘমারে-র মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের জড়ো করে নিজের বাড়িতেই গোপন কোচিং ক্লাস চালাতেন মনীষা গুরুনাথ মানধারে। সেখানে তিনি আসল প্রশ্নপত্রটি পরীক্ষার্থীদের ডিক্টেশন দিয়ে নোটবুকে লিখিয়ে দিতেন। ৩ মে হওয়া পরীক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে সেই নোটবুকের প্রশ্ন হুবহু মিলে গিয়েছে।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এনটিএ-র ভিতর থেকেই রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের হাতে লেখা ও টাইপ করা দু'টি প্রশ্নপত্রের সেট ফাঁস করা হয়েছিল। চক্রের দালালরা বিভিন্ন রাজ্যের পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সেই প্রশ্ন বিক্রি করেছিল। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের ছ'টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ল্যাপটপ, মোবাইল ও ব্যাংক স্টেটমেন্ট বাজেয়াপ্ত করেছে সিবিআই।

আরাবল্লী রক্ষায় কঠোর সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৬ মে : বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ না করা পর্যন্ত আরাবল্লী পাহাড়ের এক ইঞ্চি জমিতে কোনও রকম খননকাজ চালানো যাবে না। শনিবার এক ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ শুনানিতে এই নির্দেশ দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ স্পষ্ট বলেছে, 'আদালত-নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিবেশগতভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল আরাবলী পাহাড়শ্রেণির একটি ত্রুটিহীন ও নতুন সংজ্ঞা জমা না দেওয়া পর্যন্ত সেখানে কোনও নতুন খননের অনুমতি মিলবে না।'

আদালতের এই কঠোর অবস্থানের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, 'ওখানকার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমরা যে ধরনের তথ্য পাচ্ছি, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সমস্ত সমস্যার সূত্রপাত হয়েছে একটি শক্তিশালী খনি-লবির কারণে। তবে আমাদের অবস্থান অত্যন্ত পরিষ্কার, আরাবল্লীর পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যকে যে কোনও মূল্যে রক্ষা করা।' সুপ্রিম কোর্টের এই কড়া নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছে বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংগঠন।

গতবছর কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক আরাবল্লীর একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করে জানায়, আশপাশের সমতল এলাকা থেকে ১০০ মিটার বা তার বেশি উচ্চতার ভূখণ্ডই শুধু 'আরাবল্লী পাহাড়' বলে গণ্য হবে। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি বিআর গভাইয়ের বেঞ্চ গত বছর ২০ নভেম্বর এই সংজ্ঞায় সিলমোহর দিলে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। পরিবেশবিদদের অভিযোগ, এই ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞার কারণে আরাবল্লীর প্রায় ৯০ শতাংশ এলাকা আইনি সুরক্ষা বলয়ের বাইরে চলে যাবে। ১২ হাজার পাহাড়ের মধ্যে মাত্র হাজারখানেক পাহাড় রক্ষা পাবে।

বাধ্যতামূলক ত্রি-ভাষা

নয়াদিল্লি, ১৬ মে : জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০-র নির্দেশিকা মেনে এবার স্কুলস্তরে ভাষাশিক্ষায় বড়সড়ো বদল আনল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)। বোর্ডের নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির সমস্ত পড়ুয়াকে এবার বাধ্যতামূলকভাবে তিনটি ভাষা শিখতে হবে। ২০২৬-'২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই নিয়ম পুরোপুরি কার্যকর করার লক্ষ্য নেওয়া হলেও চলতি বছরের ১ জুলাই থেকেই নবম ও দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য এই ত্রি-ভাষা নীতি চালু করার নির্দেশ দিয়েছে সিবিএসই। ১৫ মে জারি করা বোর্ডের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই তিনটি ভাষার পাঠ্যক্রমকে আর-১, আর-২ এবং আর-৩ বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম দু'টি বিভাগে দুটি ভারতীয় ভাষা (যেমন— বাংলা, তামিল, তেলুগু, হিন্দি ইত্যাদি) পড়া বাধ্যতামূলক। আর-৩ বিভাগে পড়ুয়ারা ইংরেজি বা অন্য কোনও বিদেশি ভাষা বেছে নিতে পারবে।

অমিত শা-র সফরের আগে উন্নয়নের জোয়ার বস্তারে

রায়পুর, ১৬ মে : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র বস্তার সফরের ঠিক আগে মাওবাদী প্রভাবিত এলাকাগুলিতে উন্নয়নের গতি বাড়াতে একগুচ্ছ নির্দেশ জারি করল ছত্তিশগড় সরকার। রাজ্যের মুখ্যসচিব বিকাশ শীল বস্তার ডিভিশনের প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন। সেখানে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি এই অঞ্চলের জন্য 'নিয়াদ নেল্লানার ২.০' প্রকল্পটির একটি নতুন রূপরেখা তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশাসনিক বৈঠকে জানানো হয়েছে, মাওবাদী উপদ্রুত দুর্গম বনাঞ্চলের গ্রামগুলিতে বড়সড়ো বদল আসছে। নিষিদ্ধ সংগঠন সিপিআই (মাওবাদী)-এর প্রভাব কাটিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামগুলিতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে সরকারি পরিষেবা। এতদিন যেসব গ্রাম উন্নয়নের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, সেখানে এখন র‍্যাশন কার্ড, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার গ্যাস সংযোগ এবং ব্যাংক পাসবইয়ের মতো মৌলিক নথিপত্র দেওয়া হচ্ছে। মাটির কুঁড়েঘরের জায়গায় তৈরি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার পাকা বাড়ি। এছাড়া ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থানেও স্থিতিশীলতা এসেছে।

উন্নয়নের এই খতিয়ানে আরও জানা গিয়েছে, অরণ্যের গভীরে পৌঁছে গিয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ এবং হাজার হাজার পরিবারকে সোলার লাইটের আওতায় আনা হয়েছে। ছত্তিশগড় সরকারের দাবি, ইতিহাসে প্রথমবার ৪২৫টি প্রত্যন্ত গ্রামকে সরকারি গণপরিবহণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। 'মুখ্যমন্ত্রী বাস পরিষেবা প্রকল্প'-এর অধীনে ৫২টি বাস এখন ৫০টি দুর্গম ও নতুন রুটে চলাচল করছে। এর পাশাপাশি ৩,০৫৬টি গ্রামে মোবাইল সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

ছাত্র/ছাত্রীর নাম ঃ .....

বাবার নাম ঃ .....

সম্পূর্ণ ঠিকানা ঃ .....

.....

যোগাযোগের মোবাইল নং ঃ .....কোন বোর্ডের পরীক্ষার্থী ঃ.....

বোর্ডের পরীক্ষায় প্রাপ্ত / পূর্ণ নম্বর ঃ...../..... শতাংশের হিসাব ঃ .....%

বাবার পেশা এবং বার্ষিক আয় ঃ .....

মায়ের পেশা এবং বার্ষিক আয় ঃ.....

পারিবারিক মোট বার্ষিক আয় ঃ.....

ছাত্র/ছাত্রীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ .....

.....

.....

.....

আবেদনকারীর বাবা-মা কেউ বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ সংবাদ পরিবারের সদস্য ? (✓) হ্যাঁ ☐ না ☐
(উত্তরবঙ্গ সংবাদের কর্মী/সংবাদদাতা/এজেন্ট/হকার/বিজ্ঞাপন সংগ্রহকারী)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আবেদন করতে হবে এই ঠিকানায়

সুহাসচন্দ্র তালুকদার স্মৃতি মেধাবৃত্তি কমিটি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

● নিজের হাতে পরিষ্কার অক্ষরে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে ● শুধুমাত্র ২০২৬-এর পরীক্ষার্থীরাই আবেদন করতে পারবে ● যাদের পারিবারিক মাসিক আয় ১০০০০ টাকার নীচে এবং যারা ন্যূনতম ৮০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে কেবল তারাই আবেদন করতে পারবে ● ফর্মের ফোটোকপি অথবা বাইরের ছাপানো ফর্ম গ্রাহ্য হবে না ● প্রয়োজনে ফর্মের সঙ্গে বাড়তি পাতা যোগ করা যাবে ● মেধাবৃত্তির ক্ষেত্রে কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, কোনওরকম সুপারিশ গ্রাহ্য হবে না ● পেশার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যবসায়ী / ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী / চাকুরিজীবী না লিখে বিশদে জানাতে হবে।

আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে ঃ ১) মাধ্যমিকের মার্কশিটের ফোটোকপি,
২) স্কুলের প্রধান শিক্ষকের শংসাপত্র, ৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা মোট বার্ষিক আয়ের শংসাপত্র।

আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ২৯ মে

প্রশ্ন ফাঁসের টোপে ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব

লখনউ, ১৬ মে : নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে সারাদেশ এই মুহূর্তে উত্তাল। ইতিমধ্যে তার জেরে পড়ুয়ার আত্মহত্যার ঘটনাও সামনে এসেছে। এই নিয়ে শাসক-বিরোধী চাপানউতোরের মধ্যেই নম্বর ও প্রশ্ন ফাঁসের টোপ দিয়ে ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ উঠল লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে। তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ঠিকই, কিন্তু এক শ্রেণির শিক্ষকের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা যেভাবে রসাতলে যাচ্ছে তাতে উদ্বিগ্ন নাগরিক সমাজ। ধৃত অধ্যাপকের নাম পরমজিৎ সিং। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক। অভিযোগ, এক ছাত্রীকে লাগাতার হেনস্তা করার পাশাপাশি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছিলেন তিনি। শুক্রবার রাতেই অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে তিনটি অডিও রেকর্ডিং ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়। তাতে অভিযুক্ত শিক্ষককে প্রথমে ছাত্রীটিকে 'ডার্লিং' বলে সম্বোধন করার পাশাপাশি তার মায়ের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করতেও শোনা

শ্রীঘরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

যায়। ছাত্রীটি সেই প্রস্তাব এড়িয়ে গেলে, কথোপকথন মোড় নেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দিকে। তিনি ছাত্রীর জন্য ইলেকটিভ (ঐচ্ছিক) এবং কোর (আবশ্যিক) বিষয়ের প্রশ্নপত্র ইতিমধ্যেই ফাঁস করে দিয়েছেন বলেও জানান। অধ্যাপককে বলতে শোনা যায়, 'তাহলে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর তুমি আমার সঙ্গে কবে দেখা করতে আসছ? আমি তোমার জন্য দুটি প্রশ্নপত্র ইতিমধ্যে ফাঁস করেছি।' ওই ছাত্রীটি তখন সেই প্রস্তাব এড়িয়ে যেতে চাইলে নাছোড় থাকেন পরমজিৎ সিং। তিনি বলেন, 'আমি তোমার জন্য দুটি প্রশ্নপত্রই ফাঁস করেছি। না, না তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে? আমার কাছে তোমাকে আসতেই হবে। বেশ ঠিক আছে। সাতদিনের মধ্যে আমার কাছে আসবে, ওকে?' ছাত্রীটি পারিবারিক দায়িত্বের দোহাই দিয়ে বারবার প্রত্যাখ্যান করলেও তাতে কর্ণপাত করেননি ওই অধ্যাপক। বিষয়টি জানাজানি হতেই নড়েচড়ে বসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক জেপি সাইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিদ্যা নন্দ ত্রিপাঠীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে হাসানগঞ্জ থানার পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৭৪ নম্বর ধারায় (নারীকে হেনস্তা ও পরীক্ষার স্বচ্ছতা নষ্টের চেষ্টা) মামলা রুজু করে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

অভিবাদন... প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগ-এ।

হেগের মঞ্চ থেকে অলিম্পিক বার্তা মোদির

হল্যান্ডেও বঙ্গের ঝালমুড়ি নিয়ে চর্চা

দ্য হেগ, ১৬ মে : বাংলার বিধানসভা নির্বাচন মিটেছে, ফল প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নির্বাচনি ময়দানে তোলপাড় ফেলা সেই বিখ্যাত 'ঝালমুড়ি'র ঝাঁঝ যেন কিছুতেই কমছে না! এবার সুদূর ইউরোপে প্রবাসী ভারতীয়দের সামনে স্বমহিমায় হাজির হল বাংলার এই চটপটা স্ট্রিট ফুড। শনিবার নেদারল্যান্ডস সফরের শুরুতে এক জমকালো নাগরিক সংবর্ধনায় ভাষণ দেওয়ার সময় মুচমুচে এক বাক্যে আসর জমিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নেদারল্যান্ডসের প্রশাসনিক রাজধানী 'দ্য হেগ'-এ যখন তিনি সম্প্রতি শেষ হওয়া পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ তোলেন, ঠিক তখনই দর্শক আসন থেকে ভেসে আসে এক পরিচিত শব্দ 'ঝালমুড়ি'। স্মিত হেসে প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দেন, 'ঝালমুড়ি এখানেও পৌঁছে গিয়েছে?' মুহূর্তের মধ্যে করতালিতে ফেটে পড়ে গোটা প্রেক্ষাগৃহ।

বাংলায় ভোটের প্রচারে গিয়ে ঝাড়গ্রামের এক দোকান থেকে প্রধানমন্ত্রীর ১০ টাকার ঝালমুড়ি খাওয়া এবং তা নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর 'ঝাল লেগেছে কার' তর্জা, এখনও রাজনৈতিক মহলে টাটকা। এদিন হেগের সভায় বাংলার নাম উচ্চারণ হতেই জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ে এবং দর্শকাসন থেকে কেউ একজন 'ঝালমুড়ি' বলে চিৎকার করে ওঠেন। প্রধানমন্ত্রীও সুযোগ হাতছাড়া করেননি। স্বভাবসুলভ চটজলদি রসিকতায় তিনি বুঝিয়ে দিলেন, ভারতের নির্বাচনি ওয়ান-লাইনারদের আন্তর্জাতিক উড্ডয়ন ক্ষমতা অনেক বেশি! রসিকতার রেশ টেনেই প্রধানমন্ত্রী এদিন ভারতের সাম্প্রতিক নির্বাচনি সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন। তিনি জানান, বাংলা, অসম, কেরল, পুদুচেরি ও তামিলনাড়ুতে এবার ভোটের হার ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ ছুঁয়েছে। বিশেষ করে নারীদের বুথমুখী হওয়ার হার ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রধানমন্ত্রী একে 'নতুন ভারতের ট্রেন্ড' বলে উল্লেখ করেন।

> ঝালমুড়ি এখানেও পৌঁছে গিয়েছে?
>
> নরেন্দ্র মোদি

নেদারল্যান্ডসের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, আজকের ভারত আর ছোট স্বপ্ন দেখে না। তিনি দেশের চার বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা তুলে ধরে বলেন, 'আজকের ভারতের আকাঙ্ক্ষা অসীম, আর আমাদের প্রচেষ্টাও সীমাহীন। আজকের ভারত বড় স্বপ্ন দেখতে চায়। অদূর ভবিষ্যতে ভারত অলিম্পিক গেমস আয়োজন করতে চায়।' একইসঙ্গে তিনি ভারতকে বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রগতির ইঞ্জিন এবং গ্লোবাল ম্যানুফ্যাকচারিং ও গ্রিন এনার্জির হাব হিসেবে গড়ে তোলার বার্তা দেন। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির খতিয়ান দিয়ে মোদি জানান, এক দশকের বেশি আগে ভারতে যেখানে মাত্র ৫০০টি স্টার্ট-আপ ছিল, আজ ১২ বছরের ব্যবধানে তা ২ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। যুব সম্প্রদায়ের হাত ধরে ভারত এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম।

সেমিকন্ডাক্টর বিপ্লব নিয়ে মোদি বলেন, 'আগে আমরা মোবাইল ফোন আমদানি করতাম, আর আজ ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল উৎপাদক। বর্তমানে দেশে ১২টি সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্টের কাজ চলছে, যার মধ্যে দুটিতে উৎপাদন শুরু হয়েছে। এবার চিপের ওপর লেখা থাকবে 'ডিজাইনড ইন ইন্ডিয়া' এবং 'মেড ইন ইন্ডিয়া'।' পরিবেশবান্ধব শক্তির ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, ২০১৪ সালের ২.৮২ গিগাবাইট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৬ সালের মার্চে ভারতের সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৫০.২৬ গিগাবাইটে পৌঁছেছে, যা এক বিশাল বিপ্লব।

ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) চূড়ান্ত করার লক্ষ্যেই মোদির এই নেদারল্যান্ডস সফর। এছাড়া ডাচ প্রধানমন্ত্রী রব জেটেন এবং রাজা উইলেম-আলেকজান্ডারের সঙ্গে বৈঠকে সেমিকন্ডাক্টর, জল ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্ন শক্তিসম্পদ এবং হাই-টেক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়াই দিল্লির প্রধান লক্ষ্য। সব মিলিয়ে, কড়া কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক আলোচনার আবহেও বাংলার 'ঝালমুড়ি'র এই আন্তর্জাতিক এন্ট্রি নেদারল্যান্ডসের বসন্তের সন্ধ্যাটাকে যেন আরও একটু আকর্ষণীয় করে তুলল।

তাইওয়ানকে অস্ত্র বিক্রির সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার ইঙ্গিত

হামলার প্রস্তুতি ট্রাম্পের

বেজিং ও ওয়াশিংটন, ১৬ মে : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের তিন দিনের চিন সফর ঘিরে একদিকে যেমন তৈরি হয়েছে নতুন কূটনৈতিক সমীকরণ, অন্যদিকে তেমনই পর্দার আড়ালে চরমে পৌঁছেছে সংঘাতের আবহ। শুক্রবার সফর শেষ করে ট্রাম্পের প্রতিনিধি দল বেজিং ছাড়ার সময় এক নজিরবিহীন দৃশ্য দেখা গিয়েছে। এয়ারফোর্স ওয়ানে ওঠার আগে মার্কিন নিরাপত্তারক্ষী ও কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের জন্য ইস্যু করা প্রেস পাস, হোয়াইট হাউস কর্মীদের দেওয়া বানারি ফোন এবং প্রতিনিধি দলের মেডেল সহ চিন প্রশাসনের দেওয়া সমস্ত সামগ্রী কেড়ে নিয়ে বিমানের সিঁড়ির নীচে একটি ময়লার পাত্রে ফেলে দেন। কর্মকর্তাদের সাফ কথা, 'চিন থেকে পাওয়া কোনও কিছুই বিমানে তোলা যাবে না।'

ক্যামেরার সামনে ট্রাম্প এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সৌহার্দ্য বজায় রাখলেও পর্দার আড়ালে দু-দেশের নিরাপত্তা ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল চরম উত্তেজনাকর। বেজিংয়ের 'টেম্পল অফ হেভেন'-এ বৈঠকের সময় প্রোটোকল অনুযায়ী আগ্নেয়াস্ত্র থাকায় এক মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টকে ভেতরে ঢুকতে বাধা দেয় চিনা কর্তৃপক্ষ। এমনকি ফেরার পথে মার্কিন সাংবাদিকদের মোটরকেডে যোগ দিতেও বাধা দেওয়া হয়।

ট্রাম্পের সদ্যসমাপ্ত সফরের মূল কেন্দ্রে ছিল তাইওয়ান ও ইরান ইস্যু। শি জিনপিং ট্রাম্পকে সতর্ক করে বলেছেন, 'তাইওয়ানকে নিয়ে কোনও ভুল পদক্ষেপ করলে দুই দেশ সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে।' বেজিং ছাড়ার পর বিমানে বসে ট্রাম্প সাংবাদিকদের জানান, তাইওয়ান প্রসঙ্গে জিনপিংয়ের আপত্তির কারণে তিনি তাইপেইর কাছে ১১ বিলিয়ন ডলারের মার্কিন অস্ত্র বিক্রির অনুমোদিত প্যাকেজটি পুনর্বিবেচনা করতে পারেন। ট্রাম্প বলেন, 'প্রেসিডেন্ট শি এবং আমি তাইওয়ান নিয়ে অনেক কথা বলেছি। তিনি চান না স্বাধীনতার জন্য কোনও লড়াই হোক, কারণ সেটি হবে এক ভয়াবহ সংঘাত। এই মুহূর্তে ৯,৫০০ মাইল দূরে কোনও যুদ্ধে জড়ানো আমাদের দরকার নেই।' সামরিক হস্তক্ষেপের প্রশ্নে ট্রাম্প মার্কিন রণকৌশলগত অস্পষ্টতা বজায় রাখেন।

- ইরান যাতে পরমাণু অস্ত্র না পায় এবং হরমুজ উন্মুক্ত থাকে, সেই বিষয়ে জিনপিং একমত হয়েছেন বলে জানান ট্রাম্প
- জিনপিং সতর্ক করে বলেন তাইওয়ান নিয়ে ভুল পদক্ষেপে যুদ্ধ বাধতে পারে
- মার্কিন প্রতিনিধিদল বিমানে ওঠার আগে চিন থেকে পাওয়া সব জিনিসপত্র ফেলে দেয়

এদিকে চিন সফর থেকে ফিরেই ইজরায়েলি বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ইরানে ফের বড়সড়ো সামরিক হামলার প্রস্তুতি শুরু করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ ও অবরোধমুক্ত করার লক্ষ্যেই এই যৌথ অভিযান হতে পারে, যার পোশাকি নাম 'অপারেশন এপিক ফিউরি ২.০'। তেহরানের শান্তি প্রস্তাব খারিজ করে এয়ারফোর্স ওয়ানে তিনি বলেছেন, 'প্রথম বাক্য পছন্দ না হলে আমি তা ছুড়ে ফেলে দিই।' চিন সফর শেষ করেই ট্রাম্পের এই আক্রমণাত্মক মনোভাব মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে যুদ্ধ শুরুর ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ট্রাম্পের দাবি, ইরান যাতে পরমাণু অস্ত্র না পায় এবং হরমুজ প্রণালী যেন উন্মুক্ত থাকে, এই দুই বিষয়ে শি জিনপিং একমত হয়েছেন। যুদ্ধ এড়াতে চিন ও আমেরিকার মধ্যে একটি 'কৌশলগত স্থিতিশীলতার' নতুন কাঠামো তৈরিতেও সম্মতি মিলেছে। বাণিজ্য ক্ষেত্রেও বড় চুক্তির ইঙ্গিত দিয়ে ট্রাম্প জানান, চিন বোয়িং-এর থেকে ৭৫০টি বিমান কিনতে পারে।

চিন সফর শেষ করেই ট্রাম্প এক বড় সামরিক সাফল্যের কথা ঘোষণা করেন। তিনি জানান, মার্কিন ও নাইজিরীয় বাহিনীর যৌথ অভিযানে আফ্রিকার সাহেল অঞ্চল থেকে আইএসের দ্বিতীয় শীর্ষ কমান্ডার আবু-বিলাল আল-মিনুকিকে খতম করা হয়েছে। ট্রাম্প তাঁর 'ট্রুথ সোশ্যাল' হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমার নির্দেশে অত্যন্ত জটিল অভিযানে বিশ্বের সবচেয়ে সক্রিয় এই সন্ত্রাসীকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চিরতরে নির্মূল করা হয়েছে।'

গোধূলিবেলায়... শনিবার প্রয়াগরাজে।

হ্যাকার হানায় ইরানের হাত!

ওয়াশিংটন, ১৬ মে : আমেরিকার একাধিক গ্যাস স্টেশনে জ্বালানি ট্যাংকের মনিটরিং সিস্টেম হ্যাক করার পেছনে ইরানের হাত রয়েছে বলে সন্দেহ করছেন মার্কিন তদন্তকারীরা। সেখানকার সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত থাকা পাসওয়ার্ডহীন 'অটোমেটিক ট্যাংক গেজ' (এটিজি) সিস্টেমে এই সাইবার হামলা চালানো হয়েছে। এর ফলে হ্যাকাররা স্ক্রিনের তথ্য পরিবর্তন করতে পারলেও ট্যাংকের জ্বালানির প্রকৃত পরিমাপে কোনও বদল আনতে পারেনি। তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, এই ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে হ্যাকাররা গ্যাস লিকেজের মতো বড় ঘটনাও আড়াল করে দিতে পারে, যা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ।

২৬ মে বর্ষা ঢুকবে কেরলে

নয়াদিল্লি, ১৬ মে : এল নিনোর ভ্রূকুটি সত্ত্বেও প্রায় এক সপ্তাহ আগেই বর্ষা ঢুকতে পারে ভারতে। শনিবার মৌসম ভবনের (আইএমডি) তরফে জানানো হয়েছে, ২৬ মে কেরল উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। সাধারণত ১ জুন কেরলে বর্ষা প্রবেশ করে, তবে এবার তা ছয় দিন আগেই চলে আসছে। আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের মতে, কেরলে নির্ধারিত সময়ের আগে বর্ষা এলেও বাংলায় জুনের প্রথম সপ্তাহের শেষ দিকে বা দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতে, অর্থাৎ ৮ থেকে ১০ জুনের মধ্যে বর্ষার আগমন ঘটতে পারে।

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মৌসুমি বায়ু প্রবেশের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তবে আগাম বর্ষা এলেও দেশে পর্যাপ্ত বৃষ্টির নিশ্চয়তা নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগাম আগমনের সঙ্গে মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণের কোনও সম্পর্ক নেই। এবার প্রশান্ত মহাসাগরে 'এল নিনো' সক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা ৮২

বঙ্গে আগমন জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে

শতাংশ, যা সেপ্টেম্বর-নভেম্বরের মধ্যে তীব্র আকার ধারণ করতে পারে। এল নিনোর প্রভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণত মৌসুমি বায়ু দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বৃষ্টি ব্যাহত হয়।

আইএমডি ইতিমধ্যেই পূর্বাভাস দিয়েছে, এবার দেশে স্বাভাবিকের চেয়ে কম, অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদি গড়ের ৯২ শতাংশ বৃষ্টি হতে পারে। স্কাইমেট ওয়েদারের আবহাওয়া সংক্রান্ত সহসভাপতি মহেশ পালাওয়াত বলেন, 'আগে বর্ষা আসা মানেই বেশি বৃষ্টি নয়। এমনও বছর গিয়েছে যখন বর্ষা আগে এলেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম ছিল। মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা নির্ভর করে কটি নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে তার ওপর।' উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এবং ভারত মহাসাগরের বায়ুপ্রবাহের মতো ছয়টি সূচক খতিয়ে দেখে নিজস্ব গাণিতিক মডেলে এই পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমডি। এদিকে বর্ষার মেঘ পুঞ্জীভূত হলেও চলতি সপ্তাহে উত্তর ও মধ্য ভারতে তীব্র দাবদাহ বজায় থাকবে, অন্যদিকে দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্ব ভারতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

জেল আজম খানের

লখনউ, ১৬ মে : ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে প্রচারের সময় জেলা শাসককে উদ্দেশ্য করে কুরুচিকর মন্তব্য করার জেরে শাস্তি পেলেন সমাজবাদী পার্টির বাহুবলি নেতা আজম খান। দীর্ঘ সাত বছর ধরে মামলা চলার পর, শনিবার বিশেষ এমপি-এমএলএ আদালত আজম খানকে দোষী সাব্যস্ত করে ২ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। জেলা শাসক অঞ্জনেয় কুমার সিংকে নিশানা করে আজম খান বলেছিলেন, 'এরা বেতনভুক। এদের ভয় পাবেন না। নির্বাচনের পর এদের দিয়ে জুতো সাফ করাব।'

হয় ভূগোলের অংশ, নাহয় ইতিহাসের...

নয়াদিল্লি, ১৬ মে : অপারেশন সিঁদুরের নামে পাকিস্তানকে ফের কড়া বার্তা দিলেন ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। শনিবার তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'পাকিস্তান যদি সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেওয়া এবং ভারতকে নিশানা করা বন্ধ না করে, তবে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা ভূগোলের অংশ হয়ে থাকবে নাকি ইতিহাসের।' অপারেশন সিঁদুরের প্রথম বর্ষপূর্তির পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেনাপ্রধানের এহেন কঠোর বার্তায় পরিষ্কার, ইসলামাবাদ যেন বাড়াবাড়ি না করে। এদিন মানেকশ সেন্টারে আয়োজিত 'সেনা সংবাদ' অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় জেনারেল দ্বিবেদী ওই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'আমি আগেও বলেছি, পাকিস্তান যদি ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামো ব্যবহার করা বন্ধ না করে তাহলে তাদের অস্তিত্ব সংকট হবে।'

> পাকিস্তান যদি সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেওয়া এবং ভারতকে নিশানা করা বন্ধ না করে, তবে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা ভূগোলের অংশ হয়ে থাকবে নাকি ইতিহাসের।
>
> উপেন্দ্র দ্বিবেদী

পহলগাম জঙ্গি হামলার জবাবে শুরু হওয়া অপারেশন সিঁদুরের সময় ওই অভিযানে ভারতীয় সামরিক বাহিনী পাকিস্তানের অন্দরে থাকা সন্ত্রাসবাদী শিবিরগুলি ধ্বংস করে দিয়েছিল। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষ থেকে এই ধরনের হুঁশিয়ারি এবারই প্রথম নয়। এর আগে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও বলেছিলেন, পাকিস্তান যদি স্যার ক্রিক অঞ্চলে অনুপ্রবেশের ধৃষ্টতা দেখায়, তবে তাদের এমন কড়া জবাব দেওয়া হবে যা তাদের ইতিহাস ও ভূগোল দুটোই বদলে দেবে।

এদিকে পাকিস্তানকে কড়া বার্তার মধ্যে এদিন উত্তর কাশ্মীরের বান্দিপোরার আরাগাম এলাকায় জঙ্গিদের একটি গোপন আস্তানায় বড়সড়ো অভিযান চালাল ভারতীয় সেনা। সেখান থেকে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। সেনা সূত্রে খবর, দীর্ঘ সময় ধরে লুকিয়ে থেকে হামলার প্রস্তুতি চালাচ্ছিল জঙ্গিরা। ওই পাহাড়ি এলাকার একাধিক গুহার ভিতর থেকে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী, বাসনপত্র, পোশাক এমনকি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামও উদ্ধার হয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পাওয়ার পরই সেনা, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং সিআরপিএফ ওই এলাকায় যৌথ অভিযানে নামে। বর্তমানে পুরো এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছে। জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

থাইল্যান্ডে মাটি ফুঁড়ে আদিম দানব নাগাটাইটান

লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের গবেষকদের সাম্প্রতিক রিপোর্টে উঠে এসেছে এই রোমাঞ্চকর আবিষ্কারের তথ্য। জুরাসিক পার্কের চেনা দুনিয়াকে টেক্কা দিয়ে এই নাগাটাইটান ছিল প্রায় ৯০ ফুট দীর্ঘ এক উদ্ভিদভোজী সরোপড প্রজাতির ডাইনোসর। যার ওজন ছিল প্রায় ২৫ থেকে ২৮ টন! থাইল্যান্ডের এক স্থানীয় গ্রামবাসী প্রথম মাটির নিচে এই অতিকায় হাড়ের হদিস পান। তারপর বছরের পর বছর ধরে খননকার্য চালিয়ে বিজ্ঞানীরা উদ্ধার করেছেন এর মেরুদণ্ড, পাঁজর এবং প্রায় ৫.৮ ফুট লম্বা সামনের পায়ের হাড়। এর বিশালত্বের আন্দাজ করে বিজ্ঞানীরা বলছেন, পূর্ণবয়স্ক একটি শিকারি কারচারোডন্টোসরাস-এর দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ২৬ ফুট, যা এই দানবের সামনে ছিল একেবারে বামন।

বিজ্ঞানীদের মতে, সে যুগে পৃথিবীর উচ্চ তাপমাত্রা এবং বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা বাড়ার কারণেই এই উদ্ভিদভোজী ডাইনোসরদের শরীর এমন অতিপ্রাকৃতিক আকার ধারণ করেছিল। গবেষকদের দাবি, এই অঞ্চল অগভীর সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার আগে এটিই ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শেষ 'টাইটান'। ইতিহাসের এই ধুলোবালি ওড়ানো আবিষ্কার বিশ্বজুড়ে আদিম পৃথিবীর বিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তনের এক নতুন সমীকরণ আমাদের সামনে তুলে ধরল।

ব্যাংকক, ১৬ মে : আজ থেকে ঠিক ১১ কোটি ৩০ লক্ষ বছর আগের পৃথিবী। চারপাশ আদিম অরণ্য আর উষ্ণ সাভানায় ঘেরা। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে বুক কাঁপিয়ে হেঁটে বেড়াত এক অতিকায় দানব, যার এক একটি পায়ের চাপে কেঁপে উঠত অবলীলাক্রমে মাটি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বুক থেকে এবার উদ্ধার হল তেমনই এক অবিশ্বাস্য ইতিহাসের ফসিল। থাইল্যান্ডের চাইয়াফুম প্রদেশে বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন এই অঞ্চলের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ডাইনোসরের কঙ্কাল। থাই মন্দিরের পৌরাণিক সাপের নামানুসারে এর নাম দেওয়া হয়েছে নাগাটাইটান চাইয়াফুমেনসিস।

নাগাটাইটানকে আক্রমণ করার সাহস পেত না সে যুগের কোনও মাংসাশী শিকারিও। তখনকার সবচেয়ে বড় হিংস্র

কেন্দ্রে বাংলা থেকে পূর্ণমন্ত্রীর সম্ভাবনা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৬ মে : পাঁচদেশীয় সফর সেরে দেশে ফিরলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠক বসবে। ২১ মে মন্ত্রীসভার ওই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটি হতে চলেছে। সেই সময়ই মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণ হতে পারে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় মোট ৭২ জন সদস্য রয়েছেন। সংবিধান অনুযায়ী সর্বাধিক ৮১ জন মন্ত্রী রাখা যেতে পারে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সহ ৫ বিধানসভা ভোটে বিজেপির বিপুল জয়ের পর জল্পনা বেড়েছে মন্ত্রীসভায় কোন কোন রাজ্যের প্রতিনিধি আসবে তা নিয়ে। সেক্ষেত্রে বাংলা থেকে এবার পূর্ণমন্ত্রী পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। রায়গঞ্জের বিজেপি সাংসদ কার্তিক চন্দ্র পাল এবং বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ-এর নামও শোনা যাচ্ছে।

সদ্যসমাপ্ত পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পর বাংলাকে এবার বাড়তি রাজনৈতিক গুরুত্ব দিতে পারেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, এমনই ইঙ্গিত মিলছে গেরুয়া শিবিরের অন্দরে। অসমের পাশাপাশি বাংলাতেও বিজেপির বড় সাফল্য এবং শুভেন্দু অধিকারীকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেওয়ার পর, এখন প্রশ্ন উঠছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাতেও কি বাংলার কোনও সাংসদ পূর্ণমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেতে চলেছেন? বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে এক বা একাধিক সাংসদকে এবার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। পাশাপাশি বিহার ও মহারাষ্ট্রের শরিক দলগুলিকেও গুরুত্ব দিতে পারেন বিজেপি নেতৃত্ব।

সূত্রের খবর, বৈঠকে সমস্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রমন্ত্রীরা উপস্থিত থাকবেন। বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগের কাজের অগ্রগতি, সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং প্রশাসনিক কার্যকারিতা নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হবে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, ২০২৭ সালের উত্তরপ্রদেশ সহ একাধিক রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখেই কেন্দ্রীয় সরকার নতুন সমীকরণ তৈরির দিকেই হাঁটতে পারে। সূত্রের দাবি ৩ থেকে ৪ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং সমসংখ্যক প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে পরিবর্তন আনা হতে পারে। এছাড়াও নারীশক্তিকে সামনে রেখে আরও কিছু নতুন মহিলা মুখ মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি মহিলা সংরক্ষণ বিল কার্যকর হওয়ার পর নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বার্তা আরও জোরালো করতে চাইছে কেন্দ্র।

সাফাই সূর্যকান্তের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ মে : বিতর্কের মুখে সাফাই দিলেন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। শনিবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, বেকার তরুণদের উদ্দেশে তিনি কোনও অপমানজনক মন্তব্য করেননি। তাঁর বক্তব্যকে ভুলভাবে উদ্ধৃত এবং প্রসঙ্গের বাইরে তুলে ধরা হচ্ছে। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে এক মামলার শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি বেকার তরুণদের আরশোলা এবং পরজীবী বলে মন্তব্য করেছেন বলে দাবি করা হয়। তা নিয়ে দেশজুড়ে শুরু হয় বিতর্ক। বিরোধীরা তাঁর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন। এরপরই ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামেন প্রধান বিচারপতি।

তিনি বলেন, 'শুক্রবার একটি তুচ্ছ মামলার শুনানির সময় আমি যে মৌখিক পর্যবেক্ষণ করেছিলাম, তা সংবাদমাধ্যমের একাংশ সম্পূর্ণ ভুলভাবে তুলে ধরেছে দেখে আমি অত্যন্ত ব্যথিত।' তিনি স্পষ্ট জানান, তাঁর সমালোচনার লক্ষ্য ছিলেন সেইসব মানুষ, যাঁরা জাল

ডিগ্রি ব্যবহার করে আইনজীবী সহ বিভিন্ন সম্মানজনক পেশায় প্রবেশ করেছেন। প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমি বিশেষভাবে সমালোচনা করেছি সেইসব ব্যক্তিদের, যাঁরা ভুয়ো ডিগ্রির সাহায্যে বার কাউন্সিল বা অন্যান্য পেশায় ঢুকেছেন। এই ধরনের মানুষ মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পেশাতেও ঢুকে পড়েছেন। এঁরা সমাজের পরজীবীর মতো। দেশের তরুণ সমাজকে অপমান করার দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।'

সূর্য কান্তের কথায়, 'ভারতের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মানবসম্পদ নিয়ে আমি গর্বিত। দেশের প্রতিটি তরুণ, তরুণী আমাকে অনুপ্রাণিত করে। ভারতের তরুণ সমাজ আমাকে যে সম্মান দেয়, আমিও তাঁদের উন্নত ভারতের স্তম্ভ হিসেবেই দেখি।'

দেবীরূপে চমক

মহাভারতের অম্বা চেয়েছিলেন গঙ্গাপুত্র ভীষ্মকে। মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা চেয়েছিলেন কুন্তীপুত্র অর্জুনকে। আর মাদুরাইয়ের রাজা মলয়ধ্বজ পান্ড্য এবং রানি কাঞ্চনমালার কন্যা তাদাতাগাই (পরবর্তীকালে দেবী মীনাক্ষী নামে পরিচিত) চেয়েছিলেন সুন্দরেশ্বর শিবকে। মহাভারত, রবীন্দ্রনাথ এবং থিরুভিলাইরাল পুরাণ থেকে আখ্যান নিয়ে নারীশক্তির এক বর্ণাঢ্য এবং অনবদ্য জয়গাথা তুলে ধরল শিলিগুড়ির শাস্ত্রীয় নৃত্যচর্চাকেন্দ্র নৃত্যনীড়। ক'দিন আগে দীনবন্ধু মঞ্চে এই নৃত্য আলেখ্য দেখে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন চিত্রকল্প, রূপকল্প এবং নৃত্যকল্পের চর্চা কুশলতা এবং অভিজ্ঞতার এমন যৌথ বিন্যাস সচরাচর দেখা যায় না।

মীনাক্ষী শীর্ষক এই নৃত্য আলেখ্যের পরিচালনায় ছিলেন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী নৃত্যনীড়ের কর্ণধার প্রসেনজিৎ দেব এবং সহশিল্পী সৌরভ দে। আর ভরতনাট্যমে পারঙ্গম এই দুজনই ছিলেন দেবী মীনাক্ষী ও সুন্দরেশ্বর শিবের ভূমিকায়। বিশেষ করে দেবী মীনাক্ষীর ভূমিকায় প্রসেনজিৎ মুহুর্মুহু চমক দিয়েছেন। ভরতনাট্যমের মুদ্রা, স্থানক, আড়ামান্ডির ব্যাকরণ মেনেও শিল্পী তাঁর শরীরকে ব্যবহার করে যেভাবে দেবী রূপে ভাস্বর হয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। তাঁকে দেখে বোঝা যায়নি তিনি নারী নন। সুন্দরেশ্বর শিব (সৌরভ দে) যখন আদ্যা শক্তি পার্বতীর অবতার দেবী মীনাক্ষীর (প্রসেনজিৎ দেব) পাদস্পর্শ করছেন সেই দৃশ্যটি সারাজীবনে ভোলার মতো নয়।

এই আলেখ্যর গ্রন্থনায় ছিলেন কবি ও বাচিকশিল্পী অংশুমান পাল। বিভিন্ন চরিত্রে কণ্ঠ দিয়েছেন অমিতাভ ঘোষ, জুঁই ভট্টাচার্য, সঞ্চিতা ভট্টাচার্য। নৃত্যে অন্যদের মধ্যে ছিলেন নিবেদিতা তরফদার, পরীক্ষিত চন্দ্র, প্রিয়াংকা চৌধুরী, সুহেমা সরকার, সুস্মিতা হালদার, প্রিয়াংকা মোহন্ত। মূলত নারীশক্তির আত্ম উপলব্ধি এবং রূপান্তর দেখানো হয়েছে এই নৃত্য আলেখ্যে।

অনন্য।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে পরিবেশিত 'মীনাক্ষী' নৃত্য আলেখ্যের একটি মুহূর্ত।*

একই ভাবনাকে মাথায় রেখে প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে নজর কেড়েছে রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা। নৃত্যনীড়ের দু'দিনের এই বার্ষিক নৃত্য সমারোহের সূচনা পর্বে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নৃত্যগুরু সংগীতা চাকি, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী সহেলী বসু ঠাকুর, শ্রাবণী চক্রবর্তী, দিলীপ দাশগুপ্ত, গার্গী চট্টোপাধ্যায়, লোপামুদ্রা, রমা দেব ও সমাজসেবী রবীন্দ্র জৈন। এছাড়া মঞ্চে শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন গুণী মানুষকে সংবর্ধিত করা হয়। দু'দিনের অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জুঁই ভট্টাচার্য।

নৃত্যনীড়ের শিক্ষার্থী শিল্পীদের অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে নজর কেড়েছে আয় তবে সহচরি, মম চিত্তে, কালভৈরব অষ্টকম, চামুণ্ডেশ্বরী, অর্ধাঙ্গ, কীর্তনম, লিঙ্গাষ্টকম এবং অভিভাবকদের অনুষ্ঠান। নৃত্যনীড়ের অর্ধনারীশ্বরের পর মীনাক্ষী নিঃসন্দেহে প্রসেনজিৎ-সৌরভ জুটির একটি বড় মাইলস্টোন। *– ছন্দা দে মাহাতো*

স্বপ্নের রূপকথা

কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে নর্থবেঙ্গল হ্যান্ডিক্যাপড রিহ্যাবিলিটেশন সোসাইটি পরিচালিত 'উত্তরণ' বিশেষ বিদ্যালয়ের দিব্যাঙ্গ ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'রূপকথা' মঞ্চস্থ হল। রবীন্দ্রসংগীত 'আলোয় আলোকময় করে হে'-এর সুরে সমবেত নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মাঙ্গলিক প্রদীপ প্রজ্বলন করেন শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপক ডঃ সুজিত ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি নির্মল সাহা ও শিলিগুড়ি লায়ন্স আই-কেয়ারের কর্ণধার জয় সিং সুন্দলিয়া। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক চন্দনকুমার ঘোষ বিদ্যালয়ের ৩৮ বছরের দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন সহ সভাপতি কৈলাস আগরওয়াল ও সভাপতি শ্যামলকুমার দাস। এদিন 'শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন'-কে তাদের দীর্ঘ সমাজসেবার জন্য বিশেষ সম্মাননা জানানো হয়, যা গ্রহণ করেন সংগঠনের সভাপতি রূপক দে সরকার।

স্মৃতিচারণ পর্বে প্রয়াত গার্গী ঘোষকে শ্রদ্ধা জানান বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা। সাংস্কৃতিক পর্বে বিশেষভাবে সক্ষম (বৌদ্ধিক) শিক্ষার্থীদের 'ওঠো ওঠো রে' গান, শ্রবণ-প্রতিকূল ছাত্রছাত্রীদের বাউলগানে নৃত্য এবং আধুনিক ও রবীন্দ্রসংগীতের মেলবন্ধনে 'বন্ধুত্ব' থিমের নৃত্য দর্শকদের মুগ্ধ করে। বিশেষ শিক্ষক শিক্ষণ কোর্সের ছাত্রীদের 'রেশম ফিরিরী' গানে প্রেক্ষাগৃহ ছন্দময় হয়ে ওঠে। সুকুমার রায়ের 'গোঁফচুরি' কবিতায় অভিনয় এবং মা ও শিশুর জীবনসংগ্রামের চিত্রায়ণ 'তু জো মিলা' ছিল অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল শিক্ষার্থীদের অভিনব এক ফ্যাশন শো এবং বিশেষভাবে সক্ষম (শ্রবণ) শিশুদের উপস্থাপিত নৃত্যনাট্য 'সীতাহরণ ও দ্রৌপদীর চিরহরণ'। ডঃ অমিতাভ কাঞ্জিলালের বলিষ্ঠ সঞ্চালনায় এবং সকল কর্মী ও শিক্ষকদের কণ্ঠে 'উই শ্যাল ওভারকাম' গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। *-নিজস্ব প্রতিবেদন*

সাহিত্য আড্ডা

নববর্ষকে কেন্দ্র করে শিক্ষারত্ন প্রহ্লাদ বিশ্বাসের নকশালবাড়ির বাড়িতে কিছুদিন আগে অভিনব এক সাহিত্য আড্ডার আসর বসেছিল। সেখানে শিলিগুড়ি ছাড়াও রায়গঞ্জ, ইসলামপুর, চোপড়া, জলপাইগুড়ির মতো বিভিন্ন জায়গার সংস্কৃতিমনস্করা উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রদীপ জ্বেলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করে গুণীজন বরণের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। গান, কবিতা এবং আলোচনার মধ্যে অনুষ্ঠান আক্ষরিক অর্থেই বর্ণিল হয়ে ওঠে। সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য প্রহ্লাদকে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়। ভাষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ভাষাকর্মী সজলকুমার গুহ।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন ইসলামপুর থেকে আগত বিশিষ্ট অক্ষরকর্মী নিশিকান্ত সিনহা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি ও বিজ্ঞানী নির্মলেন্দু দাস প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিরসা মুন্ডা কলেজের অধ্যক্ষ বীরেন্দ্র মুর্মু ও হাতিঘিসা কলেজের অধ্যক্ষ উমা মাঝি মুখোপাধ্যায়, সাংবাদিক অরুণ কুমার, সমাজকর্মী অর্চনা মিত্র, শিক্ষক বিশ্বজিৎ রায় প্রমুখ। বেশ কয়েকজন রবিগান গেয়ে শোনান। পান্না দাসের নৃত্য পরিবেশনা সহজেই সবার মন জয় করে। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে অনেকের বক্তব্যে সাহিত্য আসর সর্বাত্মক হয়ে ওঠে। *–সম্পা পাল*

শ্রুতিনাটক সন্ধ্যা

এক ফ্ল্যাটের একতলা গিন্নি, দোতলা গিন্নি ও তিনতলা গিন্নির একমাত্র কাজের মেয়ে মায়া। গিন্নি তিনজন আর কাজের মেয়ে একজন। তবুও সেই ফ্ল্যাট শান্তিকল্যাণ হয়ে থাকবে এমনটা ভাবা ঠিক নয়। আধুনিক ফ্ল্যাট কালচারের অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত সমাজে কী অথবা কী কী হতে পারে তা নিয়েই বিশ্বনাথ পাকড়াশির লেখা কৌতুক-নাটক 'একটি চতুষ্কোণ প্রেমের কিসসা'। সম্প্রতি 'শহর শিলিগুড়ি'র নিবেদনে এই শ্রুতিনাটকটি পরিবেশিত হল শ্রুতি ও স্বর আয়োজিত শ্রুতিনাটক সন্ধ্যায়। ক'দিন আগে মিত্র সম্মিলনীর প্রেক্ষাগৃহে এই আসর বসেছিল। শিলিগুড়ির চার সুপরিচিত বাচিকশিল্পী গীতালি চক্রবর্তী, সুমিতা দত্ত, মৌকণা মুখোপাধ্যায় ও রেমা গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের সাবলীল অভিনয়ে নাটকটি প্রাণবন্ত করে তোলেন।

এই শ্রুতিনাটক সন্ধ্যার উদ্বোধন করেন শহরের তিন সুপরিচিত নাট্যব্যক্তিত্ব কুন্তল ঘোষ, পার্থপ্রতিম মিত্র ও বেলি ভট্টাচার্য। পরম-শ্রুতি সম্মাননা- ২৬ দিয়ে সম্মানিত করা হয় ডঃ অমিতাভ কাঞ্জিলালকে। বিশিষ্ট কবি প্রয়াত পরমেশ্বর চক্রবর্তীর 'বনসাই' কাব্যগ্রন্থের দুটি কবিতা আবৃত্তি করেন শিল্পী অমিতাভ ঘোষ।

শ্রুতিনাটক পরিবেশনে প্রথম নিবেদন ছিল অরুময় চক্রবর্তীর রচনা ও পরিচালনায় 'আগামীর জন্য'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুয়োরানীর সাধ' শীর্ষক গল্পকথা পরিবেশন করেন মৌকণা। শিলিগুড়ি থিয়েটার অ্যাকাডেমির পরিবেশনে ছিল কুন্তল ঘোষ পরিচালিত নাটক 'শেষ পরিক্রমা'। 'বিভা'র পরিবেশনে ছিল অমিতাভ কাঞ্জিলালের রচনা, আবহ ও নির্দেশনায় 'তোমার অরূপ মূর্তিখানি'।

অনুষ্ঠানের শেষ নিবেদন ছিল শ্রুতি ও স্বরের নিজস্ব প্রযোজনায় রিতা সাহার লেখা নাটক 'একা এবং...'। অরুময় চক্রবর্তীর পরিচালনা ও কৌশিকরঞ্জক দাসের আবহে এই নাটকের অভিনয়ে ছিলেন চন্দনা বসু নাগ, লিপি সান্যাল, হৈমন্তী মজুমদার, অরুময় চক্রবর্তী, অমৃতা রায় ও স্নেহাশিস চট্টোপাধ্যায়। নাটকটি তাঁর বিষয়বস্তু ও অভিনয়ের গুণে দর্শক আনুকূল্য লাভ করে। *- ছন্দা দে মাহাতো*

শাস্ত্রীয় সংগীতানুষ্ঠান

কোচবিহারের সাহিত্য সভা প্রেক্ষাগৃহে কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শিলিগুড়ির সোহিনী মিউজিক অ্যাকাডেমি আয়োজিত বসন্ত উৎসব উপলক্ষ্যে ভিন্ন স্বাদের শাস্ত্রীয় সংগীতানুষ্ঠান : ফাল্গুনী। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় হৃতচেতা দেবের কণ্ঠে সরস্বতীবন্দনা ও রাগ বাহার পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে। এরপর সোহিনীর ছাত্রছাত্রীরা বাঁশি, সেতার, এসরাজ, তবলার সমবেত যন্ত্রসংগীত পরিবেশনায় পরিবেশে স্নিগ্ধতা আনেন। অংশগ্রহণ করেন চন্দন দেবশর্মা, রিয়া নন্দী, অভ্রদীপ পোদ্দার, অভিজ্ঞান গিরি, জিৎ সাহা, দেবজিৎ সাহা, অভিষেক দাস ও সংগীত পাল। লিলি দাস ও শুভরাজ নন্দীর দ্বৈত সেতার পরিবেশন রাগ মারুবেহাগকে যত্ন নিয়ে পৌঁছে দেয় শ্রোতাদের কাছে।

অতিথিশিল্পী প্রতীক জোয়ারদার একক তবলা পরিবেশনায় তালের আবর্তে ও বোলের খেলায় মাতিয়েছেন। হারমোনিয়ামে শিল্পীর সংগতে ছিলেন চঞ্চল চক্রবর্তী। দুটি বাঁশির অপূর্ব যুগলবন্দিতে রাগ ইমনকে দর্শকমনে ঠাঁই করে দেন দেবজিৎ সাহা ও শুভঙ্কর নস্কর। তবলায় ছিলেন অমিত সাহা। শিল্পী সোহিনী জোয়ারদার পরিবেশন করেন রাগ রাগেশ্রী এবং রূপলেখা চট্টোপাধ্যায় পরিবেশন করেন রাগ বসন্ত। হারমোনিয়ামে ছিলেন রাগশ্রী জোয়ারদার। অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে সেতারের সুরের ঝংকার ও তবলার ছন্দে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ উপহার দেন পণ্ডিত পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, দেবস্নেহা চট্টোপাধ্যায় এবং সুবীর অধিকারী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন নবনীতা চট্টোপাধ্যায়। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

বই প্রকাশ

রায়গঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে নতুনভাবে তুলে ধরল একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। 'রায়গঞ্জ আলোক সন্ধানে' শীর্ষক বইটির সম্প্রতি আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হল। এজন্য সংগীত সদনে এক সাদামাঠা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সংগীত সদনের ছাত্রীদের পরিবেশনায় অতিথি বরণ ও উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশিত হয়। বইটির লেখক শিক্ষক সোমনাথ সিং লেখালেখির জগতে পরিচিত নাম। 'রায়গঞ্জ আলোক সন্ধানে' তাঁর ষষ্ঠ প্রকাশিত গ্রন্থ। এই বইয়ে তিনি রায়গঞ্জের ইতিহাস, সংস্কৃতি, সামাজিক পরিবর্তন সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ শুভেন্দু মুখোপাধ্যায় ও সুশীল গোস্বামী, নৃত্যশিল্পী নবনীতা কর্মকার, সন্দীপ চক্রবর্তী প্রমুখ। *–দীপঙ্কর মিত্র*

আশার আলো

বাড়ির মতোই ভাঙছে সম্পর্ক। মানুষ মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এর মধ্যেও কয়েকজন স্বপ্ন দেখে। হয়তো ভাঙার জন্যই। তবু দেখে। 'উচ্ছেদ' উপন্যাসে এই কথাটুকুই তুলে ধরতে চেয়েছেন অধ্যাপক, লেখক, নাট্যশিল্পী অনুরাধা কুণ্ডা। কিছুদিন আগে মালদা পুনশ্চ বইটির অনুষ্ঠানিক প্রকাশ অনুষ্ঠানে বইটি নিয়ে বললেন লেখক শুভ্র মৈত্র, প্রীতম বসাক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সুস্মিতা সোম, উমাদাস ভট্টাচার্য। *–সৌকর্য সোম*

ছন্দোবদ্ধ।। *আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবসে মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠান। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ*

বিবর্তনের নববর্ষ

বাঙালির জীবনে বাংলা নববর্ষের আকর্ষণই আলাদা। বাংলা সাহিত্যপত্রের কাছেও দিনটির তাৎপর্য অপরিসীম। বাংলার সাহিত্য আকাশে উল্লেখযোগ্য নাম 'বিবর্তন' পত্রিকা সেই দিনটি পালন করল ঘরোয়াভাবে। কিন্তু আন্তরিকতার সঙ্গে। দিনহাটায় পত্রিকা দপ্তরে নববর্ষ সংখ্যার উদ্বোধন করে সংগীত শিক্ষক অপূর্ব অধিকারী যেন সাহিত্য ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটালেন। পত্রিকাটির নববর্ষ সংখ্যার বিষয়বস্তু ও নানা দিক নিয়ে মনোগ্রাহী আলোচনা করেছিলেন কবি সুবীর সরকার, নাট্যকর্মী কল্যাণময় দাস, অধ্যাপক জয়দীপ সরকার প্রমুখ।

আলাদা করে কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান ছিল আকর্ষণীয়। নববর্ষের চিরন্তন ডাক উঠে আসে বিভিন্ন গুণীজনের কবিতায়। যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন

শিলাদিত্য রায়, বিশ্বজিৎ সাহা, প্রসেনজিৎ ভৌমিক প্রমুখ। নববর্ষের দুপুরকে অনুষ্ঠানটির জন্য বেছে নিয়েছিলেন বিবর্তনের সম্পাদক তথা কবি ও নাট্যকার উজ্জ্বল আচার্য। সারাবছর ধরে পত্রিকাটির নানাবিধ কর্মকাণ্ড বিস্তৃত থাকে। নববর্ষ সেই কর্মকাণ্ডে নতুন পালক যোগ করেছিল। *-নিজস্ব প্রতিবেদন*

সারস্বত সম্মেলন

আর্থসামাজিক জার্নাল 'উত্তর প্রসঙ্গ'র উদ্যোগে ভুটানঘাট সংলগ্ন ময়নাবাড়িতে কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত হল চতুর্থ সারস্বত সম্মেলন। প্রদীপ প্রজ্বলনে এর উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক সরিৎকুমার চৌধুরী। উদ্বোধনী সংগীতের পর কিছুদিন আগে প্রয়াত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অর্ণব সেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানান সম্পাদক দেবব্রত চাকি। ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষের সভাপতিত্বে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন ডঃ আশুতোষ সরকার।

সম্মেলনে পরিমল দে 'বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর' বিষয়ে স্মারক বক্তব্য রাখেন। 'উত্তরের বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য' পর্বে ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার এবং ডুয়ার্সের নানা ভাষার সাহিত্য আলোচনায় প্রমোদ নাথ ও অশেষকুমার দাস বক্তব্য পেশ করেন। মিতালি চাকি সরকারের সঞ্চালনায় 'উত্তরের বৌদ্ধ স্থাপত্য ও চর্চা' এবং ডঃ সৌমেন নাগের 'চিকেন নেক ও সীমান্ত সমস্যা' ও দ্বিতীয় দিনে 'করতোয়া সভ্যতা ও পরিবেশ' বিষয়ক আলোচনা শ্রোতাদের ভাবায়। বনের বিবর্তন নিয়ে বলেন ডঃ অমিতাভ চক্রবর্তী ও রাজা পাল চৌধুরী। ডঃ দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ কার্তিকচন্দ্র সূত্রধর সহ বহু গুণীজনের উপস্থিতি ও শীলা সরকারের সঞ্চালনায় কবিতা পাঠ অনুষ্ঠানটিকে নান্দনিক মাত্রা দেয়। পরিচালনায় ছিলেন প্রদীপ ঝা। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

বইটই

কোমল নিষাদ

'মারাদোনা বল পেলেই মাথা নীচু করে দৌড়ায়/ রাঙালিবাজনা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে'। সুদূর আর্জেন্টিনার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের এক প্রত্যন্ত জনপদকে এভাবে মিলিয়ে দেওয়া— বেণু সরকারের কাছে রীতিমতো জলভাত। এটি কবির 'মারাদোনা' কবিতার প্রথম দুটি লাইন। আরও ৫৯টি কবিতাকে সঙ্গী করে কবির নবতম কাব্য সংকলন মেঘলা দিনের কোমল নিষাদ নামে পাঠকদের হাতে এসেছে। কত সহজে জীবনকে সুখস্পর্শ করা যায়, বইটির প্রতিটি পাতা তারই সাক্ষী। ভাষা ব্যবহারের অনবদ্য সাবলীলতা ও ছন্দনৈপুণ্যে বরাবরের মতো কবি এই সংকলনেও রীতিমতো অনবদ্য। কবি লিখছেন, 'তোমার অমল মুখ/ আমৃত্যু মনে থাকবে/ পৃথিবী সুন্দর।'

এবারে গল্প

উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ত্রিবৃত্ত খুব পরিচিত একটি নাম। পত্রিকা সবসময় নতুন উদ্যোগ নিয়ে কখনও লোকসংস্কৃতি কখনও বা ছোটদের সংখ্যা কখনও উত্তরবঙ্গ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। এবারে তাদের নিবেদন গল্প সংখ্যা। জীবনের নানা স্বাদে পূর্ণ লাবণ্যমাখা ১৫টি গল্প ঠাঁই পেয়েছে পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যায়। কলম ধরেছেন ভগীরথ মিশ্র, রণজিৎ দেব, বিকাশ সরকার, হিন্দোল ভট্টাচার্য, সুজিত বসাক, অমৃতা ভট্টাচার্য, হামিরউদ্দিন মিদ্যা, রম্যাণী গোস্বামী, অমলকৃষ্ণ রায়, হিমি মিত্র রায়, শাঁওলি দে, বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়, বেবি সাউ, নীলাদ্রি দেব ও বিপুল আচার্য। বরুণ বন্দ্যোর আঁকা প্রচ্ছদটি বেশ।

নজরে পাখি

পাখি নিয়ে আমাদের সবার আগ্রহ কম নয়। নানা বীজের বিস্তার, কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ, পরাগমিলনের মতো নানা কাজে পাখি বাস্তুতন্ত্র তথা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও পাখির উপস্থিতি দারুণ। সেই পাখি নিয়ে লেখক শীর্ষেন্দু গায়েন বই লিখেছেন। কিছুদিন আগেই পাঠকদের হাতে ধরা দিয়েছে পাখির দ্বিতীয় খণ্ড। বইটিতে ৪৮ রকমের পাখির সচিত্র বিবরণ ছাড়াও পাখি বিষয়ক অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি নিবন্ধ রয়েছে। ঠিক কোথায় ছবিগুলি তোলা, রয়েছে সেই উল্লেখও। যাঁরা পাখির ছবি তুলতে ভালোবাসেন তাঁদের তো বটেই, সাধারণ পাঠকদের কাছেও বইটি খুবই ভালো লাগবে।

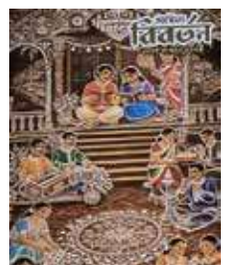

অপেক্ষার অবসান

সাহিত্য বিবর্তন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য পাঠকদের বরাবরই একটা অধীর অপেক্ষা থাকে। কিছুদিন আগে পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যা পাঠকদের হাতে আসার পর এই পর্বে সেই অপেক্ষার অবসান। সাহিত্য সংস্কৃতিতে সুকান্ত ভট্টাচার্যকে নিয়ে অভিজিৎ সেনের লেখাটি বেশ। কল্যাণময় দাসের রম্যগদ্যটি পড়তে ভালো লাগে। মুজনাইকে নিয়ে শৌভিক রায়ের লেখাটি অনেক অজানা তথ্যের জোগান দেয়। রয়েছে বেশ ভালো কবিতা, গল্প ও অনুগল্পের সম্ভার। পত্রিকাটির অন্যতম বিশেষত্ব বলতে প্রচুর ছবির ব্যবহার। এই সংখ্যাতেও সেই ধারা বজায় রয়েছে। সৌজন্য চক্রবর্তীর আঁকা প্রচ্ছদটি চোখকে বেশ আরাম দেয়।

আবৃত্তির জন্য

যাঁরা আবৃত্তি ভালোবাসেন, ডঃ পিনাকী চট্টোপাধ্যায়ের নাম তাঁদের খুব চেনা। আকাশবাণী এফএমের একসময়ের জনপ্রিয় এই উপস্থাপকের স্বকীয় প্রকাশভঙ্গিতে আবৃত্তি আর স্রেফ নিছক আবৃত্তি থাকে না, হয়ে ওঠে কবিতার 'পারফর্মিং ইন্টারপ্রিটেশন'। যাঁরা কবিতা ভালোবাসেন তাঁদের জন্য পিনাকী লিখেছেন আবৃত্তি আমার ভালোবাসা। সম্প্রতি বইটির দ্বিতীয় খণ্ড পাঠকদের হাতে এসেছে। অখিলবন্ধু নিয়োগী (স্বপনবুড়ো) থেকে শুরু করে অতুলপ্রসাদ সেন, বিষ্ণু দে থেকে সুনির্মল বসু... প্রথিতযশা সমস্ত কবিদের নানা সৃষ্টিতে পিনাকী তাঁর বইয়ের এই খণ্ডে কবিতাপ্রেমীদের সামনে হাজির করেছেন। যাঁরা কবিতা ভালোবাসেন তাঁদের পোয়াবারো। সংকলনে রাখার মতোই বই।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান
এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

সুনিশ্চিত রিটার্ন পেতে লগ্নি করুন বন্ডে

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

বিগত কয়েক মাসে লগ্নির বড় ধরনের আঘাত এসেছে। শেয়ার বাজারে ধস নেমেছে। সোনা-রুপোর দাম রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছোনোর পর ফের সংশোধন হয়েছে দামে, মিউচুয়াল ফান্ডের ন্যাভ কমেছে। সব মিলিয়ে লগ্নিকারীদের সম্পদ অনেকটাই কমেছে। এমন সময়ে নিজেদের পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্যই লগ্নিকারীদের বড় লোকসান থেকে বাঁচাতে পারে। প্রত্যেক লগ্নিকারীকেই এখন স্থায়ী এবং নিশ্চিত রিটার্নের দিকে নজর দিতে হবে। পোর্টফোলিওর কমপক্ষে ১০-২০ শতাংশ লগ্নি করতে হবে ফিক্সড ডিপোজিট বা বন্ডে। ফিক্সড ডিপোজিটের থেকেও বেশি রিটার্ন পাওয়া যেতে পারে বন্ডে।

বন্ড কী?

বন্ড হল এক ধরনের ঋণপত্র যেখানে সরকার, কোম্পানি বা কোনও প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সুদে কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নেয়। মেয়াদ শেষে সুদ সহ ঋণের অর্থ ফেরত দেওয়া হয় ওই ব্যক্তি বা সংস্থাকে। মূলত মূলধন সংগ্রহ করার জন্যই বন্ড জারি করে সরকার বা কোনও সংস্থা। এই অর্থ সংস্থার ব্যবসায়িক কাজকর্ম এবং সম্প্রসারণে ব্যবহার করা হয় এবং সরকার এই অর্থ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করে।

বন্ডের প্রকারভেদ

বন্ড নানা ধরনের হয়। মেয়াদ বিচারে বন্ড মূলত তিন প্রকার হয়। স্বল্পমেয়াদি, দীর্ঘমেয়াদি এবং মেয়াদবিহীন হয়। বন্ড যারা জারি করে সেই হিসেবে বন্ড মূলত তিন প্রকার হয়, গভর্মেন্ট বন্ড, কর্পোরেট বন্ড, স্টেট এবং পিএসইউ বন্ড। এছাড়াও বন্ডের রিটার্ন এবং সুদের প্রকারভেদ অনুযায়ী বন্ড কয়েক প্রকারের হয়। যেমন সিকিউরড বন্ড, আনসিকিউরড বন্ড, কিউমুলেটিভ ইন্টারেস্ট বন্ড, রিডিমেবল বন্ড, পারপেচুয়াল ইন্টারেস্ট বন্ড। তবে ভারতে পারপেচুয়াল ইন্টারেস্ট বন্ডে নিষেধাজ্ঞা আছে। এছাড়াও কনভার্টিবল বন্ড এবং সভরন গোল্ড বন্ডও পাওয়া যায়।

বন্ডের মৌলিক বিষয়

ফেস ভ্যালু : এটি হল বন্ডের আসল মূল্য যা ইস্যুকারী মেয়াদ শেষে লগ্নিকারীকে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে।

সুদের হার : যে হারে সুদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় ইস্যুকারী সংস্থা তাকে কুপন রেট বা সুদের হার বলে। এই সুদের হার সাধারণত পূর্বনির্ধারিত হয়। এই সুদ লগ্নিকারীকে বছরে একবার বা দু'বার দেওয়া হতে পারে।

ইস্যুকারী : বন্ড কে ইস্যু করছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার বন্ড ইস্যু করলে তা নিরাপদ বলে গণ্য করা যেতে পারে। কোনও কর্পোরেট সংস্থা বন্ড ইস্যু করলে তা সরকারি বন্ডের তুলনায় বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়।

মেয়াদপূর্তির তারিখ : মেয়াদ শেষে যেদিন ইস্যুকারী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক লগ্নিকারীকে টাকা ফেরত দেয়।

ইল্ড : বন্ডের ওপর লগ্নিকারী যে রিটার্ন পান তাকে ইল্ড বলে। এটি সুদের হার এবং বন্ডের বর্তমান দামের ওপর নির্ভর করে।

লিকুইডিটি : বন্ড বাজারে সহজে কেনাবেচা করা গেলে সেই বন্ডের লিকুইডিটি বেশি ধরা হয়।

রেটিং : বিভিন্ন ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি ইস্যু করা বন্ডকে রেটিং দেয়। যত বেশি রেটিং হয়, ঝুঁকি তত কম হয়।

বন্ডে বিনিয়োগের সুবিধা

বন্ডে বিনিয়োগের একাধিক সুবিধা রয়েছে...

স্থায়ী আয় : বন্ডে বিনিয়োগ করলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সুদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট আয় করা যায়। যাঁরা নিয়মিত আয়ের খোঁজ করছেন বন্ড তাঁদের জন্য ভালো বিকল্প হতে পারে।

মূলধনের নিরাপত্তা : শেয়ার বাজার না মিউচুয়াল ফান্ডের তুলনায় বন্ডে মূলধনের অর্থাৎ লগ্নিকৃত অর্থের নিরাপত্তা বেশি। ভবিষ্যতে যে কোনও প্রতিকূল পরিবেশ সামলে দিয়ে আপনার মূলধনকে সুরক্ষিত রাখবে এই বন্ড।

পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য : যে কোনও লগ্নিকারীর পোর্টফোলিওতে ভারসাম্য প্রদান করতে পারে বন্ড। স্থায়ী এবং ঝুঁকিহীন রিটার্নের নিশ্চয়তা দেয় বন্ড।

মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে সুরক্ষা : যেভাবে দিন দিন দৈনন্দিন খরচ বাড়ছে এবং টাকার মূল্য কমছে, সেখানে এই মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে লড়াইতে লগ্নিকারীদের বড় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে বন্ড।

বন্ডে লগ্নির অসুবিধা

বন্ড বা ঋণপত্রে লগ্নির একাধিক অসুবিধাও রয়েছে...

সুদের হার : সুদের হার বাড়লে বন্ডের দাম কমে যায়। সুদের হার বাড়লে বা মেয়াদের আগে বিক্রি করতে চাইলে লোকসানের সম্ভাবনা থাকে।

লিকুইডিটি : কিছু বন্ডের ক্রেতা কম থাকে। প্রয়োজনের সময় বন্ড বিক্রি করা কঠিন হয়।

ডিফল্ট : বন্ড ইস্যুকারী সংস্থা আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে সময়মতো টাকা ফেরত পেতে অসুবিধা হয়। সরকারি বন্ডে অবশ্য এই সমস্যা হয় না।

কর : বন্ড থেকে প্রাপ্ত সুদের ওপর কর দিতে হতে পারে যা লগ্নির ওপর লাভ কমিয়ে দিতে পারে।

বন্ড এবং আয়কর

বেশির ভাগ বন্ডের সুদ করযোগ্য। বন্ড থেকে প্রাপ্ত সুদ লগ্নিকারীর মোট আয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তাঁর ইনকাম স্ল্যাব অনুযায়ী কর দিতে হয়। তবে কিছু বন্ডে কর ছাড় পাওয়া যায়।

বন্ড এবং এফডি

সাধারণ লগ্নিকারীদের কাছে এখনও জনপ্রিয় লগ্নির মাধ্যম হল ফিক্সড ডিপোজিট (এফডি)। ব্যাংক এবং ডাকঘরে বিভিন্ন মেয়াদের ফিক্সড ডিপোজিটে ৩ থেকে ৭.২৫ শতাংশ পর্যন্ত সুদ পাওয়া যায়। সেখানে প্রায় ঝুঁকিহীন এবং স্থায়ী আয়ের বন্ডে সুদের হার বর্তমানে ৭ থেকে ৭.৭৫ শতাংশ পর্যন্ত পাওয়া যায়। বড় অঙ্কের লগ্নি বিচার করলে বন্ডে রিটার্ন অনেকটাই বেশি হয়। ফিক্সড ডিপোজিটে সহজেই লগ্নি করা যায়। আগে সরকারি বন্ড কেনা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে থাকলেও এখন প্রযুক্তির কারণে তা অনেক সহজলভ্য হয়েছে। তাই এফডি'র পাশাপাশি বন্ডেও লগ্নির কথা ভাবতে পারেন সাধারণ লগ্নিকারীরা।

বন্ড এবং মিউচুয়াল ফান্ড

বন্ডে যেমন সরাসরি লগ্নি করা যায় তেমনই মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমেও বন্ডে লগ্নি করা যায়। বাজারে চালু থাকা বিভিন্ন ধরনের ডেট মিউচুয়াল ফান্ড, কর্পোরেট বন্ড ফান্ড, হাইব্রিড ফান্ড ইত্যাদিতে লগ্নি করলে পরোক্ষভাবে বন্ডে লগ্নি করা হয়।

বন্ড এবং ডিবেঞ্চার

বন্ডে লগ্নি সবসময়ে নিরাপদ কারণ তা ইস্যুকারীর সম্পদের ওপর নির্ভর করে। অন্যদিকে, ডিবেঞ্চারে লগ্নি কখনও সুরক্ষিত নয়, কারণ তা ইস্যুকারীর ঋণ শোধের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। সাধারণত বন্ডের তুলনায় ডিবেঞ্চারে সুদের হার বেশি পাওয়া যায়।

কারা বন্ডে লগ্নি করবেন

যে কোনও লগ্নিকারীর জন্য বন্ড বিনিয়োগের একটি বিকল্প হতে পারে। আর্থিক লক্ষ্য, ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, লগ্নির সময় ইত্যাদি বিবেচনা করে বন্ডে লগ্নি করা যেতে পারে। পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য আনতে লগ্নির একটি অংশ অবশ্যই বন্ডে লগ্নি করা যায়।

বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারে পতন

বোধিসত্ত্ব খান

বর্তমান সময়ে বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারে যে পতন দেখা যাচ্ছে, তাকে কোনওভাবেই অস্বাভাবিক বলা চলে না। বিগত শুক্রবার আন্তর্জাতিক বাজারে একটি বড়সড়ো ধস নেমেছে। আমেরিকার বিভিন্ন প্রধান সূচকগুলোতে ১ থেকে ১.৫ শতাংশের মতো পতন হয়েছে। ইউরোপের বাজারগুলোর অবস্থাও শোচনীয়। সেখানে ফুটসি ১.৭৪ শতাংশ, ক্যাক ১.৬৩ শতাংশ এবং ড্যাক ২.১১ শতাংশ পতন প্রত্যক্ষ করেছে। এমনকি যে এশীয় বাজারগুলোতে কিছুদিন আগে দারুণ উত্থান চলছিল, সেখানেও ধস নেমেছে। শুক্রবার নিক্কেই ২২৫ (-২.০৩ শতাংশ), হ্যাংসেং (-১.৬১ শতাংশ), তাইওয়ান (-১.৪১ শতাংশ), কসপি (-৬.৫২ শতাংশ) এবং সাংহাই (-১.০৩ শতাংশ) সূচকের বড় পতন হয়েছে। ২০২৬ সালে ভারতের প্রধান সূচক নিফটি ইতিমধ্যেই ৯.৫৭ শতাংশ পতন দেখেছে।

এই মন্দার অন্যতম প্রধান কারণ হল আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম সহ্যসীমার বাইরে চলে যাওয়া। বর্তমানে ব্রুড অয়েলের দাম প্রতি ব্যারেলে ১০৫.৪২ ডলার এবং ব্রেন্ট ক্রুড প্রতি ব্যারেলে ১০৯.২৬ ডলারে ঠেকেছে। পরিস্থিতি এতটাই বেগতিক যে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপিন্স এবং থাইল্যান্ডের মতো দেশগুলো পেট্রোল-ডিজেল ব্যবহারের ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে এবং কিছু ক্ষেত্রে রেশনিং ব্যবস্থাও চালু করেছে। জ্বালানির দাম বৃদ্ধির জন্য দায়ী ভূরাজনৈতিক কিছু ঘটনা। যেমন, চিন-আমেরিকার সাম্প্রতিক বৈঠক ফলপ্রসূ হয়নি এবং ইরান ও আমেরিকার মধ্যে কোনও শান্তি চুক্তির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। রাশিয়া ও ইরানের ওপর আমেরিকার তেল রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা এখনও বহাল রয়েছে। ওদিকে ইরান মুখে হরমুজ প্রণালী দিয়ে সব তেলবাহী জাহাজ চলাচলের অনুমতি দেওয়ার কথা বললেও, বাস্তবে তার উল্টো ঘটছে এবং সম্প্রতি একটি ভারতীয় তেলবাহী জাহাজও ইরানের গোলায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে।

জ্বালানি তেলের দাম আকাশছোঁয়া

জ্বালানি তেলের এই আকাশছোঁয়া দাম ভারতের অর্থনীতিতে গভীর ক্ষত তৈরি করছে। ভারতে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম সামান্য বৃদ্ধি করা হলেও, তা দিয়ে সরকার বা তেল বিপণন সংস্থাগুলোর বিপুল ক্ষতি আটকানো সম্ভব কিনা, তা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে। তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে ডাউনস্ট্রিম তেল কোম্পানিগুলো ক্রমাগত লোকসান গুনছে। এদিকে ভারতের ডব্লিউপিআই মূল্যবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৮.৩ শতাংশে, যা বিগত ৩৬ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সিপিআই মূল্যবৃদ্ধি' হয়েছে ৩.৮৭শতাংশ। এই অর্থনৈতিক সংকটের মাঝেই শুক্রবার মার্কিন ডলারের সাপেক্ষে ভারতীয় টাকার মূল্য সর্বকালীন নিম্নস্তর স্পর্শ করেছে, যা প্রতি ডলারে ৯৬.১৪ টাকা। এই পরিস্থিতিতে এফআইআই'রা কেবল মে মাসেই ২৪,৬৫৫.৮২ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করে বাজার থেকে চলে গিয়েছে।

ভারতের যে সমস্ত সেক্টর ক্রুড অয়েল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল, তারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর মধ্যে সার, পেট্রোকেমিক্যালস, প্লাস্টিক, টায়ার, পেইন্টস, বিমান পরিবহণ এবং অটোমোবাইল সেক্টর অন্যতম। বাজারে এই পতনের পেছনে আরেকটি বড় কারণ হল বিভিন্ন নামী কোম্পানির হতাশাজনক মার্চ কোয়ার্টারের ফলাফল। যে কোম্পানিগুলোর শেয়ার চড়া মূল্যে ট্রেড করছিল কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী ফল করতে পারেনি, তারাই সবচেয়ে বেশি মুখ থুবড়ে পড়েছে। যেমন, কেইনস টেকনোলজি বিগত এক সপ্তাহেই ২৭.৪১ শতাংশ পতন দেখেছে এবং শুক্রবার ৫২ সপ্তাহের সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে গিয়েছে। এছাড়া এসবিআই লাইফ, উইপ্রো, নিউজেন সফটওয়্যার, এইচডিএফসি এএমসি, কোচিন শিপইয়ার্ড, আইডিবিআই, টাটা পাওয়ার,এবং রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের মতো বড় কোম্পানিগুলোও ভালো ফল করতে পারেনি। অ্যাপোলো টায়ারস, কেফিন টেকনোলজি এবং ইউনাইটেড ব্রেওরিজের মতো শেয়ারগুলির দাম ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছোঁয়। এবছর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আইটি সেক্টর।

জ্বালানি তেলের এই অনিয়ন্ত্রিত দাম বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়তে চলেছে সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর ওপর। মূল্যবৃদ্ধি যদি সম্পূর্ণ হাতের বাইরে চলে যায়, তবে তা কঠোর হাতে দমন করতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক সুদের হার বৃদ্ধি করলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। যদি ঋণের ওপর সুদের হার বৃদ্ধি পায়, তবে ফিন্যান্সিয়াল কোম্পানি, রিয়েল এস্টেট, ক্যাপিটাল গুডস, এফএমসিজি এবং অটোমোবাইলের মতো গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরগুলো আগামী দিনে আরও তীব্র আর্থিক চাপের মুখে পড়তে পারে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন।

লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

অশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে ফের সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে সংশোধন হল। এদেশও সেই প্রভাব এড়াতে পারেনি। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৭৫৩২৭.৯৯ এবং ২৩৬৪৩.৫০ পয়েন্টে। দুই সূচক খুইয়েছে যথাক্রমে ২০৯০.২ এবং ৫১২.৬৫ পয়েন্ট। সপ্তাহের শেষ দুই লেনদেনের দিনে ঘুরে না দাঁড়ালে আরও তলিয়ে যেত এই দুই সূচক। বিশ্ব বাজারের পরিস্থিতি ধীরে ধীরে ইতিবাচক হচ্ছে। আগামী সপ্তাহে সেই প্রভাব ভারতীয় শেয়ার বাজারকেও ঊর্ধ্বমুখী করতে পারে। তবে এখনও সতর্ক থাকতে হবে। যে কোনও নেতিবাচক ইস্যুতে ফের সংশোধন হতে পারে। ধৈর্য এবং সঠিক সিদ্ধান্তই বর্তমান সময়ে লগ্নিকারীদের বড় লোকসানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

শেয়ার বাজারের বর্তমান সংশোধনে সব থেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ। দুই দেশের শান্তি আলোচনা ভেস্তে যেতেই অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলার পেরিয়েছে। জ্বালানি তেলের দাম ৮০-৯০ ডলারে না ফিরলে শেয়ার বাজারে অস্থিরতা চলবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে চিনের প্রেসিডেন্টের বৈঠক আগামী দিনে ইরান-আমেরিকার মধ্যে শান্তি আলোচনা ফের শুরু করতে পারে। এই মুহূর্তে এমন আশাই শেয়ার বাজারকে বড় পতন থেকে রক্ষা করেছে। এছাড়াও ডলারের সাপেক্ষে টাকার পতন, বিদেশি লগ্নি সরে যাওয়া, মূল্যবৃদ্ধির হার বাড়ার আশঙ্কা, প্রথম সারির বেশ কয়েকটি সংস্থার হতাশাজনক ফল শেয়ার বাজারের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে।

সপ্তাহের শেষে ভারতীয় শেয়ার বাজারের ঘুরে দাঁড়ানোয় মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারের উত্থান, তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির শেয়ারদরে উত্থান, বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির ক্রেতার ভূমিকায় নামা, টাটা মোটরস প্যাসেঞ্জার ভেহিকল-এর ভালো ফল ইত্যাদি বিষয়গুলি। আগামী সপ্তাহেও এই ইতিবাচক প্রভাব বজায় থাকতে পারে। এই বিষয়টি বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। লগ্নির প্রাথমিক বিষয়গুলিতে বাড়তি নজর দিতে হবে। গুণগত মানে ভালো শেয়ার নির্বাচন করে তাতে ধাপে ধাপে লগ্নি করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদে লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। দৈনন্দিন কেনাবেচা থেকে বিরত থাকতে হবে।

অন্যদিকে সোনা-রুপোর দাম ফের ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। এই দুই মূল্যবান ধাতুতে আমদানি শুল্ক বাড়ানোয় দাম এক ধাক্কায় অনেকটাই বেড়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সোনা কম কেনার আর্জিও এই শিল্পে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। এই মুহূর্তে সোনা-রুপোয় লগ্নি না করাই শ্রেয়।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **ভারতী এয়ারটেল :** বর্তমান মূল্য-১৯০৫.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২১৭৪/১৭৪০, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-১৭৬০-১৮১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১০৫১৬৫, টার্গেট-২০০০।

■ **সিপলা :** বর্তমান মূল্য-১৪৩২.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬৭৩/১১৬৬, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১২৭০-১৩২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৫৬৮২, টার্গেট-১৬৮০।

■ **ইউবিএল :** বর্তমান মূল্য-১৩৬৭.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২১৩৫/১৩৬০, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-১৩০০-১৩৪০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৬১৬৫, টার্গেট-১৬৭৫।

■ **সানটেক রিয়েলিটি :** বর্তমান মূল্য-৩১৮.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৭৯/২৭১, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-২৮০-৩০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৬৬৯, টার্গেট-৪৮০।

■ **টিএমপিভি :** বর্তমান মূল্য-৩৫৬.৫৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৪৬/২৯৪, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৩২৫-৩৪৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩১২৯৭, টার্গেট-৪২৫।

■ **হিরো মোটোকর্প :** বর্তমান মূল্য-৫০৬৪.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৩৮৮/৪১৫৮, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৪৯৫০-৫০০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০১৩৩৭, টার্গেট-৬৩০০।

■ **এনএমডিসি :** বর্তমান মূল্য-৯১.৪১, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৯৪/৬৭, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৮০-৮৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮০৩৬৬, টার্গেট-১০৫।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। কোনওরকম লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

দক্ষিণ শান্তিনগর প্রাথমিক স্কুলের প্রথম শ্রেণির পড়ুয়া দিশা দাস আবৃত্তি এবং নাচে পারদর্শী।

অবৈধ দোকান আর নেই

ইসলামপুর, ১৬ মে: ইসলামপুর থানার সামনে বেআইনিভাবে গড়ে উঠেছিল একাধিক দোকান। শনিবার পুলিশের নির্দেশে সমস্ত অস্থায়ী দোকান ব্যবসায়ীরা নিজেরাই সরিয়ে ফেলেন। রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণের পরও শহরের আধুনিক ফুটপাথ দখল করে হকাররা ব্যবসা শুরু করেছিলেন। শহরের অন্য জবরদখল নিয়ে কর্তৃপক্ষ কী ভাবছে তা নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। এদিন দোকান সরাতে গিয়ে রোজগার হারানোর উদ্বেগে কান্নায় ভেঙে পড়েন হকারদের একাংশ। যদিও পুলিশ প্রশাসনের নির্দেশ মেনে দোকানপাট সরিয়ে নিতে দেখা গেল দোকানদারদের।

ঝান্ডা বিতর্ক

ইসলামপুর, ১৬ মে: ইসলামপুর পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে আই লাভ মিলনপল্লি সরকারি ল্যান্ডমার্কের উপর বিজেপির ঝান্ডা লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। তবে বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বর অভিযোগ, রাজ্যে বিজেপি সরকারে আসার পর তৃণমূলেরই লোকজন এখন বিজেপির হয়ে এইসব কাজ করছে। কিন্তু দলের নির্দেশ মেনে শনিবার ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা বিজেপির জেলা সহ সভাপতি শিউলি চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সেই ল্যান্ডমার্কের উপর থেকে বিজেপির দলীয় পতাকাগুলি সরিয়ে নিয়েছেন কর্মীরা। উল্লেখ্য, এই ওয়ার্ডে তৃণমূল ক্ষমতায় রয়েছে।

মন্দিরে চুরি

ইসলামপুর, ১৬ মে : শনিবার ভোররাতে ইসলামপুর থানার রাধারগছ ঠাকুরবাড়ি এলাকার কালী মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিন সকালে এলাকার মানুষ বিষয়টি জানতে পারেন। পেশায় শিক্ষক সঞ্জয় ঠাকুর বলেন, 'এই নিয়ে দ্বিতীয়বার মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটল। পুলিশকে আমরা বিষয়টি জানিয়েছি। বারবার দুষ্কৃতীরা মন্দিরে চুরি করার সাহস পাওয়ায় আমরা উদ্বিগ্ন।' জানা গিয়েছে, দুষ্কৃতীরা মূল্যবান রুপোর পুজোর সামগ্রী সহ দানবাক্স নিয়ে চম্পট দিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

এখনও রেফার রোগ শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে

বিশেষজ্ঞ শূন্য তিন বিভাগ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৬মে: হায়দরপাড়ার প্রবীণ কার্তিক বিশ্বাসকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল শনিবার দুপুরে। কার্তিকের ছেলে বলছিলেন, 'বাবার ভীষণ সমস্যা। কিন্তু এখানে তো নেফ্রোর চিকিৎসক নেই। তাই মেডিকেলে রেফার করে দেওয়া হল। আমাদের বাড়ি থেকে মেডিকেলের দূরত্ব অনেকটাই, যাতায়াতের সমস্যা রয়েছে। হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা হলে সুবিধা হত।'

রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে রেফার রোগ সারাতে শুক্রবার কড়া দাওয়াই দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বলা হয়েছে, একান্তই চিকিৎসা ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলে যেখানে স্থানান্তরিত করা হবে, সেখানে যেন আগে থেকে বেড ফাঁকা থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। অথচ জেলা হাসপাতাল থেকে রোগীদের রেফার করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে, যেখানে বছরের অধিকাংশেরও বেশি সময় শয্যা ফাঁকা পাওয়া যায় না। মেঝেতে শুয়ে চিকিৎসা নিতে হয় বহু মানুষকে।

এদিকে, জেলা হাসপাতাল হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে নিউরো, কার্ডিও এবং নেফ্রো বিভাগে একজনও চিকিৎসক নেই। এই সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে এলে রোগীদের হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগ থেকে সরাসরি মেডিকেলে স্থানান্তরিত করে দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, অভিযোগ, কোনও গর্ভবতীর মধ্যে জটিল সমস্যা দেখা দিলে বা দুর্ঘটনায় চোট গুরুতর হলে রেফার করে দেওয়া হয় অনায়াসে।

শনিবার গিয়ে দেখা গেল, ডায়ালিসিস চলছে বেশ কয়েকজনের।

কারও পরিস্থিতির আচমকা অবনতি হলে কীভাবে সামলাবেন?

টেকনিসিয়ান হেসে জবাব দিলেন, 'আইসিইউ-তে ভর্তি করা ছাড়া তো উপায় নেই দাদা।'

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে স্ট্রেচার টানছেন পরিজন। শনিবার। –সংবাদচিত্র

- বর্তমানে নিউরো, কার্ডিও এবং নেফ্রো বিভাগে একজনও চিকিৎসক নেই
- অভিযোগ, গর্ভবতীদের মধ্যে জটিল সমস্যা দেখা দিলে বা দুর্ঘটনায় চোট গুরুতর হলেও রেফার করে দেওয়া হয় মাঝেমধ্যে
- জেলা হাসপাতাল থেকে রোগীদের রেফার করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে
- অথচ মেডিকেলে বছরের অধিকাংশেরও বেশি সময় শয্যা ফাঁকা পাওয়া যায় না

> **নিউরো, কার্ডিও এবং নেফ্রো বিভাগের চিকিৎসক চেয়ে রাজ্যের কাছে প্রস্তাব রাখা হবে।**
>
> **তুলসী প্রামাণিক**
> **সিএমওএইচ**

মুখ্যমন্ত্রীর বার্তার পর অবশ্য তৎপরতা বেড়েছে জেলা হাসপাতালে। নিউরো, কার্ডিও সমস্যা নিয়ে আসা রোগীদের জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর 'টেলি কনসালটেশন' চালুর ব্যাপারে উদ্যোগ নিচ্ছে। নতুন সরকারের নির্দেশিকার পর এদিন তড়িঘড়ি জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ও শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সুপারকে নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তুলসী বলছেন, 'টেলি কনসালটেশন চালু হলে মেডিকেলে রেফার না করে যাতে হাসপাতালে রেখেই নিউরো এবং কার্ডিও'র চিকিৎসা করানো যায়, সেই চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে হাসপাতালের চিকিৎসকরা মেডিকেলের সংশ্লিষ্ট বিভাগের চিকিৎসকদের থেকে পরামর্শ নেবেন।'

সিএমওএইচ-এর দাবি, 'আগের তুলনায় হাসপাতাল থেকে মেডিকেলে রেফার কম করা হয়। তবু টেলি কনসালটেশন দ্রুত চালু হলে আরও কমানো সম্ভব হবে। পরবর্তীতে নিউরো, কার্ডিও এবং নেফ্রো বিভাগের চিকিৎসক চেয়ে রাজ্যের কাছে প্রস্তাব রাখা হবে।' এদিন হাসপাতাল চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা এক অ্যাম্বুল্যান্সচালক নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলেন, 'অনেকেই আর বাড়ির লোকজনকে হাসপাতালে আনতে চান না। কারণ, তাঁরা ধরেই নিয়েছেন, বড় সমস্যা নিয়ে এলে মেডিকেলে পাঠিয়ে দেবে। তাই, যাঁদের নার্সিংহোমে চিকিৎসা করানোর সাধ্য নেই, তাঁরা সরাসরি ওখানে চলে যান।'

প্রেমের সম্পর্কে প্রতারণা

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : শিলিগুড়ি আসার সময় ট্রেনে পরিচয়। সেই পরিচয়ই গড়ায় প্রেমের সম্পর্কে। তরুণীর অভিযোগ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার তাঁর সঙ্গে সহবাস করেন তরুণ। এমনকি, লক্ষাধিক টাকা, গয়না হাতিয়ে নেন তিনি। এরপর অসৎ উদ্দেশ্য ধরতে পেরে নিজের মায়ের গয়না ফেরত চাইতেই প্রকাশ পায় আসল রূপ। তরুণীর দাবি, একদা প্রেমিকই এখন বিপদের আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

অভিযোগকারী তরুণীর কথায়, 'টাকা আর মায়ের গয়না ফেরত চাইতেই আমাকে হুমকি দেওয়া হয়। এমনকি, ওঁর পেছনে রাজনৈতিক মদত রয়েছে বলেও হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন।' ঘটনায় গত মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহিলা থানার দ্বারস্থ হন তরুণী। যদিও পুলিশি ভূমিকায় সন্তুষ্ট নন বলে জানিয়েছেন তরুণী ও তাঁর আইনজীবী।

তরুণীর আইনজীবী সোমনাথ সাহার বক্তব্য, 'অভিযুক্তকে খুঁজতে শুক্রবার রাতে পুলিশ তাঁর বাড়িতে পৌঁছায়। তবে তরুণ পালিয়ে গিয়েছেন। মঙ্গলবার অভিযোগ দায়ের করার পরে পদক্ষেপ করতে কেন এত সময় লেগে গেল?' শনিবার অভিযুক্তের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ফোন করা হলে অন্য এক তরুণ সেই ফোন ধরেন। তিনি নিজেকে অভিযুক্তের ভাই বলে পরিচয় দেন। তাঁর বক্তব্য, 'দাদা এখন নেই। এসব বিষয়ে দাদাই বলতে পারবেন। পরে ওর সঙ্গে কথা বলাচ্ছি।' যদিও পরে ফোন করা হলে আর কেউ ফোন ধরেননি।

অভিযোগকারীর কথায়, 'সম্পর্কের সুযোগে ২০২৪ সাল থেকে আমার থেকে টাকা নিতে শুরু করেন ওই তরুণ। সবমিলিয়ে, ১২ লক্ষ ২৬ হাজার ৬০০ টাকা ব্যাংক ট্রান্সফার করেছি। ক্রেডিট কার্ড থেকে ৬ লক্ষ টাকার কেনাকাটাও করেছেন তিনি। এছাড়া মায়ের আড়াই লক্ষ টাকার গয়নাও ওই তরুণকে দিয়ে ফেলেছি।' তরুণীর আইনজীবী আরও বলেন, 'পুলিশ কী পদক্ষেপ করে, সেদিকে আমরা তাকিয়ে রয়েছি।' ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মহিলা থানার পুলিশ।

অত্যাধুনিক ট্রুবিম প্রযুক্তির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কর্মকর্তা ও অতিথিরা।

ক্যানসার চিকিৎসায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : অত্যাধুনিক ট্রুবিম প্রযুক্তির উদ্বোধন হল রাঙ্গাপানির মণিপাল হসপিটাল কমপ্রিহেন্সিভ ক্যানসার কেয়ার সেন্টারে। আনুষ্ঠানিকভাবে এই রেডিয়েশন থেরাপি সিস্টেমের উদ্বোধন করা হল মাল্লাগুড়ির এক হোটেলে। শনিবার এই মেশিনের উদ্বোধন হলেও গত ১১ অক্টোবর থেকেই এই মেশিনে রোগীর চিকিৎসা শুরু হয়েছিল। পুরোনো মেশিনে রেডিয়েশনে যে খামতি ছিল সেগুলো পূরণ করে আরও নির্ভুল, দ্রুত এবং লক্ষ্যভিত্তিক রেডিয়েশন থেরাপি সহজলভ্য হবে।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের রাঘবানন্দজি মহারাজ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডাঃ স্বপ্নেন্দু বসু, ডাঃ মণীশ গোস্বামী, ডাঃ সৌরভ গুহ সহ আরও অনেকে।

ডাঃ স্বপ্নেন্দু বসু বলেন, 'এটা একটা রেডিয়েশন মেশিন। ২০২৫-এ সারাবছরই আমাদের এটা নিয়ে কাজ চলেছে। অক্টোবর মাস থেকে রোগীর চিকিৎসা শুরু হয় এই মেশিনে। আজ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হল। পুরোনো মেশিনে খামতিগুলো থেকে গিয়েছিল যার ফলে কিছু কিছু রোগীকে রেফার করতে হত অন্য কোথাও। এই প্রযুক্তিতে প্রায় ৯৯ শতাংশ রোগীর রেডিয়েশন চিকিৎসা আমরা করতে পারব, রেফার করার প্রয়োজন হবে না।'

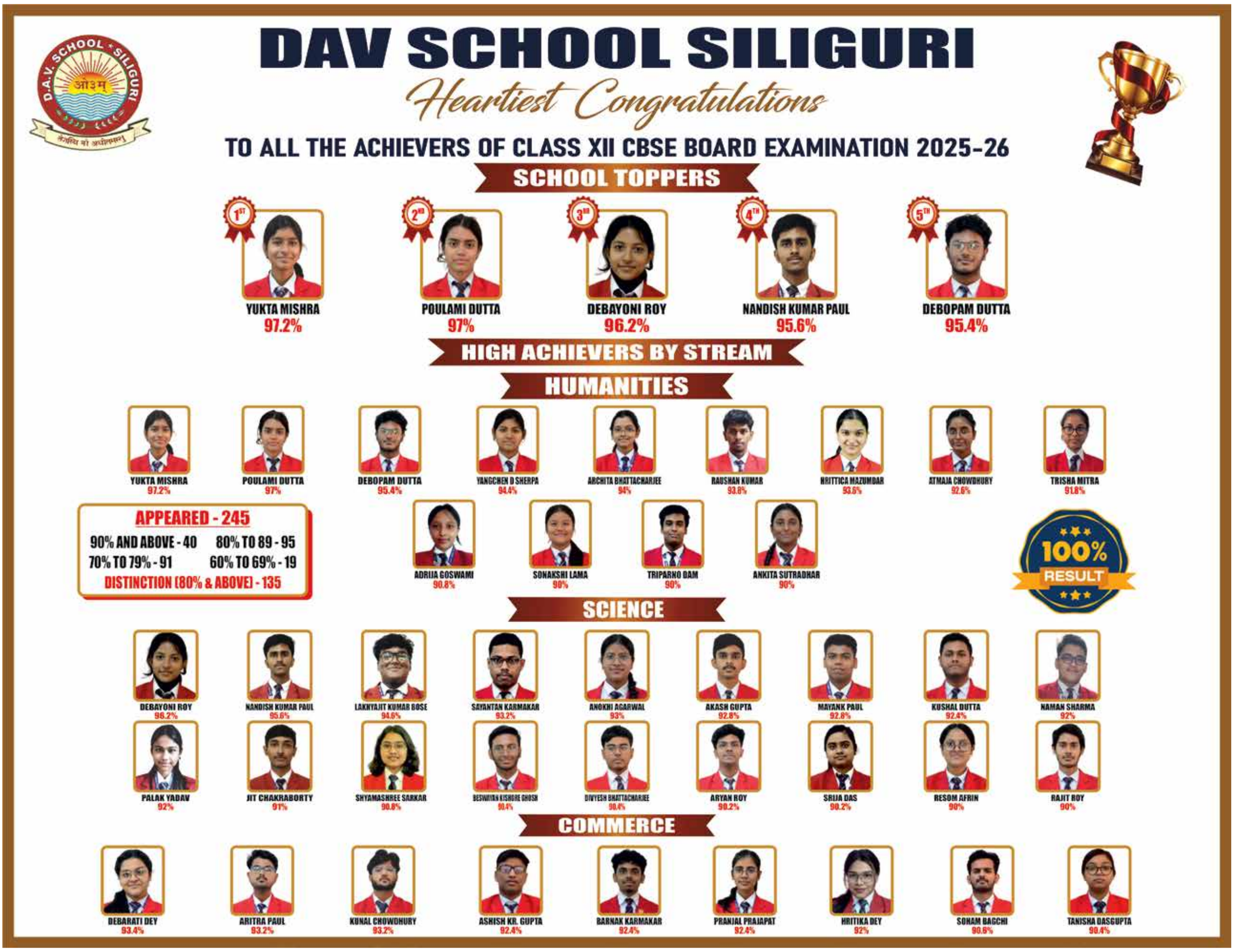

পৃথিবীর সবচেয়ে গরম জায়গা

ইথিওপিয়ার ডানাকিল ডিপ্রেশন হল পৃথিবীর সবচেয়ে উষ্ণ এবং রুক্ষ জায়গাগুলোর অন্যতম। এখানকার তাপমাত্রা সবসময় পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে থাকে। এখানে কোনও সাধারণ জলাশয় নেই, আছে নিয়ন হলুদ আর সবুজ রঙের বিশাল সব গরম অ্যাসিডের হ্রদ। মাটির নীচ থেকে বের হওয়া সালফার এবং অন্যান্য খনিজের কারণে পুরো এলাকা বিষাক্ত গ্যাসে ঢাকা থাকে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে এটি কোনও ভিনগ্রহের রুক্ষ প্রান্তর। এত ভয়ংকর পরিবেশ হওয়া সত্ত্বেও এখানে কিছু অণুজীব দিব্যি বেঁচে আছে, যা বিজ্ঞানীদের অবাক করে।

বহুরূপী এক সামুদ্রিক প্রাণী

গিরগিটি রং বদলাতে পারে, কিন্তু মিমিক অক্টোপাস নামের এই সামুদ্রিক প্রাণীটি কেবল রং নয়, নিজের আকার বদলে অন্য প্রাণীর রূপ নিতে পারে। ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে পাওয়া এই অক্টোপাস বিপদে পড়লে বিষাক্ত সামুদ্রিক সাপ, লায়নফিশ, ফ্ল্যাটফিশ বা জেলিফিশের মতো চেহারা এবং সাঁতারের ভঙ্গি নকল করতে পারে। সে বুঝতে পারে কোন শিকারির সামনে কোন বিষাক্ত প্রাণীর রূপ ধরলে সে ভয় পাবে। প্রাণীজগতের মধ্যে এতগুলো ভিন্ন প্রাণীর নিখুঁত অভিনয় করার ক্ষমতা আর কোনও প্রাণীর নেই। এরা যেন সমুদ্রের তলার আসল জাদুকর।

জাপানের জলের তলার শহর

জাপানের ইয়োনাগুনি দ্বীপের উপকূলে সমুদ্রের নীচে এক বিশাল পাথুরে কাঠামো রয়েছে। আশির দশকে ডুবুরিরা প্রথম এটি আবিষ্কার করেন। এই কাঠামোর গায়ে নিখুঁত সিঁড়ি, মসৃণ দেওয়াল এবং বিশাল স্তম্ভ রয়েছে। অনেকেই মনে করেন এটি আটলান্টিসের মতো কোনও হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন সভ্যতার শহর, যা দশ হাজার বছর আগে ভূমিকম্পে সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছিল। তবে অনেক বিজ্ঞানীর মতে, এটি কোনও মানুষের তৈরি শহর নয়, বরং প্রবল সমুদ্রস্রোত এবং ভূমিকম্পের ফলে প্রাকৃতিকভাবেই পাথর ভেঙে এমন নিখুঁত জ্যামিতিক আকার নিয়েছে। এর আসল সত্যি আজও অজানা।

সমুদ্রের তলার রহস্যময় শব্দ

উনিশশো সাতানব্বই সালে প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে এমন এক প্রচণ্ড জোরে শব্দ রেকর্ড করা হয়, যা হাজার হাজার কিলোমিটার দূর থেকেও শোনা গিয়েছিল। বিজ্ঞানীরা এর নাম দেন ব্লুপ। এই শব্দ এতটাই জোরালো ছিল যে প্রথমে মনে করা হয়েছিল এটি হয়তো নীল তিমির চেয়েও কয়েক গুণ বড় কোনও সামুদ্রিক দানবের ডাক। বহু বছর ধরে এই ব্লুপ নিয়ে নানা জল্পনা আর সিনেমা তৈরি হয়। পরে আধুনিক গবেষণায় জানা যায়, এটি কোনও দানবের ডাক নয়, বরং অ্যান্টার্কটিকার বিশাল বরফের চাঁই ভেঙে পড়ার প্রচণ্ড আওয়াজ ছিল।

অনুকূল আবহাওয়ায় এপ্রিলে বৃদ্ধি ৪৬.৫ শতাংশ

বাড়ল চায়ের উৎপাদন

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৬ মে : মাসের প্রথম দিকে পরিস্থিতি তেমন অনুকূল ছিল না। তবে মাঝামাঝি থেকে আবহাওয়া বদলাতে থাকে। রাতে বৃষ্টি আবার দিনে ঝলমলে রোদ। একদম আকাঙ্ক্ষিত পরিবেশে বেশ কিছুদিনের সুপ্তাবস্থা কেটে গিয়ে নতুন কুঁড়ি আসার কাজটিও শুরু হয় পুরোদমে। এর নিট ফল ডুয়ার্সের বাগানে চলতি বছরের এপ্রিল মাসের উৎপাদন গতবারের এপ্রিলের থেকে এক ধাক্কায় গড়ে ৪৬.৫ শতাংশ বাড়ল। চা গবেষণা সংস্থার (টিআরএ) নাগরাকাটা শাখার তরফে সদ্য জারি করা একটি রিপোর্টে ডুয়ার্সের চা আবাদি এলাকার ৭টি সাব-ডিস্ট্রিক্টের বাগানগুলি মিলিয়ে ওই পরিসংখ্যান। এবারের মরশুমে এখনও পর্যন্ত ডুয়ার্সে মোট উৎপাদন বেড়েছে ৩২.৩ শতাংশ। টিআরএ'র নাগরাকাটা শাখার ইনচার্জ ডঃ তৃণা মণ্ডল বলেন, 'রাতের বৃষ্টি ও দিনের রোদ। এপ্রিলের সেকেন্ড ফ্লাশের উৎপাদন বাড়ার কারণ মূলত এটাই।'

টিআরএ'র রিপোর্ট অনুযায়ী এপ্রিলে বাগান ভেদে ১০-১৬ দিন বৃষ্টি হয়েছে। মোট বৃষ্টির পরিমাণ ছিল ১৬৭.৯ মিলিমিটার। যদিও তা ২০২৫-এর তুলনায় কম। সেবার এপ্রিলে বৃষ্টি হয়েছিল ২২৫.৫ মিলিমিটার। সংস্থার চা বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, পরিমাণ কম থাকলেও বৃষ্টিপাতের বণ্টন ছিল সুষম। ফলে এর লাভ কমবেশি সব বাগানই পেয়েছে। দীর্ঘকালীন গড় বৃষ্টিপাত ১৪৮.৮ মিলিমিটারের থেকে এবারের এপ্রিলের বৃষ্টি যে বেশি ছিল তা বলাই বাহুল্য। টিআরএ'র আওতাধীন যে ৭টি সাব-ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে তার মধ্যে উৎপাদন সবচেয়ে বেড়েছে জয়ন্তী এলাকায় (৯৩.১ শতাংশ)। এরপরই রয়েছে বিন্নাগুড়ি এলাকা (৭৪.৯ শতাংশ)। ডামডিম সাব-ডিস্ট্রিক্টে উৎপাদন বেড়ে যাওয়ার পরিমাণ ৪০.৩ শতাংশ। কালচিনি সাব-ডিস্ট্রিক্টে ৩৮ শতাংশ, চুলসা সাব-ডিস্ট্রিক্টে ৩৬.২ শতাংশ ও নাগরাকাটা সাব-ডিস্ট্রিক্টে ২২.৫ শতাংশ উৎপাদন বেড়েছে। সুষম বণ্টনের বৃষ্টি ফ্যাক্টরের পাশাপাশি চা গাছের বাষ্পমোচনের হার ২০২৫-এর এপ্রিলের তুলনায় এবার ২১.১ শতাংশ কম ছিল। এটাও নতুন কুঁড়ি আসার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (আইটিপিএ)-এর ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মা বলেন, 'মোটের ওপর আশাব্যঞ্জক ছবি। সবকিছু এমনই ঠিকঠাক থাকলে মে মাসের উৎপাদনও ভালো হবে বলে আশা করছি।' জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তীর কথায়, 'প্রকৃতি সহায় থাকায় কাঁচা পাতা পর্যাপ্ত মিললেও দাম কিন্তু মিলছে না। কিলোপ্রতি এখন ক্ষুদ্র চা চাষিরা ১৪-১৫ টাকা দরে পাতা বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই বিষয়টিই এখন উদ্বেগের বড় কারণ।'

সংশ্লিষ্ট সূত্রেই জানা গিয়েছে, এসবের মধ্যে অবশ্য মে মাসে মৃদুমন্দ আবহাওয়ার পরিবর্তে গরম চড়চড়িয়ে বাড়তে শুরু করতেই বিভিন্ন রোগপোকার প্রকোপও শুরু হয়ে গিয়েছে কিছু বাগানে। সেই তালিকায় আতঙ্কের অন্য নাম 'লুপার'-এর মতো পোকা ছাড়াও রয়েছে থ্রিপস, গ্রিন ফ্লাই, রেড স্পাইডার-এর মতো পোকামাকড়। কয়েকটি বাগান থেকে রেড ডাস্ট, ফিউসেরিয়াম ডাই ব্যাক, গ্রে লিফ ব্লাইট-এর মতো রোগ ছড়ানোর খবরও মিলতে শুরু করেছে।

কাঁচা পাতা তুলে ট্রাক্টরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শনিবার গ্রাসমোড় চা বাগানে।

■ রাতে বৃষ্টি ও দিনে রোদ-এর সুষম বণ্টনের কারণে এপ্রিল মাসের উৎপাদন গত বছরের তুলনায় গড়ে ৪৬.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে

■ সামগ্রিকভাবে চলতি মরশুমে উৎপাদন বেড়েছে ৩২.৩ শতাংশ, এর মধ্যে জয়ন্তী সাব-ডিস্ট্রিক্টে সর্বোচ্চ ৯৩.১ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি রেকর্ড হয়েছে

■ প্রকৃতি সহায় থাকায় কাঁচা পাতার উৎপাদন পর্যাপ্ত হলেও বাজারে সঠিক দাম পাচ্ছেন না ক্ষুদ্র চা চাষিরা

এআই চালিত ব্যাংকের শাখা

গুয়াহাটি, ১৬ মে : দেশের প্রথম এআইচালিত ব্যাংকের শাখা চালু হল অসমের রাজধানী গুয়াহাটিতে। শুক্রবার স্লাইস ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গোষ্ঠীর এই শাখার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক সিংহল, সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও রাজন বাজাজ, এনপিসিআই-এর সিইও দিলীপ আসবে সহ অন্যরা।

সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, হাতেকলমে কাজের পাশাপাশি ডিজিটাল ব্যাংকিং এবং নতুন এআই পদ্ধতির রূপায়ণ করা হবে এই শাখায়। কিউআর কোডের মাধ্যমে চটজলদি অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে। হিমন্ত বলেন, 'অসমের ডিজিটাল ট্রান্সফর্মেশনের যাত্রাপথে এটি একটি মাইলফলক।'

রাস্তা হস্তান্তর

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : সেবক সেনাছাউনি থেকে করোনেশন সেতু, কালিম্পং হয়ে সিকিম সীমান্ত পর্যন্ত ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ৬৬ কিলোমিটার রাস্তা জাতীয় সংস্থা ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের (এনএইচআইডিসিএল) হাতে দেওয়া নিয়ে রাজ্য সরকার নতুন করে বিজ্ঞপ্তি দিল। এরইসঙ্গে বিজ্ঞপ্তিতে দার্জিলিং মোড় থেকে কার্সিয়াং হয়ে দার্জিলিং পর্যন্ত ১১০ নম্বর জাতীয় সড়কও এনএইচআইডিসিএলকে হস্তান্তরের কথা বলা হয়েছে। যদিও এই দুটি রাস্তা কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রক অনেক আগেই এনএইচআইডিসিএলকে হস্তান্তর করেছে। দায়িত্ব নেওয়ার পর ওই জাতীয় সংস্থা দুটি রাস্তারই সংস্কার এবং সম্প্রসারণের কাজও শুরু করেছে। হাসিমারা থেকে জয়গাঁর ভুটান সীমান্ত পর্যন্ত ৩১৭(এ) জাতীয় সড়কও এই বিজ্ঞপ্তিতে এনএইচআইডিসিএলের হাতে দেওয়া হয়েছে।

১৫ বছরের ফাইল খুলবেন নিশীথ

প্রথম পাতার পর

যেমন, কোচবিহারে বাম আমলে তৈরি রবীন্দ্র ভবনের সংস্কারের জন্য এই আমলে আট কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।' এব্যাপারে কথা বলতে প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ'র সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সম্ভব হয়নি।

যদিও, বারবার প্রশ্ন করা সত্ত্বেও তৃণমূল কংগ্রেস আমলের এই দপ্তরের মন্ত্রীদের নাম একবারের জন্যও মুখে আনেননি মাথাভাঙ্গার বিধায়ক। শুধু বলেছেন, 'গত ১৫ বছরে দপ্তরের মাধ্যমে অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ হয়েছে। প্রত্যেকটি খতিয়ে দেখা হবে। যে এজেন্সিগুলি নিম্নমানের কাজ করেছে, তাদের কালো তালিকাভুক্ত করা হবে।' নিশীথের অভিযোগ, 'বহু কাজ শুধুমাত্র কাগজ-কলমে হয়েছে, বাস্তবে হয়নি।'

এদিন বিমানবন্দরে উপরাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানানোর পর সটান চলে আসেন উত্তরকন্যায়। দপ্তরের বিশেষ সচিব শামা পারভিন সহ অন্য আমলারা তাঁকে স্বাগত জানান। এরপর আধিকারিক এবং বাস্তুকারদের নিয়ে সরাসরি কনফারেন্স কক্ষে বৈঠকে যোগ দেন। তাঁদের স্পষ্ট বার্তা দেন, উত্তরকন্যায় কোনও দালালরাজ বরদাস্ত করা হবে না। কাজের জায়গায় শুধু কাজ হবে। সমস্ত আধিকারিক-কর্মী নিজের কাজটুকুই করবেন। অন্তর্ঘাতও বরদাস্ত করা হবে না। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর বক্তব্য, 'দপ্তরের আধিকারিকদের বলেছি, উত্তরকন্যায় কোনওভাবে মধ্যস্থতাকারী বা দালাল এবং ঠিকাদারদের ভিড় বরদাস্ত করা হবে না।'

ঘণ্টাদুয়েকের বৈঠকে নিশীথ মূলত কোথায় কতগুলি কী কী কাজ চলছে, আগামীর পরিকল্পনা ও দপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামো সহ নানা বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট নেন। তারপর নিজের ঘরে ফিরে দীর্ঘক্ষণ বিশেষ সচিব সহ একাধিক বাস্তুকারকে নিয়ে আলাদাভাবে কথা বলেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিশীথ প্রথমেই উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ দাগেন। তাঁর বক্তব্য, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গকে সুইৎজারল্যান্ড, পর্যটন হাব বানানোর আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে খুবই সামান্য বরাদ্দ দিয়েছেন। ফলে এখানকার সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব হয়নি।'

নিশীথের দাবি, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার এবার উত্তরের উন্নয়নের জন্য যে পরিমাণ বরাদ্দ প্রয়োজন, সেটাই করবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে এব্যাপারে আশ্বস্তও করেছেন। তৃণমূলের আমলে উত্তরকন্যা তৈরি হলেও বছরে এক-দুটো প্রশাসনিক বৈঠক ছাড়া তেমন কিছুই হত না বলে অভিযোগ বরাবরের। সে প্রসঙ্গে নিশীথের আশ্বাস, 'এই অঞ্চলের আটটি জেলায় গ্রাম থেকে শহরে সমানভাবে উন্নয়ন হবে। মহিলাদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ওপরে জোর দেওয়া হবে। কৃষিপ্রধান এলাকায় কৃষকদের নিয়ে ছোট ছোট ক্লাস্টার তৈরি করে কাজ করবে সরকার।' মাঝেমধ্যে রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকও যেন এখানে হয়, সেই দাবিও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাখবেন বলেও তিনি জানিয়েছেন।

বিরোধীরাও গুরুত্ব পাবেন? উত্তরে মন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে জেলা পরিষদের কাছ থেকে উন্নয়নের প্রস্তাব নেওয়া হবে। শাসক-বিরোধী নির্বিশেষে ৫৪টি বিধানসভা এলাকাতেই যাতে সমানভাবে কাজ হয়, সেটা নিশ্চিত করা হবে।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের পাশাপাশি ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরও নিশীথের হাতে রয়েছে। উত্তরের ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়ন নিয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতি, 'কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকাকালীন এরাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নয়নের চেষ্টা করেছি। কিন্তু রাজ্য সরকার সহযোগিতা করেনি। এবার রাজ্যেও আমাদের সরকার। জেলায় জেলায় স্টেডিয়াম, ইন্ডোর স্টেডিয়াম তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।'

টোল দিতে নারাজ

প্রথম পাতার পর

টোলটি যে চালু হয়েছে সেই রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে চলে গিয়েছে। কেউ টোল না দিলে রাজ্য সেটা মানবে না। যে টোল না দিয়ে চলে যাবে, তাকে ধরতেই হবে। পুলিশ সেই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ করবে।'

শুক্রবার রাতে ট্রাকচালকরা টোলের কর্মীদের সঙ্গে তীব্র বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। এক ট্রাকচালক টোল দেবেন না বলে রাস্তার ওপর গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট টোলের এক কর্মী বলেন, 'ট্রাকচালকরা টোলটিকে অবৈধ বলে দাবি করছেন। তাঁরা সরকারি নির্দেশিকা মানতে চাইছেন না।' এই টোলের কর্মীরা তিনটি শিফটে টাকা আদায়ের কাজ করেন। সমরের দাবি, 'টোলের জন্য প্রতি মাসে আমরা এসজেডিএ-কে ২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা প্রদান করি। কর্মীদের মাইনে দিতে হয়। অন্যান্য খরচ তো রয়েছে। একদিন ঠিক করে টোল না উঠলে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। প্রশাসনিক সহযোগিতা পাওয়ার ক্ষেত্রে নতুন সরকারের ওপর ভরসা রয়েছে।' বর্তমান পরিস্থিতি সরকার কী পদক্ষেপ করে সেদিকেই সংস্থাটির কড়া নজর।

আমন্ত্রণ পাননি সভাপতি, বিতর্ক

নকশালবাড়ি ও বাগডোগরা, ১৬ মে : বিধায়ক হিসাবে নকশালবাড়িতে প্রথম বৈঠকেই বিতর্কে জড়ালেন আনন্দময় বর্মন। শনিবার নকশালবাড়ি বিডিও অফিসের ডোকরা হলে জাতীয় ডেঙ্গি দিবস উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সরকারি অনুষ্ঠান হলেও নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ সভাপতি অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন না। এমনকি অন্য কর্মাধ্যক্ষদেরও এদিন অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি। প্রসঙ্গত, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড এখনও তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে রয়েছে। রাজ্যে পালাবদল হতেই তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধিদের সেভাবে আর বিডিও অফিসে দেখা যাচ্ছে না। যদিও ভোটের পর এদিন ছিল বিডিও অফিসের প্রথম সরকারি অনুষ্ঠান। এর আগে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান থেকে সভাপতি বিভিন্ন কর্মাধ্যক্ষকে অনুষ্ঠানে দেখা গেলেও বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের দেখা যেত না। এমনকি অনেক সময় তাঁদের আমন্ত্রণ না জানানোরও অভিযোগ উঠত। এবার তার উলটপুরাণ।

নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তৃণমূল কংগ্রেসের আনন্দ ঘোষ বলেছেন, 'আজ বিডিও অফিসে সরকারি অনুষ্ঠানের বিষয়ে আমাকে কেউ জানাননি। বিডিও আমাকে এই বিষয়ে কিছুই জানাননি।' পালটা বিডিও বলেন, 'যে নিয়মে প্রতিটি মিটিংয়ে ডাকা হয়, সেভাবে সকলকেই ডাকা হয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে মেসেজ করা হয়েছে। এলাকার সব প্রধান, কর্মাধ্যক্ষ, জনপ্রতিনিধিরা সেখানে রয়েছেন। আলাদা করে কাউকে ফোন করা হয়নি। যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। এর আগেও মিটিং করা হত। কিন্তু সবাই আসতেন না।'

নকশালবাড়ি ব্লকের ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত গ্রামীণ সম্পদ কর্মী, ভেক্টর বর্ন ডিজিজ কন্ট্রোল কর্মী, ভেক্টর কন্ট্রোল টিম, ভেক্টর সারভেলান্স টিম, আশাকর্মীদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ, জয়েন্ট বিডিও যাদব রায়, নকশালবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কুন্তল ঘোষ। প্রধান অতিথি নকশালবাড়ি-মাটিগাড়ার নবনির্বাচিত বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বিজেপি কর্মীদের নিয়ে ডোকরা হলের অনুষ্ঠানে হাজির হন।

এদিন মিটিং শুরু হতেই বিতর্কে জড়ান বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। ডোকরা হলের সরকারি মঞ্চে বিধায়কের সঙ্গে বসে পড়েন এলাকার বিজেপির কর্মীরা। বিডিও, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক, বিধায়কের সঙ্গে একই সারিতে দেখা যায় বিজেপির অন্য নেতা-কর্মীদের। ভুল বুঝতে পেরেই বিধায়ক আনন্দময় বর্মন নেতা-কর্মীদের মঞ্চ থেকে নেমে যেতে বলেন। এরপরেই দিলীপ বাড়ুই, মনোরঞ্জন মণ্ডলের মতো একে একে কর্মীরা মঞ্চ ছেড়ে দর্শকদের স্থানে গিয়ে বসেন। সাফাই দিয়ে বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলেছেন, 'কর্মীরা বুঝতে পারেননি যে সেটা সরকারি অনুষ্ঠান ছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন, পার্টির কোনও মিটিং আছে। আমি বুঝতে পেরেই তাঁদের মঞ্চ থেকে নেমে যেতে বলি।'

এদিন বিডিও, নকশালবাড়িতে ডেঙ্গি মোকাবিলায় কর্মীর সংখ্যা কম হওয়াতে বিধায়কের সামনে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। আনন্দময় বর্মন বলেন, 'নকশালবাড়ি ব্লককে সেমি আর্বান এরিয়াতে যাতে আনা যায়, সেই বিষয়ে উপরমহলে আলোচনা করব।'

এদিকে, জাতীয় ডেঙ্গি দিবস পালন করা হয় মাটিগাড়া বিডিও অফিস ক্যাম্পাসের পঞ্চানন ভবনে। নাটকের মাধ্যমে ডেঙ্গি সচেতনতার বার্তা দেয় আঠারোখাই বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা।

'পুরোনো কথা ভুলিনি'

প্রথম পাতার পর

ওই কোম্পানিতে দুর্নীতির টাকা ঢুকেছে ও কালো টাকা সাদা করার অভিযোগ ছিল। বারকয়েক অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। শুভেন্দুর তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য ছিল, 'পুরোনো কথা আমি ভুলিনি। এবার সব হিসেব বুঝিয়ে দেব।' অভিষেকের উত্থানে তৃণমূলে কোণঠাসা হয়েছিলেন শুভেন্দু। ভাইপোকে জায়গা করে দিতে শুভেন্দুর গুরুত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কমিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। যার পরিণতিতে তৃণমূল ছেড়েছিলেন শুভেন্দু।

সেই পুরোনো কথাই তিনি তুললেন কি না, তা অবশ্য স্পষ্ট করেননি। প্রশাসনিক বৈঠকে পুলিশ সুপার থেকে শুরু করে সমস্ত থানার আইসি, ওসি-রা ছিলেন। ভার্চুয়ালি ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি। বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী বিস্ফোরক ঘোষণা করেন, 'কাটমানির সমস্ত ফাইল খোলা হচ্ছে। কার অ্যাকাউন্টে কত টাকা গেছে, সব বের হবে। পৃথিবীটা গোল, চিরদিন কারও সমান যায় না। এবার আইন আইনের পথে চলবে।'

তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ অবশ্য বলেন, 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস-এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই। দলের মুখপাত্র হিসেবে এনিয়ে কোনও বিবৃতিও দেব না। এনিয়ে যা বলার বলবেন ওই সংস্থা বা সংস্থার কেউ।' কিন্তু নতুন মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট কথা, 'পুলিশকে বলেছি, খাতা-কলম নিয়ে বসুন কাল থেকে। গত পাঁচ বছরে বা তারও আগে যত অত্যাচার হয়েছে, কেউ তার অভিযোগ করতে নিতে হবে। এফআইআর করতে হবে।' শুভেন্দুর সরাসরি বক্তব্য, 'কোনও গুন্ডা বাড়িতে থাকবে না। প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনার বরাদ্দ, আমপানের ত্রাণের টাকা, কৃষকবন্ধু, বার্ধক্য ভাতা, ১০০ দিনের কাজে যদি কেউ ঘুষ নিয়ে থাকে, সেই পঞ্চুবাবুদের জেলে ঢোকাবেন।' এজন্য প্রশাসনিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'পুলিশকে ফ্রি হ্যান্ড দিলাম। এখন থেকে আর কাউকে কোনও নেতার তাঁবেদারি করতে হবে না। পুলিশকর্তারা আইন মেনে কাজ করুন।' এসব প্রসঙ্গেই পরে নির্বাচনি জনসভায় তিনি টেনে আনেন জাহাঙ্গির খানের প্রসঙ্গ। জাহাঙ্গির ফলতায় তৃণমূলের ভোটপ্রার্থী। ২১ মে ওই কেন্দ্রে উপনির্বাচন। বিধানসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবারে বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মাকে 'সিংহম' বলে প্রচার হত সিনেমার ভাষায়। তাতে পালটা নিজেকে 'পুষ্পা' বলে আস্ফালন করতেন জাহাঙ্গির।

তাঁকে উদ্দেশ্য করে চড়া সুরে শুভেন্দু শনিবার বলেন, 'ওই ডাকাতটা কোথায়, পুষ্পা না কী যেন নাম! নির্বাচনের সময় যত অভিযোগ এসেছে, সবগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে। গুন্ডামি করতে দেব না। নিশ্চিন্ত থাকুন। সাদা থান বাড়িতে ফেলতে দেব না। ২০২১-এ ভোট পরবর্তী হিংসায় ২১ জন ক্রিমিন্যালের মধ্যে জাহাঙ্গিরকে চিহ্নিত করেছিল। তার মধ্যে ভাইপোর জাহাঙ্গির ছিলেন। ভোটের পরেই এই পুষ্পা ওরফে জাহাঙ্গিরকে দেখে নেওয়া হবে। আইন নিজের হাতে নিয়ে কাউকে খেলতে দেওয়া হবে না।'

পূর্বতন সরকারের আমলে নানা সরকারি প্রকল্পে কাটমানি খাওয়ার সমস্ত ফাইল খোলা হচ্ছে জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, টাকা লেনদেনের প্রমাণ থাকলেই অভিযুক্ত দালাল বা নেতাদের সরাসরি গ্রেপ্তার করবে পুলিশ। তবে ভুয়ো অভিযোগ করলে কড়া শাস্তির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, টোল প্লাজা থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট, কোথাও বৈধ রসিদ ছাড়া এক টাকাও তোলা যাবে না। টোটো, অটো কিংবা হকার-কারও থেকে এক টাকাও তোলা নেওয়া চলবে না। নির্দেশে শেষ নয়, মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগামী এক মাস কড়া নজরদারি চালানো হবে যে বাস্তবে কতটা কাজ হচ্ছে। তার ওপর ভিত্তি করে পুলিশ অফিসারদের পারফরমেন্স মাপা হবে।'

সড়কপথে সিকিম সফরে উপরাষ্ট্রপতি

বাগডোগরা, ১৬ মে : শনিবার সড়কপথে সিকিম সফরে গেলেন উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন। এদিন সকাল ৮টা ১৫ মিনিট নাগাদ দিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে বাগডোগরায় বায়ুসেনার আলফা জোনে পৌঁছান উপরাষ্ট্রপতি। তাঁকে নিয়ে কপ্টারেই সিকিম যাওয়ার কথা থাকলেও আবহাওয়া বিরূপ থাকায় সেই পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। কপ্টার ছেড়ে সড়কপথে সিকিমে যান তিনি। আলফা জোনে উপরাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাতে রাজ্য সরকারের তরফে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, রাজ্যপালের সচিব সৌমিত্র মোহন, দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক এবং পুলিশ কমিশনার।

এদিন সকালে বাগডোগরায় উপরাষ্ট্রপতির বিমান নামার পরেও কিছু সময় বিমানেই বসে ছিলেন সিপি রাধাকৃষ্ণন। যখন জানা যায়, আবহাওয়া মোটেও অনুকূল নয়, তাই সড়কপথেই সিকিমে যেতে হবে, তারপরই নামেন উপরাষ্ট্রপতি। সকাল ৮টা ৪০ মিনিট নাগাদ সিকিমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন উপরাষ্ট্রপতি।

এদিকে, নিশীথ প্রামাণিক শুক্রবার রাতে কলকাতা থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে মাটিগাড়ার একটি বিলাসবহুল হোটেলে রাতে ছিলেন। সেখান থেকেই শনিবার বিমানবন্দরে আসেন বলে প্রশাসনের তরফে জানা গিয়েছে।

কেলেঙ্কারি ১৫০০ কোটির

প্রথম পাতার পর

নির্দেশে খাতায়-কলমে অর্থাৎ এমবি-তে সেই দূরত্ব দেখানো হচ্ছে ৩৬ থেকে ৪০ মিটার। অর্থাৎ, ৬-১০ মিটার তারের টাকা ঢুকছে সিন্ডিকেটের পকেটে। প্রাথমিকভাবে রাজ্যে ১ লক্ষ ১৪ হাজার কিলোমিটার তার লাগানো হবে। সেক্ষেত্রে দুর্নীতির অঙ্ক কত বড় হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। বিদ্যুৎ দপ্তরের অভ্যন্তরীণ রিপোর্টের প্রাথমিক হিসাব বলছে, এইভাবে গোটা প্রকল্পের অন্তত ২০ থেকে ২৫ শতাংশ ভুয়ো বিলিং করা হয়েছে। যে সমস্ত ফিল্ড অফিসার বা প্রোজেক্ট ম্যানেজার এই ভুয়ো মেজারমেন্টে সই করতে অস্বীকার করেছেন, তাঁদের হুমকি দিয়ে চুপ করানো হয়েছে অথবা শাস্তিমূলক বদলি করে দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যে বিদ্যুতের তারে সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার কথা, সেই তারের গুণমান নিয়ে চরম আপস করা হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী অত্যন্ত উন্নতমানের তার ব্যবহারের কথা থাকলেও, সরবরাহ করা হচ্ছে অত্যন্ত নিম্নমানের, পাতলা এবং ওজনে কম তার। এইসব 'বাতিল' তার ব্যবহারের ছাড়পত্র দিয়ে গুণমান নিয়ে মারণখেলা শুরু করেছে সিন্ডিকেট। এবি কেবলের ভেতরে থাকে অ্যালুমিনিয়াম কনডাক্টর এবং বাইরে থাকে কালো ইনসুলেশন। বিদ্যুৎ পরিবহণ ও নিরাপত্তার জন্য এর একটি নির্দিষ্ট মান ও ওজন থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু ফিল্ডে আসা প্রায় প্রতিটি তারের ড্রামে ১০০ থেকে ২০০ কেজি পর্যন্ত ওজনের ঘাটতি পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ, ভেতরে অ্যালুমিনিয়াম এবং বাইরের প্লাস্টিক- দুই-ই কম দেওয়া হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী, বিদ্যুৎ দপ্তরের 'টেস্টিং উইং'-এর অনুমোদন ছাড়া এই তার ব্যবহার বেআইনি। হাজার হাজার কিলোমিটার তার টেস্টিং-এ 'ফেল' বা অকৃতকার্য হওয়া সত্ত্বেও, হেডকোয়ার্টারের শীর্ষ কর্তাদের সরাসরি হস্তক্ষেপে সেই বাতিল তারগুলিকে জাদুবলে 'পাশ' করিয়ে মাঠে বসানো হচ্ছে। এই তারগুলি গ্রীষ্মের তাপে বা সামান্য ওভারলোডে গলে গিয়ে যে কোনও দিন বড়সড়ো অগ্নিকাণ্ড বা বিপদ ঘটাতে পারে।

দুর্নীতির তৃতীয় স্তরটি আরও বিস্ময়কর। দপ্তরের গোডাউনে কোনও মালপত্র না ঢুকিয়েই খাতায়-কলমে মাল রিসিভড দেখানো হয়েছে। বিদ্যুৎ ভবনের রিপোর্ট বলছে, মুর্শিদাবাদের একটি সংস্থার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। বহরমপুর প্রোজেক্ট অফিসের ও বিদ্যুৎ ভবনের সংশ্লিষ্ট কর্তার সক্রিয় সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট সংস্থাটি শুরু থেকেই কার্যত কোনও তার সরবরাহ না করেই কোটি কোটি টাকার ভুয়ো বিল তুলে নিয়েছে। একই অভিযোগ উঠেছে শিলিগুড়িতেও। দপ্তরের অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে বিষয়টি 'ঘোস্ট মেটিরিয়াল রিসিভড' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুর্থ পদ্ধতিটি হার মানাবে বলিউডের ক্রাইম থ্রিলারকেও। এর গালভরা নাম 'সার্কুলার লজিস্টিক্স'। দিনেরবেলায় ঠিকাদারের লরিতে তারের ড্রাম দপ্তরে ঢুকছে, গোডাউনের রেজিস্টারে খাতায়-কলমে তার এন্ট্রি হচ্ছে। এরপর রাতের অন্ধকারে সেই একই তারের ড্রাম অত্যন্ত সন্তর্পণে পুনরায় ঠিকাদারের কারখানায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কয়েকদিন পর নতুন চালান তৈরি করে সেই পুরোনো তারের ড্রামগুলোকেই 'নতুন সরবরাহ' হিসেবে দেখিয়ে ফের গোডাউনে ঢোকানো হচ্ছে এবং ডাবল বিলিং করা হচ্ছে। অর্থাৎ, একই জিনিস বারবার দেখিয়ে সরকারের ঘর থেকে কোটি কোটি টাকা বের করে নেওয়া হচ্ছে। (চলবে)

এত নির্মম রাজনীতি, আক্ষেপ স্বপ্নার

প্রথম পাতার পর

আত্মীয় ও প্রতিবেশী জড়িত থাকতে পারে বলে অভিযোগ করেছেন। তিনি এই ঘটনায় স্পষ্ট করে কোনও রাজনৈতিক-যোগের কথা বলেননি।

তিনি রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক না রাখতে চাইলেও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বপ্নার বাড়ির অগ্নিকাণ্ডে সরাসরি আঙুল তুলেছেন বিজেপির দিকে। কার্যত প্রশাসনের দিকে কটাক্ষের ভঙ্গিতে এক্স হ্যান্ডেলে অভিষেক শনিবার লিখেছেন, 'ভারত তোমাকে রক্ষা করতে পারল না প্রিয় স্বপ্না।' তাঁর অভিযোগ, 'বিজেপির গুন্ডারা স্বপ্নার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল।'

স্বপ্নার প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা কিন্তু ভিন্ন অভিযোগ করছেন। রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে সদ্য পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী শনিবার অভিযোগ জানানোর পরপরই দলবেঁধে তাঁরা থানায় উপস্থিত হন। তাঁরা উলটে স্বপ্নার বিরুদ্ধে নালিশ জানান থানায়। ওই দলে ছিলেন তাঁর জেঠু শ্যামল বর্মন, জেঠিমা লক্ষ্মী বর্মন, কাকিমা ননীবালা বর্মন প্রমুখ।

জেঠিমা বলেন, 'আমরা যদি আগুন লাগিয়ে থাকি, তাহলে পাশে আমার বাড়িতেও আগুন ধরত। স্বপ্নার দুই ভাই মিলে আগুন ধরিয়ে নিজেরাই নিভিয়ে চিৎকার জুড়ে দিয়ে আমাদের নামে মিথ্যা অভিযোগ করেছে।' এলাকাবাসী স্বপ্নার দুই ভাই পবিত্র ও অসিতের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে দুর্ব্যবহারের অভিযোগও করেন। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার অমরনাথ কে জানিয়েছেন, স্বপ্না বর্মন এবং তাঁর প্রতিবেশী- দুই পক্ষের অভিযোগ নিয়েই তদন্ত শুরু করা হয়েছে। স্বপ্নার বাড়ির আশপাশে পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

স্বপ্না নিজেই পুলিশকে জানিয়েছেন, তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। শনিবার তাঁর উপস্থিতিতেই গ্রামের লোকজন থানায় তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে গেলে তিনি পুলিশের কাছে নিরাপত্তা চান। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে একজন পুলিশ অফিসার বাইকে এসকর্ট করে তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দেন।

শনিবার রাতে তাঁর পুরোনো বাড়িতে আগুন লাগার খবর প্রথম স্বপ্নাই সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে জানিয়েছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল গিয়ে আগুন নেভায়। বাড়ির রান্নাঘরের দিকে কিছু জ্বালানি কাঠ ও নথিপত্রে আগুন ধরেছিল। তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক তাঁর পাশে দাঁড়াতে চাইলেও স্বপ্না এখন রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে থাকতে চান। রাজনীতিতে যোগ দিয়ে কার্যত আক্ষেপই করছেন এখন।

সোনাজয়ী অ্যাথলিটের কথায়, 'দল ও রাজনীতি নিয়ে এখন কিছুই ভাবছি না। আমি খেলার মাঠের লড়াকু মেয়ে। আমার মতো অরাজনৈতিক কেউ এরপর আর রাজনীতিতে আসবেন কি না আমার সন্দেহ হচ্ছে। যাঁরা গণনার দিন সকাল পর্যন্ত আমার সঙ্গে ছিলেন, আজ তাঁরাই অন্যদলে গিয়ে হুমকি দিচ্ছেন। আমি ভোটে হেরেছি বলে প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা নানারকমের অভিযোগ করছেন।'

অভিষেক অবশ্য এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'একটু ভাবুন! যে অ্যাথলেট দেশের জন্য গৌরব বয়ে এনেছিলেন, তাঁকে হিংসা, ভয় ও হুমকির মুখোমুখি হতে হচ্ছে কেবল এই কারণে যে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।' বিজেপি ঘনিষ্ঠরা সমাজমাধ্যমে স্বপ্নার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর পরিণতির জন্য তৃণমূলকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন।

কিন্তু রাজগঞ্জে স্বপ্নাকে হারিয়ে নির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক দীনেশ সরকারের বক্তব্য, 'অগ্নিকাণ্ডের মতে ঘটনা সামনে এনে স্বপ্না এখন নাটক করছেন। হেরে গেলে মানুষ এইসব করে। অগ্নিকাণ্ডটি স্বপ্নার পারিবারিক সমস্যার ফল। পুলিশ তদন্ত করুক।' একই সুর স্বপ্নার প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের। তাঁদেরই একজন স্বপন সেন শনিবার বলেন, এশিয়াডে সোনাজয়ের পর স্বপ্নার দম্ভ, অহংকার বেড়ে যায়। ওঁর দুই দাদার অত্যাচারে পাড়াপ্রতিবেশীরা ক্ষুব্ধ। মিথ্যা অভিযোগে অনেক প্রতিবেশীকে জেলে পোরার ব্যবস্থা করেছেন স্বপ্না।'

পুরোনো বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরত্বে ঢিংপাড়ায় স্বপ্নার নতুন বাড়ির প্রতিবেশী বিমল রায় বলেন, 'স্বপ্নার সোনাজয়ের পর আমরা গ্রামের মানুষ গর্ববোধ করেছিলাম। কিন্তু উনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুলিশের নাম করে ভয় দেখাতেন। নিজেদের পারিবারিক ঝামেলা অন্যের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন।'

প্রাক্তন

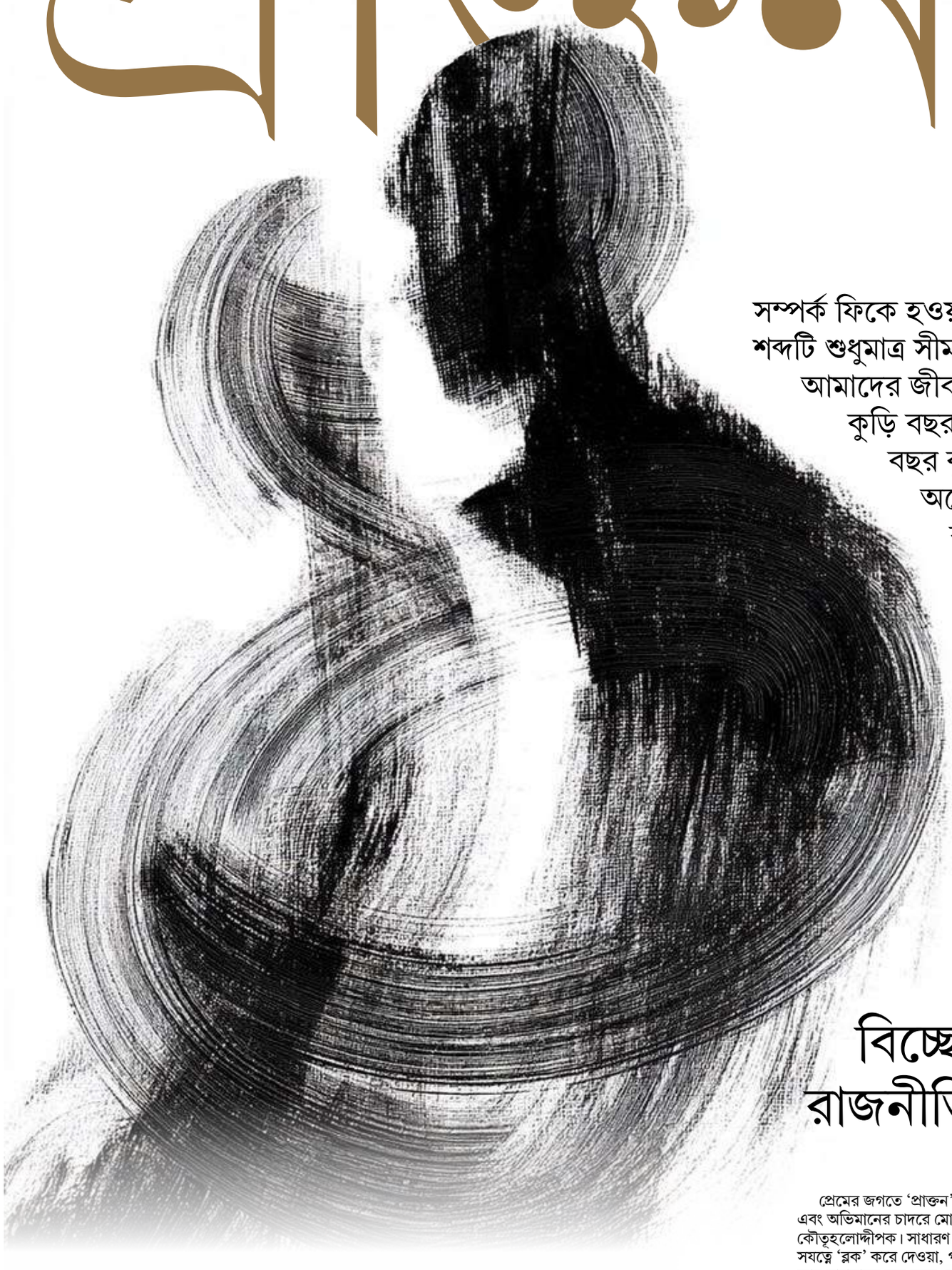

সম্পর্ক ফিকে হওয়ার পরবর্তী পর্যায়েই শব্দটি শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ নেই, জড়িয়ে আমাদের জীবনের পরতে পরতে। কুড়ি বছর পরের আমির কাছে বছর কুড়ি আগের আমিটা অনেকটাই অজানা। বহু বছর আগের চেনা শহরটাই আজকাল আমাদের স্মৃতিতে বড্ড বেশি মায়াবী। রাজনীতির ময়দানে সেদিনের সহকর্মী হয়তো আজ দুঁদে প্রতিপক্ষ। তবু জীবন থামতে নারাজ, সব সামলে বয়ে চলাতেই বিশ্বাসী।

মুখোমুখি বসিবার...

অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

নদীটি বয়ে যায়। উৎস থেকে মোহনা অবধি যেতে পথে পথে কত ইতিহাস ভূগোল আখ্যান কথকতা রূপকথা। স্রোতে স্রোতে কত পূর্ণিমা অমাবস্যার অলখ টানের ফুঁসে ওঠা নিভে যাওয়া, কত শত তরঙ্গ ঘূর্ণি, স্রোতের নীচে বয়ে আনা লক্ষ লক্ষ নুড়িপাথর শ্যাওলা ও জলজ প্রাণ। এই প্রবহমানতার নানা নাম। উচ্চ মধ্য নিম্ন উপত্যকা পেরিয়ে সে মোহনার কাছে এসে অনেকখানি স্তিমিত। কিন্তু নদী তো এই দীর্ঘ চলার পথের সবটা নিয়েই। এই হয়ে থাকা (being) আর হয়ে ওঠার (becoming) গল্পই তো জীবন। সামনের পিছনের পুরো পথটা নিয়েই পরিভ্রমণ। একটা পূর্ণ সত্তা। যে পথ পেরিয়ে আসা হল, পুরোনো সে সব কথাই যেমন ভোলার নয়, তার বিষয়ে খুব বেশি জাজমেন্টাল হওয়া বা ভালোমন্দ বিচারের জায়গাতে দাঁড়ানোও একপ্রকার নিজেকেই অস্বীকার করা। এ প্রতিবেদনের বিষয় হল নিজের পুরোনো সত্তার মুখোমুখি দাঁড়ানো। তো যেখানে পুরোনো আর নতুন সবটা মিলেই এই আমার হয়ে ওঠা সেখানে কুড়ি বা তিরিশ বছর আগের প্রতিটি 'আমি' এখনকার প্রতিদিনের যাপনে জড়িয়েই থাকে।

একটা চলমান গাড়িতে যেমন রিয়ার ভিউ আয়না সঙ্গে থাকেই, তাকে বাদ দিয়ে সামনের দিকে পথ চলা মসৃণ বা নিরাপদ হয় না। সব নদী ঘরে

কী হলে কী হত এসবের উত্তর পুরোনো 'আমি'র কাছে রাখা অনর্থক। তার হাতে হাত রেখে খুব বিস্ময়ে আর মায়ায় প্রশ্ন করি, কীভাবে পেরিয়েছিলে ওই কঠিন পথ?

ফেরার পর দিনশেষে যদি অন্ধকারে আমার পুরোনো আমিটির মুখোমুখি বসি, ধরা যাক এই আমি ও আমার অতীতের আমি-- অবাক হয়ে দেখি তাকে তো কোথাও ছেড়ে আসিনি কোনওদিন! নানা বয়সের সেইসব অজস্র 'আমি'র জন্য কখনও মায়া হয় কখনও অস্বস্তি কখনও মন খারাপ কখনও বিস্ময়। অনেক পুরোনো 'আমি'র চাওয়া পাওয়া স্বপ্ন কল্পনা আদর্শ বহু কিছুই আজ নিজের কাছে অলীক বা বিস্ময়ের মনে হলেও সে সময়ে দাঁড়িয়ে যা সত্য ছিল আজ তা থেকে এই 'আলাদা আমি' হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক মনে হয়। এই বয়স ভাবতেও পারবে না সেই মনটার কথা--- সেই কাঁচা, অপরিণত, অনভিজ্ঞ, অগাধ আস্থা আর বিশ্বাসে ভরসা রাখা, দিন বদলের স্বপ্ন দেখা, পিঠে ছুরি মুখে হাসি না চিনে ওঠা দুনিয়ার আঘাত না পাওয়া মনটার কাছে বাস্তবের আঁচে সেঁকে নেওয়া, অভিজ্ঞতার আগুনে পুড়ে আজকের এই মানুষটাও অচেনাই তো! তবুও সত্যিই কি অচেনা? সেদিনের সেই 'আমি'গুলো থাকে বলেই আজকের 'আমি'দের নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা। যখন স্রোতের মধ্যে সাঁতার কাটা অবস্থায় থাকি আমরা আর যখন তীরে দাঁড়িয়ে সেই সাঁতার দেখি দুইয়ের মধ্যে অনেক তফাত। ছবির গ্যালারিতে মুহূর্তগুলো জমে থাকে, সেইসব মুহূর্ত--- যখন ভালো করে বোঝা হয়নি যা চলে যাচ্ছে তা কতটা দামি। বোঝা হয়নি জীবন আসলে এই এত্তটুকু, এই হাতের পাতায় জলের মতো গড়িয়ে পড়তে পড়তে টলোমলো থেকে যাওয়া। সেই সমস্ত মুহূর্ত, বেঁচে থাকার লড়াইকে বেছে নেওয়ার দিনে শুধু দাঁতে দাঁত চিপে সুদিনের ভরসায় লড়ে যাওয়া থাকে বলেই আজকের থেকে যাওয়া পায়ের তলার শক্ত মাটিতে। সেই নির্ঘুম উদ্বেগের অনিশ্চয়তার রাতগুলো থাকে বলেই দিনের আলোয় মুখ আর মুখোশ চিনে নেওয়া থাকে জীবনে। আগুন আর জল দুই-ই নিজের প্রাবল্যে রয়ে যায়। নিজেকে বারবার ব্যবহৃত হতে দেখে, আঘাত পেয়ে, অনেক সময়ের অপচয়ের দায় বয়েও আফসোসের নামে যা থাকে তা আসলে কিছুই ফেলনা নয়।

কী হলে কী হত এসবের উত্তর পুরোনো 'আমি'র কাছে রাখা তাই অনর্থক। তার হাতে হাত রেখে খুব বিস্ময়ে আর মায়ায় প্রশ্ন করি, কীভাবে পেরিয়েছিলে ওই কঠিন পথ? কীভাবে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে প্রবল ঝড়ের রাতগুলো পার করে ঋজু থাকলে আমাকে শেখাও। কীভাবে ধুলোমুঠি সম্বল করে পথ পেরোলে অন্ধকারে, বলে যাও। ভুলভ্রান্তি বিভ্রম যা কিছু তোমার ছিল তা এই আমারই, তার দায় শুধুমাত্র আজকের আমার--- এই কথা নিজের কাছে বলতে পারলে খুব শান্ত থাকা যায়। অনেকের জীবন এমন অসংশোধনীয় ভুলের মধ্যে দিয়ে নিজেকে গড়িয়ে যেতে দেয় যা সারাজীবনের জন্য তাকে আর স্থির হতে দেয় না, গুছিয়ে উঠতে দেয় না।

এরপর ষোলোর পাতায়

বিচ্ছেদেই মধুর সখ্য রাজনীতির রঙিন অলিন্দে

বি বাৎসব

প্রেমের জগতে 'প্রাক্তন' শব্দটা যতটা বিষাদমাখা, দীর্ঘশ্বাসে ভরা এবং অভিমানের চাদরে মোড়া; রাজনীতির আঙিনায় ততটাই রঙিন, কৌতূহলোদ্দীপক। সাধারণ মানুষের জীবনে প্রাক্তন মানেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সযত্নে 'ব্লক' করে দেওয়া, পুরোনো চিঠির ছাই, ডিলিট করা মেসেজের শূন্যস্থান আর মাঝরাতে ভুল করে ফোন করে ফেলার এক অদ্ভুত আশঙ্কা। কিন্তু রাজনীতির কারবারিদের কাছে প্রাক্তন মানে এক আশ্চর্য 'মিউচুয়াল ফান্ড'। এখানে বিচ্ছেদ মানেই চিরতরে মুখ দেখা বন্ধ নয়, বরং একে অপরের দিকে বাঁকা চোখে চেয়ে পুরোনো স্মৃতি একটু হাতড়ে নেওয়া। রাজনীতির অভিধানে 'প্রাক্তন' মানে এক চিরস্থায়ী বর্তমান, যে কখনও ছায়ার মতো পেছনে হাঁটে, আবার কখনও মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে ভেংচি কাটে।

এবারের বিধানসভা ভোটে বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এই প্রাক্তনের রসায়নের সবচেয়ে বড় এবং জ্বলন্ত প্রমাণ। রাজ্যে পালাবদলের এক নতুন চিত্রপট তৈরি হয়েছে। বিজেপির হাতে রাজ্যের শাসনভার যাওয়ার পর বাংলার রাজনীতির পরিচিত সমীকরণটাই যেন আমূল বদলে গিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একসময়ের দাপুটে ছায়াসঙ্গী এবং প্রাক্তন সহকর্মী শুভেন্দু অধিকারী আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ক্ষমতার ভরকেন্দ্র আজ স্থানান্তরিত। এক সময়ের সেনাপতি আজ ভিন্ন শিবিরের অবিসংবাদিত রাজা, আর প্রাক্তন দলনেত্রী তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ। প্রকাশ্যে তাঁদের তীব্র বাগযুদ্ধ, শব্দভেদী বাণ আর রাজনৈতিক তর্জা দেখে মনে হতে পারেই এই তিক্ততা বোধহয় চিরন্তন। কিন্তু রাজনীতির আঙিনায় যাঁরা ঘোরেন, তাঁরা জানেন, এই চরম শত্রুতার আড়ালেও লুকিয়ে থাকে এক অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব। ক্ষমতা, দাপট আর ইগোর লড়াইয়ে যখন রাজনীতিকরা মত্ত থাকেন, তখন একে অপরের ছায়াও মাড়াতে চান না। কিন্তু এই পুরোনো দাপুটে শত্রুতা যখন কালের নিয়মে ধীরলয়ে 'প্রাক্তন' হয়ে যায়,

রাজনীতির কারবারিদের কাছে প্রাক্তন মানে এক আশ্চর্য 'মিউচুয়াল ফান্ড'। এখানে বিচ্ছেদ মানেই চিরতরে মুখ দেখা বন্ধ নয়, বরং একে অপরের দিকে বাঁকা চোখে চেয়ে পুরোনো স্মৃতি একটু হাতড়ে নেওয়া।

তখন সেই তিক্ততা মিটে যাওয়ার পর একধরনের অদ্ভুত শূন্যতা তৈরি হয়। একটা সময় আসে, যখন তাঁরা হয়তো একই মঞ্চে বা একই অবসরে পাশাপাশি বসেন। তখন আর সেই পুরোনো জেদ থাকে না, বরং তৈরি হয় এক আশ্চর্য সখ্য। যে মানুষটার মুণ্ডপাত না করলে একসময় ভাত হজম হত না, অবসরের পর দেখা যায় সেই মানুষটার সঙ্গেই পার্কের বেঞ্চে বসে পুরোনো শত্রুতার গল্প রোমন্থন করছেন অন্য কেউ।

এই মনস্তত্ত্ব কেবল বাংলার বা গঙ্গার পাড়ের নয়, গোটা বিশ্বের রাজনীতির এক চিরন্তন সত্য। বিশ্ব রাজনীতির মঞ্চে এই 'প্রাক্তন' হওয়ার পর সখ্য গড়ে ওঠার একাধিক মহাকাব্যিক উদাহরণ। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সেই তিক্ত লড়াইয়ের কথা মনে আছে? একদিকে অভিজ্ঞ জর্জ এইচডব্লিউ বুশ, অন্যদিকে তরুণ, তুখোড় বিল ক্লিনটন। ১৯৯২ সালের সেই ভোটে একে অপরের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিষোদ্গার করেছিলেন তাঁরা।

এরপর ষোলোর পাতায়

বদলে যাওয়া শহরের নস্টালজিক ক্যানভাস

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

নস্টালজিক মানুষ জিরো পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে অতীত সময়ের ঝোলা থেকে ঋণ নেন। অলস দুপুরে জন্মশহর, প্রিয় গলি-জনপদের কাছে পৌঁছে যান। যখন হাতে টেস্টটিউব নিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন ল্যাবের জানলা দিয়ে অমৃতাংশুর চোখ বাইরে চলে যেত, যে চোখের বয়স অন্তত পঁচিশ বছর বেড়ে গেছে, একটা নীল পাহাড়ের দাঁড়িয়ে থাকা দেখতে দেখতে মনে হত নীল ওড়না বুকে জড়িয়ে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে শিলিগুড়ি শহরের প্রান্তে। এখন শহর বদলে গেছে। বুকে ওড়না জড়ানো প্রেমিকাটা কোথায় হারিয়ে গেছে কাদের যেন সব বহুতলের আড়ালে।

আজ থেকে বছর তিরিশেক আগেও এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল গোটা উত্তরবঙ্গের একম অদ্বিতীয়ম শিক্ষাপ্রাঙ্গণ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খনির মাঝে এক অনন্য পীঠস্থান। হস্টেলগুলোর উন্মাদনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের বাইরে আশপাশের পাড়াগুলোতেও কত পড়ুয়াদের ভিড়! ঘর পাওয়াই দুষ্কর। পাহাড়ি শীতের সময় নেপালি ছাত্রছাত্রী দার্জিলিং-কালিম্পং-কার্সিয়াং থেকে নেমে এসে ঘরভাড়া নিয়ে থাকত, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের কাছে টিউশন নিত। প্রাক্তনীদের পকেটের নগদ অর্থে গমগম করত এলাকার চায়ের দোকানগুলো। আজ জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয়, তার ওপর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমতে কমতে শিবমন্দির এলাকার পড়াশোনার পরিবেশ হারিয়ে গেছে গলায় রুমাল বাঁধা মস্তানের মতো মুখর শিলিগুড়ির কাছে। শিবমন্দির থেকে শিলিগুড়ি, রাস্তা চওড়া হয়েছে খুব কিন্তু সেই সব মহীরুহের ছায়াঘেরা শান্ত প্রেমিকার মতো ভালোবাসার রাস্তাটার ভালো পাত্র দেখে অন্য কোথাও যেন বিয়ে হয়ে গেছে। ছায়া নেই শিলিগুড়িতে। রাস্তায় হাঁটলে পিঠ পুড়ে যায়।

জলপাইগুড়ি এমন একটা শহর যেখানে বহু বছর পর ফিরে আসা যায়। চাকরি থেকে অবসরের পর ফিরে এসে পার্থর মনে হয় 'ভুল বাড়ির কলিংবেল বাজিয়ে ফেলিনি তো!' এ কাদের দরজা কারা খুলল! কাদের সংসারে বসার ঘরে বসে আছে কারা! মন ভালো লাগে না যখন করলা নদীটার মৃতদেহের পাশ দিয়ে যেতে হয়। যতই তিস্তা থাকুক জলপাইগুড়ির মানুষের নস্টালজিয়া করলা নদী। তিস্তায় বাঁধ হওয়ার পর করলা গেল শুকিয়ে। নদী হল খাড়ি, খাড়ি হল ডোবা। শান্ত সবুজ একটা এলাকায় মৃত পশুর দেহ পচা গন্ধে ভরে থাকছে। বহু মানুষের

শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা 'ইউরোপিয়ান ক্লাব' সংস্কারের অভাবে জীর্ণ। সেখানে যে লন টেনিস খেলা হত তা আজও শহর ছেড়ে যাওয়া, শহরে ফিরে আসা মানুষের ঘুমের ভেতর তোলপাড় করে। জেলা স্কুল, পিডি উইমেন্স কলেজ, জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল সব আছে নিজের নিজের জায়গায় কিন্তু চারপাশটা বদলে যাওয়ায় মনে হয় একসঙ্গে হেঁটে চলা পাশের মানুষটি বোধহয় বদলে গেছে। যে শিশুটি বোসপাড়ার বন্যায় রাস্তার ওপর দিয়ে বহমান জলে কাগজের নৌকো ভাসাত আজও চাকরিজীবন শেষ করে আবার বোসপাড়ায় ঠাঁই নিলে বৃষ্টির ধারায় না ভিজে পারে না। শহর বদলে যাবে, বদলাবে না বোরোলি মাছ আর জলপাইগুড়ির মানুষ। রাস্তার পাশের দোকানিটিও পয়সার বিনিময়ে প্লেটে খাবার সাজিয়ে দিয়েও জিজ্ঞেস করবে 'আর দুটো দিই!'

যে শহরের করোনেশন হাইস্কুলের মতো বছর বছর মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে তাক লাগানো ফলাফল করা স্কুল

আজ জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয়, তার ওপর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমতে কমতে শিবমন্দির এলাকার পড়াশোনার পরিবেশ হারিয়ে গেছে গলায় রুমাল বাঁধা মস্তানের মতো মুখর শিলিগুড়ির কাছে।

আছে সে শহরের বিদ্রোহী মোড়ে একটি মূর্তিও আছে যা একসময়ের রায়গঞ্জের মাফিয়ারাজের স্মৃতি ধারণ করে আছে। শিল্প-কলকারখানা, কয়লাখনি না থেকেও একটা শহর আট ও নয়ের দশকে গোটা উত্তরবঙ্গে পরিচিত ছিল বোমাবাজি ও খুনজখমের জন্য। কিংশুক নামে যে ছেলেটি নাটকের মহড়া থেকে ফিরছিল, শহরের বদলে যাওয়া রূপে সে আসলে স্ট্রিট লাইটের আলোয় খুঁজছিল শহরের মাঠগুলো। সেই 'কার্গিল গ্রুপ' আর 'মিশন কাশ্মীর গ্রুপ'-এর রোজকার ঝামেলার দিনগুলোর অজস্র পুকুরগুলোই বা গেল কোথায়! মিহির বোস, বরোদা মোক্তারেরই তো কত পুকুর ছিল, যে সব পুকুরে কিংশুক গরমের ছুটির দিনগুলো য় ছিপ নিয়ে মাছ ধরে একেবারে স্নান সেরে বাড়ি ফিরত। রায়গঞ্জ শহরে যখন অবৈধ অস্ত্রের ছড়াছড়ি, যখন স্কুল পড়ুয়ার পকেটেও আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যেত, সেসময় বাড়ির পেছনে ঝোপজঙ্গলে লুকিয়ে রাখত মাছ ধরার ছিপ। আজ মধ্যবয়সে এসে পুকুর ও মাছ ধরার জন্য হাহাকার উঠলে বাড়ির পেছনে যেতে মন চায়। হায়, সেই ঝোপঝাড় আর নেই, গলিতে গলিতে বহুতল আবাসন রায়গঞ্জ শহরে। স্কুল পালিয়ে কালোবাজারে টিকিট কেটে 'কহো না প্যার হ্যায়' সিনেমার দিনগুলো রোমন্থন সরণিতে ডাকে। সেই গীতাঞ্জলি, আশা, কমল টকিজের সব আলো নিভে গেছে। কালোবাজারির দল নেই। সব সিঙ্গল স্ক্রিন বন্ধ হয়ে জেগে উঠেছে মাল্টিপ্লেক্স। কিংশুকের মনে হয়- এ তো সাজানো বিষয়, এত পরিপাটি আয়োজনে কি কোনও ছেলে স্কুল পালিয়ে সেখানে ঢুকবে কোনওদিন!

সবচেয়ে আক্ষেপের বিষয় সুরজিতের- জন্ম থেকে মালদায় অথচ ডাকনাম ধরে ডাকার লোক নেই। বাজার করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে শুনতে পায় 'সুরজিৎবাবু, বাজার হল!', 'সুরজিৎবাবু, সব ভালো তো!' ট্যাপা বলে ডাকার লোক নেই। পুরোনো পাড়া, পুরোনো বাসিন্দা, পুরোনো বাড়িঘর--- কিছুই আর নেই। থরে থরে সাজানো আবাসন, কোথা থেকে আসা সব লোকজন। কী করে, কী খায়, আদি নিবাস কোথায় কেউ জানে না। মালদা শহর অপরিচিতের শহর হয়ে উঠেছে। যেন এ শহরে মন খারাপের উপশম আর কেউ নেই। কোথায় রামকৃষ্ণপল্লি, কোথায় দুর্গাবাড়ি, কোথায় চুড়িপট্টি! পাড়াগুলো সব গেল কোথায়! একসময় মালদা শহরের কোনও কোনও এলাকা কোচিং স্যরদের নামেও পরিচিত ছিল- 'এসপি স্যরের বাড়ির কাছে', তপন স্যরের গলির পাশের গলিতে' বললে রিকশাওয়ালা দিব্বি নিয়ে যেত। হাতে টর্চ নিয়ে বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েকে আনতে রাতে কোচিং স্যরের কাছে যেত। সেই দৃশ্য আর নেই। পুরোনো মালদার স্মৃতি বলতে আছে কেবল- আশু চৌধুরীদের বাড়ির সামনের কুয়োটা। আর সব বদলে গেছে। বিখ্যাত সব মিষ্টির দোকান নেই। বহুদিন পর ফিরে এসে কেউ আর মালদাকে চিনতে পারে না।

এরপর ষোলোর পাতায়

ফাড়ুয়া বেলচার গণতন্ত্র

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

এবারে ভোটের ডিউটি পড়েছিল আলিপুরদুয়ারের রায়ডাক চা বাগানে। ভোটের মরশুমে উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলোর মেজাজটাই আলাদা। চারদিকে সবুজ চা পাতার গালিচা, আর তার মাঝেই শুরু হয় গণতন্ত্রের উৎসব। প্রিসাইডিং অফিসারের তকমা পিঠে সেঁটে যখন বুথে গিয়ে বসলাম, তখন মনে হচ্ছিল যেন কোনও এক যুদ্ধজয়ের দায়িত্ব আমার কাঁধে। আমার বুথের ভোটারদের নিরানব্বই শতাংশই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। সরল, সোজা এবং মেজাজি। পটাপট ভোট পড়ছে। দেখে অবাক হলাম, ওখানকার আদিবাসীরা বাংলা ভাষায় দারুণ সাবলীল। নিজের মনেই ভাবলাম, 'যাক, ভাষা অন্ততপক্ষে কাজের মাঝে দেওয়াল খাড়া করবে না।'

দুপুরবেলা ফার্স্ট পোলিং অফিসার যখন খেতে গেলেন, তখন চেয়ার ছেড়ে আমিই বসলাম তাঁর কাজে। চোখে চশমা, বেশ একটা 'ইনচার্জ ইনচার্জ' ভাব। পোলিং এজেন্টরা একে একে নাম ঘোষণা করছেন, আর আমি তালিকায় টিক দিচ্ছি। বুথের জানলাগুলো বন্ধ, আলো একটু কমই বলা চলে। তায় আবার আমার চশমাটা এখন বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করেছে, পাওয়ার বদলানো দরকার। আবছা আলোয় নামগুলো ঠিক পড়া যাচ্ছিল না। ঠিক তখনই বুথে ঢুকলেন মাঝবয়সি যুস্টিন খাড়িয়া।

আমি চশমাটা নাকে ঠিক করে বসিয়ে নামটা উচ্চারণ করলাম— 'খ্রিস্টিন খাড়িয়া'। আর যায় কোথায়! যুস্টিন সাহেব অমনি ব্রেক কষলেন। দাঁড়িয়ে পড়ে ভ্রু কুঁচকে বললেন, 'স্যর, এটা কী করলেন? আমার নাম তো যুস্টিন! আপনি খ্রিস্টিন ডাকলেন কেন?' ভালো করে দেখে বুঝলাম, ও হরি! ভুলটা তো আমারই। ভদ্রতার খাতিরে চট করে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল— 'সরি'। কিন্তু ওই এক শব্দেই হিতে বিপরীত। যুস্টিন তেড়েমেরে এলেন, 'সরি বললে হবে? আমার নাম বদলে দেবেন আপনি?' আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনওমতে বললাম, 'দাদা, চোখের চশমাটা ঠিকঠাক কাজ করছে না, তাই নামটা ভুল পড়েছি।' যুস্টিনের পালটা যুক্তি অকাট্য, 'আমিও তো চশমা পরি। আমারও তো চোখ খারাপ। আমার তো এমন ভুল হয় না!' রেহাই পেতে শেষমেশ হাতজোড় করে বলতে হল, 'দাদা, আর এমন ভুল কোনওদিন হবে না।' এবার যুস্টিন খুশি। মুখে একরাশ আত্মতৃপ্তির হাসি নিয়ে ভোট দিলেন। হয়তো মনে মনে ভাবলেন, 'শহুরে অফিসারকে কেমন টাইট দিলাম!' পোলিং এজেন্ট আর আমার সহকর্মীরা তখন মিটিমিটি হাসছেন। আমি তখন যেন লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছি।

স্মৃতির সরণি বেয়ে তখন মনে পড়ে গেল বাবার মুখে শোনা সেই চার দশক আগের কাহিনি। ভুটান সীমান্তের রামঝোরা চা বাগানের কথা। তখন ভোট মানেই এলাহি কারবার। আর পোলিং অফিসার মানে গ্রামের চোখে আধ-সরকারি আর আধ-যমরাজ। সেই গুরুদায়িত্ব পড়েছিল এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের ওপর। তিনি শুধু মাস্টারমশাই নন, ছিলেন ঘোর আরএসপি কমরেড। ভোটের ক'দিন আগে তিনি ওই এলাকাতেই লালঝান্ডা হাতে ভোট চেয়ে মিটিং করে এসেছেন। ফলে তাঁর মুখ চেনে না, এমন মানুষ ওই তল্লাটে কমই ছিল।

ভোটের দিন সকাল থেকে তিনি বেশ কড়া মেজাজে বুথ সামলাচ্ছেন। যেন গণতন্ত্রের সবটুকু দায় তাঁর একারই কাঁধে। এমন সময় বুথে ঢুকলেন এক চা শ্রমিক। পরনে ময়লা গেঞ্জি আর বহুদিনের পুরোনো হাফপ্যান্ট। বুথে ঢুকেই মাস্টারমশাইকে দেখে লোকটির চোখ চকচক। তারপর বুথ কাঁপিয়ে একগাল হেসে চেঁচিয়ে উঠলেন- 'আরে কমরেড! লাল হিন্দ!' বলেই এমন একখানা সেলাম ঠুকলেন যে মনে হচ্ছিল বুথ নয়, ভুল করে লোকাল পার্টি অফিসে ঢুকে পড়েছেন। মাস্টারমশাইয়ের মুখ তখন চুন।

পাশে বসে আছেন কংগ্রেসের পোলিং এজেন্ট, যাঁর চোখ দুটো আবার বাজপাখির মতো তীক্ষ্ণ। একটু এদিক-ওদিক হলেই 'নিরপেক্ষ নির্বাচন' সোজা পুলিশ স্টেশনে গিয়ে দমে যাবে! মাস্টারমশাই তড়িঘড়ি গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, আগে ভোট দিন, জলদি ভোট দিন... বেশি কথা বলবেন না!' কিন্তু সেই ভোটার তখন আবেগে ভেসে যেতে পারলে বেঁচে যান। যাওয়ার সময় মাস্টারমশাইকে শুনিয়ে বললেন, 'কমরেড, পরে কিন্তু আবার মিটিং হবে!' মাস্টারমশাই প্রায় হাতজোড় করেই তাঁকে বুথের বাইরে পাঠালেন। লোকটি বেরিয়ে যেতেই তিনি এমন এক দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, যেন একা হাতে একাই গণতন্ত্রকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। বলে রাখা ভালো, সেই পোলিং এজেন্টটি ছিলেন আমারই প্রয়াত বাবা।

রসরঙ্গ

রাজনীতি, দারিদ্র্য আর চিতাবাঘ–– সব মিলেমিশে চা বাগানে অদ্ভুত এক রসায়ন। সেখানে সরু পিচ রাস্তার ধারে বসে থাকা মংরার অট্টহাসি কিংবা বুধুয়াকাকার 'ফাড়ুয়া বেলচা'র গল্পই শহুরে মানুষের কাছে জীবনের এক অন্য মানে তৈরি করে দেয়।

চা বাগানে আসলে জীবনের সমীকরণগুলো অন্যরকম। চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে যখন আমরা দিগন্তবিস্তৃত চা বাগান দেখি, তখন আমাদের রেটিনায় কেবল সবুজের মায়া তৈরি হয়। ডিএসএলআর নিয়ে ঘুরতে যাওয়া শহুরে পর্যটকদের কাছে সোমরা, মংরা বা বুধুয়ারা কেবল 'সাবজেক্ট'। কিন্তু কুয়াশা সরতেই সেখানে শুরু হয় এক অসম লড়াই। মাথায় ঝুড়ি আর হাতে কচি পাতার স্পর্শ নিয়ে ওদের প্রতিদিনের পথ চলা। রোদে পোড়া দুপুর হোক বা ঝম বৃষ্টির দিন— ওদের জীবনযুদ্ধ থামে না। দারিদ্র্য আর অভাব ওদের চিরস্থায়ী সঙ্গী। তবু এই কঠিন জীবনের খাঁজেই লুকিয়ে থাকে অফুরন্ত হাসির রসদ। সামান্য ভুল বোঝাবুঝি বা চটুল খুনশুটি ওদের নিস্তরঙ্গ জীবনে বড় আনন্দের ঢেউ নিয়ে আসে।

ভোট এলেই চা শ্রমিকদের কদর হঠাৎ আকাশছোঁয়া হয়ে যায়। বছরের বাকি সময় যাদের কেউ ফিরেও তাকায় না, ভোটের মরশুমে তারাই হয়ে ওঠেন ভিআইপি। নেতা-নেত্রীদের আনাগোনা, মিষ্টি হাসি আর কাঁধে হাত রেখে 'উন্নয়ন হবেই' গোছের প্রতিশ্রুতির বন্যায় ভেসে যায় বাগান। নেতারা আবার মাঝেমধ্যে ছোটখাটো পরীক্ষাও নেন— 'চিহ্নটা চিনেছেন তো?' সহজ-সরল শ্রমিকরা মাথা নেড়ে সায় দেন। নেতারাও খুশিতে গদগদ হয়ে ফিরে যান।

২০১৬ সালের কথা। ডুয়ার্সের চা বাগানজুড়ে তখন রাজনৈতিক দলবদলু হাওয়া বইছে। বামেদের কেল্লাগুলো একে একে তৃণমূলের দখলে যাচ্ছে। যেন ফুটবলের ট্রান্সফার উইন্ডো চলছে— আজ আরএসপি, কাল সিপিএম, পরশু তৃণমূল! বীরপাড়ার মান্নালাল জৈন তখন শাসকদলের দাপুটে নেতা। তাঁর লক্ষ্য ডিমডিমা চা বাগানের পুরোনো বাম ঘাঁটি ভাঙা। সেই দুর্গের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন প্রবীণ বুধুয়া কাকা। বহু বছরের পুরোনো আরএসপি কর্মী। এমন মানুষ তিনি, যিনি ভোটের দিন ঘুম থেকে উঠে আগে তাঁর 'কোদাল-বেলচা' প্রতীকটা স্মরণ করতেন, তারপর চা খেতেন।

অনেক তোড়জোড় আর বোঝানোর পর যুব কর্মীরা একদিন খবর দিল— 'দাদা, কেল্লা ফতে! বুধুয়া কাকা এখন আমাদের লোক!' মান্নালালবাবু বেশ খুশি। একদিন গেলেন বাগানের কাজ তদারকি করতে। চারপাশে উৎসবের আমেজ। কেউ পতাকা বাঁধছে, কেউ স্লোগান দিচ্ছে। তখনই হাফপ্যান্ট পরে কাঁধে গামছা ঝুলিয়ে হাজির বুধুয়া কাকা। যুব কর্মীরা গর্ব করে বলল, 'দাদা, এই যে বুধুয়া কাকা। এখন পাকা ঘাসফুল।' মান্নালাল একটু হাসলেন। বুধুয়াকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন— 'তা বলো বুধুয়া, এবারে তুমি কাকে ভোট দেবে?' বুধুয়া কাকার জবাব এল এক সেকেন্ডও দেরি না করে— 'কেন? মমতাকে!' মান্নালাল ভীষণ খুশি। বাহ, মগজ ধোলাই তো দারুণ হয়েছে! আরেকটু নিশ্চিত হতে দ্বিতীয় প্রশ্নটি করলেন— 'বলি মমতার প্রতীক চিহ্নটা কী বলো দেখি?' বুক ফুলিয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসে বুধুয়া কাকার উত্তর— 'ফাড়ুয়া বেলচা!' অর্থাৎ সেই কোদাল-বেলচা! মান্নালালের তখন অজ্ঞান হওয়ার জো! পাশে থাকা যুব কর্মীদের মুখ চা বাগানের শুকনো পাতার মতো ফ্যাকাশে। আসলে লাল পার্টির নেতারা তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে এবারের ভোটের আসল প্রতীকই হল 'কোদাল-বেলচা'। বুধুয়া কাকাও সেটা এমনভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে মমতার কথা উঠলেই তাঁর মনে কোদাল-বেলচার উদয় হচ্ছিল। রাজনীতির ইতিহাসে আদর্শ বদলানো হয়তো সহজ, কিন্তু আজীবনের লালন করা ওই ভোটের প্রতীক বদলানো যে কতটা কঠিন, তা সেদিন হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন নেতারা।

চা বাগানের শ্রমিকরা যেমন সহজ-সরল, তেমনই দুঁদে। ওদের কাছে ছাগল, শুয়োর বা মুরগিও বড় সম্পদ। আর হবে না-ই বা কেন? ওগুলোই তো ওদের বিপদের বন্ধু। আর সেই সম্পদ রক্ষায় ওরা চিতাবাঘের সঙ্গে লড়াই করতেও পিছপা হয় না। সম্প্রতি দলমোড় চা বাগানে গিয়ে দেখি, সিমাল ওরাওঁ বাজি ফাটিয়ে গোরু-ছাগল চরাচ্ছেন। হাতে তাঁর পালোয়ান সাইজের গুলতি। বললাম, 'চিতাবাঘ এলে কী করবেন?' গুলতি বাগিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে সিমাল বললেন, 'আসতে দে শালাকে! মাথা ফাটিয়ে দেব!' চিতাবাঘও চা বাগানের আর এক অংশ। গত নভেম্বরে ডিমডিমায় এক চিতাবাঘ বিকাশ ওরাওঁয়ের উঠোনে ঢুকে তাঁর প্রিয় শুয়োরটাকে কামড়ে ধরেছিল। বিকাশ কুড়ুল হাতে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। যদিও চিতাবাঘ বাজিমাত করে শুয়োর নিয়ে চম্পট দেয়। বিকাশ হাঁফাতে হাঁফাতে বলেছিলেন, 'আরেকবার আসিস, তোর কপালে মরণ নিশ্চিত!' আবার বান্দু লোহারের বাড়িতে ঢুকে মুরগি নিয়ে পালাচ্ছিল এক চিতাবাঘ। বান্দু খালি হাতেই তাঁর পিছু নিয়েছিলেন। চিতাবাঘ বেপাত্তা হয়ে যাওয়ার পর বান্দুর চিল চিৎকার, 'চোর, চোর, চোর...!'

রাজনীতি, দারিদ্র্য আর চিতাবাঘ––সব মিলেমিশে চা বাগানে অদ্ভুত এক রসায়ন। সেখানে সরু পিচ রাস্তার ধারে বসে থাকা মংরার অট্টহাসি কিংবা বুধুয়াকাকার 'ফাড়ুয়া বেলচা'র গল্পই শহুরে মানুষের কাছে জীবনের এক অন্য মানে তৈরি করে দেয়। চা পাতার সুবাস আর শ্রমিকদের এই অকৃত্রিম রসিকতাই তো উত্তরবঙ্গের প্রাণ!

মুখোমুখি বসিবার...

পনেরোর পাতার পর

এমন মানুষের মুখোমুখি দেখি তাদের মধ্যে অনুতাপ আফসোস অনুশোচনা অথবা 'নিয়তি'র ওপর অভিমানে হাহাকার জমে আছে অজস্র। সে সব ভুল পেরিয়েই আসলে তাঁদেরও আজকের গড়ে ওঠার নিরন্তর স্রোত চলছেই, থেমে যায়নি, যায় না। তাঁদেরও এই অবধি 'হয়ে ওঠা'টুকু আরও এক অনির্দেশ্য ভবিষ্যৎ দিনের কাছে বাঁধা পড়ে আছে। নীৎসে যেমন বলেছেন, 'You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist.' জীবন যেখানে ফুরোবে, যে বিন্দুতে সেখানে মৃত্যুতেই একমাত্র সম্পূর্ণ হবে এই পদ্ধতি। তখন জীবন আর মৃত্যু নামক দুটো আলাদা অধ্যায়ে লেখা থাকবে মহাকালের খাতায় কোথাও এই তুচ্ছ অস্তিত্বগুলোও।

আরও একবার প্রথম থেকে শুরু করার সুযোগ পেলে অতীতের ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার ইচ্ছা হয় না এমন মানুষ বিরল। প্রাক্তনের গায়েও অনেক মায়ার শিকড় অনেক স্মৃতির ওড়াউড়ি বর্তমানের 'আমি'টিকে তৈরি করে। সে 'প্রাক্তন' ছেড়ে আসা শহর স্কুল বিশ্ববিদ্যালয় বা কর্মক্ষেত্রই হোক বা সম্পর্ক, তার সামনে 'প্রাক্তনী' বিশেষণ বসে গেলেও অস্তিত্বের মধ্যে আলো বা অন্ধকার হয়ে সেসব থাকেই। আলোর স্মৃতির কাছে ফিরতে চাই আমরা বারবার, নিজেকে শুদ্ধ করে নিতে। অন্ধকার ছায়ার মতো যা কিছু তিক্ত, অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষত সে সব বিষণ্ণ করে, হয়তো নিজের ওপর বিরক্তিও আনে। কিন্তু সেগুলো বর্তমানের অস্তিত্বরই অংশ। সেখান থেকে শিক্ষা নিয়েই হোক, আঘাত পেয়েই হোক বা আনন্দ সঞ্চয় করে, আমাদের প্রতিদিনের নিজেকে গড়ে তোলা। জীবনের কিছু দরজা চিরদিনের মতো বন্ধ করে দিতে হয়। যা দিয়ে একদিন সুবাতাস পৌঁছোত সেখান থেকে পচে ওঠা শবদেহের দুর্গন্ধ উঠে এলে মানুষ তা থেকে সরে যাবেই। এই-ই তো অভিযোজন। পৃথিবীতে change is the only constant বলেই কুড়ি বছর বয়সের মানুষটি চল্লিশে পৌঁছে অনেক বদলে যায়। তার পারিপার্শ্বিক সবই তো বদলায় আসলে। সমাজ রাষ্ট্র রাজনীতি বিশ্ব পরিস্থিতি পারিবারিক কাঠামো মূল্যবোধ আশপাশের মানুষের বদলে যাওয়া, বিশ্বাসভঙ্গ প্রতারণা জীবনের কাছে নানা মার খেতে খেতে মানিয়ে নিতে নিতে তাকে বদলে যেতে হয়। একদিন যে আদর্শ সঠিক মনে হয় তা যদি বদলে যায় পরের দশকে, সেই আদর্শের স্বপ্ন দেখানো মানুষগুলোর দায়ও তাতে থাকে বৈকি! আরশোলার মতো শুধু সভ্যতার সঙ্গে টিঁকে থাকাই তো মানুষের অভিপ্রায় নয়। তাই অসংখ্য 'পুরোনো আমি' আর 'আজকের আমি'র দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। এ বদল আসলে খুব ধীরে ধীরে হয়, যাকে আমরা বলি পরিণত হয়ে ওঠা। রূপান্তরিত শিলার মতো স্রোত তাপ আলো হাওয়ায় ধুয়ে পুড়িয়ে আরও গাঢ় হয়ে ওঠা। নিজের ভিতরের পরিবর্তন অত আকস্মিক হয় না কখনোই, হতে পারে না, যদি না খুব তীব্র কোনও অভিঘাত সামনে এসে পড়ে। বিরাট ভূমিকম্পে যেমন নদীখাত বদলে যায়।

'তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই বারেবার' গাইতে গাইতে জীবনকে বহুমাত্রিকতায় পাওয়ার জন্য কিছুটা নৈর্ব্যক্তিকভাবে নিজেকেই বিভিন্ন সময়কালে দাঁড় করিয়ে দেখা জরুরি। প্রকৃতির যাবতীয় বদল অনেক গভীর ও দীর্ঘসময়সাপেক্ষ। আকাঙ্ক্ষিতও কখনও। নীল আকাশে কালো মেঘের ঘনিয়ে ওঠার পিছনেও যেমন একটা প্রস্তুতিপর্ব থাকে। আর এই বদলগুলোর অভিঘাতের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতেই আমাদের 'নতুন আমি' ও 'পুরোনো আমিদের' মুখোমুখি দেখা হয়। মনের মধ্যে বসত করা অসংখ্য আত্মরূপের কে ঠিক কেই-ই বা ভুল এসব জলঘোলার মধ্যে মানুষ নিজেও বুঝে উঠতে পারে না সবসময় কোন আমিটি আসলে সে। বাস্তবে কিন্তু এই প্রতিটি আমিই সত্যি আর সত্যি বলেই তা ঠিক ভুলের ঊর্ধ্বে। অন্য কারও পছন্দ অপছন্দের তোয়াক্কা কি আদৌ করে এই সত্যিটুকু? আমাদের বেঁচে থাকা তো অগণন স্মৃতির স্রোত। আর এই স্মৃতির ভিতর আছে এক কপাটহীন দরজা যাকে পেরিয়ে বারবার আজকের আমি আর অতীতের অসংখ্য আমিদের বারবার দেখা হয়ে যাওয়া। হ্যাঁ, সব পুরোনোই প্রাক্তন নয়। অফিশিয়াল প্রাক্তন হয়ে যাওয়ার পরেও, শিক্ষকতা থেকে কুড়ি বছর আগে অবসর নেওয়া মানুষও যেমন সাধারণের কাছে আমৃত্যু দিদিমণি বা মাস্টারমশাই হয়েই থাকেন। অন্য কোনও পেশায় এমনটা হয় কি না জানা নেই আমার। খুব গভীর থেকে মানুষের মূলগত বোধের জায়গাটা আসলে বদলায় না, যতই বয়স বাড়ুক। যাঁদের বদলায় তাদেরও হয়তো দিনান্তে নিজের পুরোনো আমিদের মুখোমুখি জবাবদিহির দায় থাকে। সুসময়ের স্বপ্ন দেখা হৃদয় মগজ বা চোখ কখনও প্রাক্তন হয় না। মানুষ বারবার নতুন প্রত্যাশার কাছে গভীর বিশ্বাস নিয়ে আসে পুরোনোকে সরিয়ে। যতদিন না আরও একবার ভেঙেচুরে যাচ্ছে, এই 'becoming' থেকে 'being'-এর পথটা বৃত্তাকার ঘুরতেই থাকে শুধু। নিজেকে ঘষে মেজে নিতে নিতে বারবার দেখি কিছু 'হয়ে ওঠা' আর হয় না। ক্ষমা করে দিই নিজেকে, সময়কেও। মেজে নেওয়ার প্রতিশব্দ তো মার্জনাও।

তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই বারেবার' গাইতে গাইতে জীবনকে বহুমাত্রিকতায় পাওয়ার জন্য কিছুটা নৈর্ব্যক্তিকভাবে নিজেকেই বিভিন্ন সময়কালে দাঁড় করিয়ে দেখা জরুরি।

রঙিন অলিন্দে

পনেরোর পাতার পর

কিন্তু ক্ষমতার চূড়ান্ত লড়াই শেষে যখন দুজনেই 'প্রাক্তন' প্রেসিডেন্ট হলেন, তখন তাঁদের মধ্যে গড়ে উঠল এক অটুট, প্রায় পারিবারিক বন্ধুত্ব। ২০০৫ সালে যখন সুনামি এবং হারিকেন ক্যাটরিনা বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিধ্বস্ত করল, তখন এই দুই 'প্রাক্তন' প্রতিদ্বন্দ্বী একসঙ্গে হাত মিলিয়ে ত্রাণ সংগ্রহের কাজে নামলেন। বুশ তাঁর আত্মজীবনীতে ক্লিনটনকে 'ব্রাদার ফ্রম অ্যানাদার মাদার' বলেও উল্লেখ করেছিলেন! আবার বারাক ওবামা এবং হিলারি ক্লিনটনের সমীকরণটাও দেখুন। ২০০৮ সালের ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে তাঁরা ছিলেন একে অপরের চরম এবং তিক্ত প্রতিপক্ষ। কিন্তু সেই লড়াই শেষে ওবামার মন্ত্রীসভাতেই হিলারি অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে কাজ করলেন। আসলে, শত্রুতা যখন প্রাক্তনের খাতায় নাম লেখায়, তখন পুরোনো ক্ষতের জায়গায় জন্ম নেয় এক অদ্ভুত পারস্পরিক সম্মানবোধ এবং শূন্যতা, যা তাঁদের অবচেতনভাবেই কাছাকাছি টেনে আনে।

দেশের রাজনীতির দিকে তাকালেও এই একই ছবির পুনরাবৃত্তি। ভারতীয় রাজনীতিতে তো এই 'প্রাক্তন' আর 'বর্তমান'-এর খেলা চলন্ত ট্রেনের কামরার মতোই। বিহারের লালুপ্রসাদ যাদব এবং নীতীশ কুমারের কথাই ধরা যাক। সত্তরের দশকে জয়প্রকাশ নারায়ণের ছাত্র আন্দোলন থেকে তাঁদের একসঙ্গে পথ চলা শুরু। একসময় তাঁরা ছিলেন রাম-লক্ষ্মণের মতো। তারপর এল বিচ্ছেদের পালা। একে অপরের কট্টর বিরোধী হয়ে উঠলেন। নীতীশের রাজনৈতিক উত্থানই হল লালুর জঙ্গলরাজের বিরোধিতাকে মূলধন করে। কিন্তু রাজনীতির চোরাস্রোত এমনই যে, সেই চরম শত্রুতাও একদিন প্রাক্তন হল। আবার তাঁরা এক মঞ্চে এলেন, জোট বাঁধলেন, সরকার গড়লেন, আবার আলাদা হলেন। এই ভাঙাগড়ার খেলায় তাঁরা আসলে একে অপরের সেই 'প্রাক্তন', যাঁরা একই আলমারির চাবি নিয়ে বারবার কাড়াকাড়ি করেন, অথচ জীবনের সায়াহ্নে এসে কেউ কাউকে ছাড়া থাকতেও পারেন না। আবার অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং পিভি নরসীমা রাওয়ের সম্পর্ক ছিল চরম আদর্শগত বিরোধিতার। অথচ দেশের অর্থনৈতিক সংস্কার বা আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সময় এই দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মধ্যে যে সম্মানজনক সখ্য ছিল, তা আজকের রাজনীতিতে রীতিমতো গবেষণার বিষয়।

দেশ থেকে রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে যদি উত্তরবঙ্গের জল-হাওয়ায় কান পাতা যায়, তবে এই 'প্রাক্তন' রসায়ন আরও বেশি জমাটি, মাটির কাছাকাছি আর ঘরোয়া মনে হবে। উত্তরবঙ্গের রাজনীতি অনেকটা বনেদি যৌথ পরিবারের মতো। সকালে ঝগড়া করে ভাই আলাদা হাঁড়ি চড়াল তো বিকেলে আবার সেই মেজদার বাড়ির লুচি-আলুর দমের গন্ধে ছোট ভাইয়ের জিভে জল। উত্তরবঙ্গের চায়ের দোকানের আড্ডায় কান পাতলে আজও শোনা যায়, 'আরে লোকটা এখন ওই দলে ঠিকই, কিন্তু আসলে তো আমাদেরই লোক!' এই 'আমাদেরই লোক' তকমাটাই হল রাজনীতির প্রাক্তনের সবচেয়ে বড় সার্টিফিকেট।

কোচবিহারের দিকে তাকালে দেখা যায় এক মহাকাব্যিক 'প্রাক্তন' সমীকরণ। একসময় রবীন্দ্রনাথ ঘোষ আর মিহির গোস্বামী ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস শিবিরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করা ঘাম ঝরানো দুই বিশ্বস্ত সেনাপতি। অথচ কালক্রমে দেখা গেল, ক্ষমতার আঙিনায় 'এক ফ্রেমে দুই মুখ' আর আঁটছে না। ২০২০ সালে তাঁদের 'রাজনৈতিক ডিভোর্স' সম্পন্ন হল। আজ তাঁরা যুযুধান দুই শিবির। শিলিগুড়ির প্রাক্তন বিধায়ক অশোক ভট্টাচার্য আর বর্তমান বিধায়ক শংকর ঘোষ তো রীতিমতো গুরু-শিষ্য হিসেবে পরিচিত ছিলেন। রাজনীতির টানে একটা সময় সেই সম্পর্কে ছেদ। কিন্তু যখন কোনও সরকারি বা সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁদের দেখা হয়,

সোনালি স্মৃতি।। *ওপরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী। নীচে অশোক ভট্টাচার্যের সঙ্গে শংকর ঘোষ।*

তখন কোথাও কি পুরোনো দিনের একচিমটি নস্টালজিয়া মিশে থাকে না? চোখের ভাষায় কি পুরোনো দিনের মিছিলে হাঁটার ছন্দটা ধরা পড়ে না? আসলে পুরোনো সেনাপতি যখন অন্য দুর্গের রাজা হয়ে ওঠেন, তখন সেই লড়াইটা আর নিছক ভোটের থাকে না, সেটা হয়ে দাঁড়ায় এক অদ্ভুত 'ইগো'র ডার্বি ম্যাচ। তিক্ততা যখন মিটে গিয়ে একধরনের শূন্যতা তৈরি হয়, তখন তাঁরাও হয়তো ভাবেন— লড়াইটা যদি আগের মতো হত!

মালদার ছবিটাও একইরকম রাজকীয় এবং মার্জিত। মৌসম বেনজির নুর এবং সাবিনা ইয়াসমিন— বাংলার রাজনীতির দুই হেভিওয়েট নেত্রী। একসময় দুজনেই কংগ্রেসের চাদর গায়ে জড়িয়ে সখ্যের হাসি হাসতেন। দল বদলের পর একটা সময় তাঁরা একই দলের ছাতার নীচে এলেও, সেই ছাতা যেন বড্ড ছোট হয়ে দাঁড়াল। প্রকাশ্যে তাঁরা সতীর্থ, কিন্তু অলক্ষ্যে তাঁরা একে অপরের সেই প্রাক্তন, যাঁরা একই আলমারির চাবি নিয়ে কাড়াকাড়ি করছেন। বিচ্ছেদ হওয়ার পর আবার যখন পরিস্থিতির চাপে একই ড্রয়িংরুমে বসে থাকতে হয়, তখন যে বিড়ম্বনা তৈরি হয়, মালদার রাজনীতিতে সেটাই একসময় সবচেয়ে বড় বিনোদন ছিল। পরে অবশ্য মৌসম কংগ্রেসেই ফেরেন। সাবিনা রয়ে গিয়েছেন ঘাসফুল শিবিরে।

তবে প্রাক্তনের এই দহনজ্বালা বা সখ্যের রসায়ন সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয় পাহাড়ের মেঘ-কুয়াশার আড়ালে। দার্জিলিংয়ের বিমল গুরুং আর অনীত থাপা। একসময় গুরুংয়ের কথাই ছিল পাহাড়ের শেষ কথা, আর অনীত ছিলেন তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত শিষ্য। ২০১৭-এর উত্তাল সময় গুরুং-শিষ্যের এই বিচ্ছেদ দার্জিলিংয়ের রাজনৈতিক মানচিত্রটাই পালটে দিল। অনীত থাপা যখন ক্ষমতায় আসীন, আর বিমল গুরুং তাঁর হারানো রাজত্ব ফিরে পেতে লড়াই করছেন, তখন এই লড়াইটা নিছক রাজনৈতিক থাকে না। এর মধ্যে ঢুকে পড়ে এক অদ্ভুত মানবিক শূন্যতা। যে শিষ্য একসময় গুরুর জুতো এগিয়ে দিতেন, আজ তিনি গুরুর দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ছেন। আবার পাহাড়ের কোনও অনুষ্ঠানে যখন তাঁদের হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, তখন কি সেই পুরোনো দিনের পাহাড় আন্দোলনের স্মৃতিগুলো প্রাক্তনের মতো উঁকি দেয় না? পাহাড়ে পতাকা দ্রুত বদলায় ঠিকই, কিন্তু সম্পর্কের স্মৃতি মেঘের মতো পাহাড়ের গায়ে লেগেই থাকে।

আলিপুরদুয়ারের দুই 'শর্মা'— মোহন আর গঙ্গাপ্রসাদের গল্প তো মিউজিক্যাল চেয়ারকেও হার মানাবে। গঙ্গাপ্রসাদ বিজেপিতে যখন দাপট দেখাচ্ছেন, মোহনও তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে ওই শিবিরে গিয়ে হাজির। কিছুদিন একসঙ্গে থাকার পর গঙ্গাপ্রসাদ চলে এলেন ঘাসফুলে। প্রকাশ্যে একে অপরকে মালা পরাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু আড়ালে সেই পুরোনো তিক্ততার 'সাইলেন্ট মিউজিক' আজও বাজে। এ যেন এক অদ্ভুত রাজনৈতিক লুপ, যেখানে মানুষ বারবার ঘুরেফিরে সেই প্রাক্তনের কাছেই ফিরে আসে।

আসলে রাজনীতি একটা চলমান সিনেমা। এখানে ইন্টারভালের আগে যাঁরা ভিলেন, ইন্টারভালের পর তাঁরাই হয়তো হিরো। এই 'প্রাক্তন' সত্তাটাই রাজনৈতিক নেতাদের সচল রাখে। কাউকে ঘৃণা করার জন্য যেমন স্মৃতি লাগে, কাউকে আবার নতুন করে আপন করার জন্য লাগে সেই পুরোনো সখ্যের ইতিহাস। আজ যিনি বিধানসভায় একে অপরের দিকে কটু শব্দ ছুড়ে দিচ্ছেন, কাল তিনিই হয়তো ক্যান্টিনে বসে একই প্লেট থেকে ফিশফ্রাই ভাগ করে খাচ্ছেন। এই যে পুরোনো দাপুটে শত্রুতা এখন 'প্রাক্তন' হয়ে ধুলো জমছে স্মৃতিতে, আর তার থেকে জন্ম নিচ্ছে এক অবসরের শূন্যতা মেশানো সখ্য— এটাই রাজনীতির প্রকৃত সৌন্দর্য। শেষপর্যন্ত বাংলার বা বিশ্বের রাজনীতিতে কেউ কখনও পুরোপুরি 'প্রাক্তন' হয় না। কারণ এখানে বিচ্ছেদের মধ্যেও একধরনের লুকোনো টান। পতাকা বদলায়, ক্ষমতার চেয়ার বদলায়, কিন্তু চায়ের কাপে তোলা সেই পুরোনো তুফান আর সম্পর্কের ইতিহাস পুরোপুরি মুছে যায় না। 'প্রাক্তন' এখানে শুধুই এক তকমা নয়, বরং এক জীবন্ত আবেগ।

নস্টালজিক ক্যানভাস

পনেরোর পাতার পর

সবকিছু হারিয়ে ফেলার জ্বালা বুকে নিয়েও ট্যাপা ভাবে- আর কিছু থাক না থাক, বাঁধ রোডটা তো আছে! শহরের জোড় বাঁধা ছেলেমেয়েরা শহরটাকে ভালোবাসায় ভরিয়ে রাখুক অনন্তকাল।

সফরের শেষ স্টেশনে এসে পৌঁছে গিয়েছি। এখানে অপেক্ষা করছে প্রমা নামের মেয়েটি। আসলে সে আর মেয়ে নেই। সে গৃহবধূ এবং কর্মরতা নারী। রোজ ১০টায় বাসে চেপে স্কুলে পড়াতে যেতে হয়। জানলার পাশ থেকে প্রতিদিন চেয়ে চেয়ে দেখে বালুরঘাটকে। পরিবর্তন খুব মন্থর, এ শহরে বাইরে থেকে কেউ আসে না। যারা ছিল তারাই থাকে বংশপরম্পরায়। কেবল সংসারের সদস্য বাড়তে বাড়তে শহরের লোকসংখ্যা বাড়ে। এখানে বৈবাহিক সম্পর্ক হয় শহরের মধ্যে, সাহিত্য-নাটক হয় নিজেদের মধ্যে, ঝুটঝামেলা বিবাদও হয় নিজেদের মধ্যে।

ভারতবর্ষের এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ শহর। শহরের নিজস্ব গল্প কারও সঙ্গে মেলে না। মিলবে কী করে! এখানকার ব্যবসায়ীরা তো দুপুরে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে বাড়ি গিয়ে ভাতঘুম দেন। যখন র‍্যাপিডো বাইক ছুটছে সওয়ারি নিয়ে, ডেলিভারি বয় ছুটছে তখনও সমান্তরালে চলে সাইকেলের এক মন্থর যাত্রা। প্রমা মেয়েবেলায় দেখেছে সন্ধে সাতটার শো ভাঙলে পিলপিল করে লোক সন্ধ্যা সিনেমা, কল্যাণী সিনেমা থেকে বেরোচ্ছে। আত্রেয়ী একইভাবে বয়ে চললেও সবার অলক্ষ্যে সিনেমাহল দুটো থেকে পিলপিল করে লোক বেরোনো বন্ধ। অনলাইনে টিকিট বুক করা দর্শক বেড়েছে। বাংলামাধ্যম থেকে মুখ ফিরিয়ে ইংরেজিমাধ্যমের দিকে দৌড়ে চলা মানুষ বেড়েছে। রাস্তার ধারে খাবারের দোকান প্রচুর বেড়েছে, একইসঙ্গে বেড়েছে অভিজাত রেস্তোরাঁও। শহরের রিকশাওয়ালা মানুষগুলো কোথায় হারিয়ে গেল কেউ জানে না। দশমীর ঘাটে আত্রেয়ী নদীর বুকে ভেসে বেড়ানোর নৌকোগুলোই বা কোথায় গেল! মাড়োয়ারিপট্টি বলে পরিচিত পাড়াটার দোকানগুলোর আভিজাত্যে ভাগ বসিয়েছে আধুনিক মল ও প্রাইভেট লিমিটেড বিপণি। স্কুল থেকে ফেরার পথে প্রমার খোঁজ নিত্যনতুন কী ক্যাসেট এল, কখনও বা সিনেমা তারকাদের ছবি কিনেছে- আজ আর তা নেই। নেই, নেইয়ের মাঝে আরও কত নস্টালজিক আবেগ আছে তলিয়ে না দেখলে উঠে আসে না। একটা সময় ছুটির দিনে বাড়ির বাইরে রিকশার 'প্যাঁক প্যাঁক' শুনে মুখ বাড়ালে দেখা যেত পরিচিত মানুষ সপরিবারে ঘুরতে এসেছে। মাঝবয়সে এসে প্রমা মনে করতে পারে না- শেষ কবে এমন লোক এসেছে। বালুরঘাটেও কেমন এক অনাত্মীয়তার বিষাদ চলছে। কেউ কারও বাড়িতে নিছক আড্ডায় আসে না। সব শহরের পুরোনো অভ্যেস উদাস করে। কেবল স্মৃতিগুলো নস্টালজিয়া জাগানিয়া হয়ে জেগে থাকে বদলপুরের মনোভূমিতে।

কাঞ্চন ফুল

রঙ্গন রায়

-এআই

জানলা খুলে ঘুমোলে সকাল তাড়াতাড়ি হয়। রূপঙ্করের দিদিমা কথাটা বলে। দিদিমা খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলতে পারে। এমনকি দিদিমা বিড়ালের সঙ্গেও কথা বলে। বিড়ালগুলোও যে বলে না, এমনটা জোর দিয়ে বলা যায় না। নয়তো তারাই বা ওরকম মিউমিউ করে উত্তর দেয় কেন? মামাবাড়ি এলেই রূপঙ্কর মুগ্ধ হয়ে শোনে এই কথোপকথন।

মামাবাড়িতে আসার আরও একটা মুগ্ধতা আছে। সোমলতা। যদিও রূপঙ্কর সোমলতার চেয়ে বছরখানেকের ছোট। কিন্তু তাতে কী? মুগ্ধতা কি বয়স-টয়সের ধার ধারে?

এখন, মানে এই দু'হাজার দশ সালে রূপঙ্কর ক্লাস নাইনে পড়ে। সোমলতা টেন। সামনে মাধ্যমিক। চা বাগানের কোয়ার্টারের বারান্দায় বসে বেণি দুলিয়ে দুলিয়ে ও পড়া মুখস্থ করে। মামাদের কোয়ার্টার থেকে রূপঙ্কর দেখে। বছরে দু'বারের বেশি তো আসা হয় না। তাই ছোটমামার সাইকেলটা নিয়ে পাঁইপাঁই করে বাগান ঘুরে বেড়ায় রূপঙ্কর। সোমলতাদের কোয়ার্টারের কাছে এলেই ইচ্ছে করে বেল বাজায়। যদি এক ঝলক তাকায়! আসলে কিন্তু সোমলতার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব আছে! শীতের বিকেলগুলোয় দুজনে ব্যাডমিন্টন খেলে। ও ছাড়া এই বাগানে আর কেই বা আছে মেশার মতো! কিন্তু সোমলতা কি বোঝে রূপঙ্করের মনের অবস্থা!

রাতে আকাশ পরিষ্কার থাকলে কার্সিয়াং পাহাড়ের আলো দেখা যায়। সেটা দেখতে রূপঙ্করের বড় ভালো লাগে। কিন্তু কোয়ার্টারে বসে দেখা যায় না। বাইরে বের হতে হয়। দিদিমা বেরোতে দেয় না। বলে হাতি চলে আসবে। সে হাতি আসে। মানুষ সব জঙ্গল-টঙ্গল কেটে দিলে হাতির কী দোষ!

এবার বড়দিনের ছুটিতে এসে বড় বিষণ্ণ রূপঙ্কর। মাধ্যমিক বলে সোমলতাকে ওর মা বের হতে দিচ্ছে না। বিকেলবেলায় ওই একটুই তো দেখা হয়। খেলা হয়। সোমলতাকে প্রাণভরে দেখতে পায়।

কিন্তু পৃথিবীতে মাঝেমধ্যে আশ্চর্য ঘটনাও ঘটে! সেদিন হঠাৎ বিকেলে বেণি দুলিয়ে সোমলতা এসে হাজির। পরের দিনই রূপঙ্কর বাড়ি ফিরে যাবে। তাই ওকে দেখেই ছলাৎ করে উঠল রক্ত।

'অ্যাই রুপু, চল ব্যাডমিন্টন খেলি। আজ মা ছুটি দিয়েছে। জলদি আয়।'

রূপঙ্করকে সোমলতা রুপু বলে ডাকে। রুপু নামটা মেয়েদের। খুব রাগ হয় এই ডাক শুনলেই। কিন্তু সোমলতাকে কিছু বলতে পারে না। ঘর থেকেই উত্তর দেয়, 'যাই সোমদি।'

*****

বেশ কিছুক্ষণ খেলার পর সোমলতা বলল, 'আর খেলব না। চল তো রুপু, আমাকে কয়েকটা ফুল পেড়ে দিবি। বাড়ি গিয়ে ভাইকে দেব। ও ফুল নিয়ে খেলে।'

স্বভাবতই কোনও মেয়ে কিছু চাইলে তা না করা যায় না। তার মধ্যে সোমলতা ফুল চেয়েছে।

ফুলটার নাম কাঞ্চন। রূপঙ্কর আগে জানত না। ভাগ্যিস দিদিমা শিখিয়ে রেখেছিল! ফুলগুলো একটু উঁচুতে রয়েছে। ঠিকমতো হাত পৌঁছোচ্ছে না। রূপঙ্কর বলল, 'র‍্যাকেটটা দাও তো। ডালটা নামিয়ে আনি।'

ফুল পাড়তে পাড়তে সন্ধেটাও ঝুপ করে নেমে পড়ল। এসব চা বাগানে শীতের বিকেল ও সন্ধ্যার মিলন একটা অদ্ভুত সুন্দর সময়। স্বভাবতই এখন সোমলতার কোয়ার্টারে ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু রূপঙ্করের এখনই ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। ফুলগুলো দু'হাতের অঞ্জলিতে সোমলতা এমনভাবে ধরে রেখেছে যে এখনই ওকে দেবী সরস্বতীর সঙ্গে তুলনা করে পূজারি হওয়া যায়।

'এখন বাড়ি যাই! কাল আবার খেলব।'

ছোটগল্প

'না আর একটু থাকো না!'

সোমলতা ঝনঝন করে হেসে উঠল, 'এখানে কোথায় দাঁড়াব? শীত করবে তো!'

রূপঙ্কর একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'ওই চা বাগানের ভেতরে যে বসার স্ল্যাবটা আছে, ওখানে চলো। গল্প করব।'

'কী আবার গল্প? কাল আমার টিউশনিতে ইতিহাস পরীক্ষা। তাছাড়া এই অন্ধকারে ওখানে যাওয়া ঠিক না। সাপ-বিছে বেরোয়।'

'তুমি এখানকার মেয়ে হয়ে এ কথা বলছ? এখন না শীতকাল! এখন কি সাপখোপ বেরোয়?'

সোমলতা চুপ করে থাকল। তার নাকের ডগায় ব্যাডমিন্টন খেলার শেষ চিহ্ন স্বরূপ বিন্দু বিন্দু ঘাম। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। তবে অল্পক্ষণ।'

ফুলগুলোকে সোয়েটারের পকেটে ঢুকিয়ে নিল সে। তারপর হাতের চেটোতে র‍্যাকেটটা ঘোরাতে ঘোরাতে হালকা নাচের ছন্দে হাঁটতে লাগল। বসার ওখানে পৌঁছানোর আগেই অন্ধকার পুরোপুরি নেমে পড়ল। আলো একদম নিভে যাওয়ার আগেই রূপঙ্কর লক্ষ করেছে, সোমদির দু'কানে দু'রকম দুল। রূপঙ্কর সাধারণত শরীরে কোনও অলংকার পছন্দ করে না। ওর নিজের শরীরে জামাকাপড় ছাড়া একটা সুতোও নেই। অনেকে কোমরে কার পরে, গলায় মালা, হাতের মধ্যে বিপত্তারিণী-ষষ্ঠীর একগাদা লাল ও হলুদ সুতো বাঁধা থাকে। তাতে স্নানের পর জল ও নোংরা জমে একটা বিচ্ছিরি অবস্থা হয়। অনেকে আংটিও পরে। এগুলো একটাও রূপঙ্করের পছন্দ না। মেয়েদের ক্ষেত্রেও এক। কিন্তু দুল ... মেয়েদের ওই একটা অলংকারই ওর কাছে ছাড়পত্র পেয়েছে। দুল ছাড়া কোনও মেয়েকে দেখতে সে অভ্যস্ত না। মেয়েদের সমস্ত সৌন্দর্য যেন ওখানে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু সোমলতার দু'কানে দু'রকম দুল। খুব ভুলো মনের মেয়ে। তবুও অদ্ভুত সুন্দর লাগল সে দৃশ্য। রূপঙ্কর দাঁড়িয়েই পড়ল।

'কী হল? থামলি কেন? তাড়াতাড়ি কর। আমাকে ঘরে গিয়ে পড়তে বসতে হবে। তোর সঙ্গে এত খেলা করলে হবে! হাঁদারাম! মা বকবে এরপর।'

> ফুলটার নাম কাঞ্চন। রূপঙ্কর আগে জানত না। ভাগ্যিস দিদিমা শিখিয়ে রেখেছিল! ফুলগুলো একটু উঁচুতে রয়েছে। ঠিকমতো হাত পৌঁছোচ্ছে না। রূপঙ্কর বলল, 'র‍্যাকেটটা দাও তো। ডালটা নামিয়ে আনি।'

'তুমি দু'কানে দু'রকম দুল পরে এসেছ।'

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সব মেয়েরাই এইসময় কানে হাত দেয়, দাঁত দিয়ে জিভ কেটে লজ্জার ভঙ্গি করে। কিন্তু ও সেরকম কিছুই করল না। ইতিমধ্যে ওরা বসার জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। আশপাশে জোনাকি এবং অসীম অন্ধকার চা বাগান। রীতিমতো গা-ছমছমে পরিবেশ। রূপঙ্কর হঠাৎ বুকে আশ্চর্য সাহস এনে বলল, 'তুমি জেনেশুনে দু'কানে দু'রকম পরে এসেছ, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

এরপর আর কিছু প্রশ্ন করা চলে না। অন্তত রূপঙ্করের মতো লাজুক ছেলে পারবে না। সোমদিকে বলেছিল হয়তো গল্প করব, কিন্তু ওর কোনও গল্পই মাথায় আসছে না। আসলে সোমলতার সঙ্গে আরও কিছুটা সময় কাটানো ছাড়া রূপঙ্করের তো আর কিছুই গল্প নেই।

'জিজ্ঞেস করলি না তো, কেন?'

'বারে! আমি কী করে জানব।'

'আমার দু-জোড়া দুলই একটা করে হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তোর সাথে খেলতে আসব আর দুল পরব না, এটা কি হয়!'দিদিমার বিড়াল যদি এখন মানুষের ভাষায় কথা বলে উঠত, তাহলেও এতটা অবাক হত না রূপঙ্কর। মাথা পুরো আউলে গেল ওর। বলল, 'কেন?'

'বাহ! তুইই না আগেরবার বললি যে দুল ছাড়া তুই আমাকে দেখতেই চাস না!'

কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে রূপঙ্কর তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। সেই কবে কী বলেছিল, সোমদি সেটা মনে রেখেছে? অন্ধকারে এখন ভালো দেখা যাচ্ছে না যদিও, কিন্তু সোমদির নাকের ডগার ঘাম এখনও চকচক করছে। অন্যান্য সাহসী পুরুষ বা সত্যিকারের প্রেমিক থাকলে হয়তো হাত দিয়ে সেটা মুছে দিত, কিন্তু ...

সোমদি শুধু আমার জন্য দুল পরে এসেছে? ক্লাস নাইনের কিশোর হৃৎপিণ্ডের লয় বেশ গতিসম্পন্ন হয়ে পড়ল রূপঙ্করের।

'চুপ করে থাকার জন্য এলি বুঝি?'

'হ্যাঁ। চুপ করে আছি যাতে কথা বলতে পারি।'

'মানে!'

সোমলতা আবার রিনঝিন শব্দে হেসে উঠল। ওর হাসির শব্দে হঠাৎই রূপঙ্করের খুব শীত করতে লাগল। বলল, 'ঠান্ডা লাগছে সোমদি।'

'এইজন্যই বলেছিলাম, ঘরে ফিরে যা। শুনলি না!'

বলেই আচমকা ওর হাত দুটো ধরে কোলের মধ্যে নিজের সোয়েটারের পকেটে ঢুকিয়ে নিল সোমলতা। কাঞ্চন ফুলের স্পর্শ পেল রূপঙ্কর।

'হাত দুটো ঠান্ডার মধ্যে বাইরে রাখলে তো হবেই। কতবার বললাম এখন বসব না। তোর ঠান্ডা লেগে যাবে।'

সোমদির কাণ্ডকারখানা দেখে রূপঙ্করের মাথা কাজ করছে না। তবুও সাহস করে বলল, 'আহা! এমন করে বলছ যেন তোমার ঠান্ডা লাগে না। শুধু আমারই লাগছে!'

'মেয়েদের ঠান্ডা বোধ কম হয়, জানিস না?'

রূপঙ্কর এর উত্তরে কী বলবে ভেবে পেল না। ও জানে সোমলতার সঙ্গে আর ব্যাডমিন্টন খেলা হবে না কালকে। সকালেই ওরা চলে যাবে। কিন্তু এই কথাটা কি ওকে বলতে পারবে? অসম্ভব!

সোমলতার দু'রকম দুলের দিকে তাকিয়ে রূপঙ্কর হঠাৎ ভাবল, এখন ওর পকেট থেকে একটা কাঞ্চন ফুল তুলে নিয়ে যাই। যতদিন টাটকা থাকে, সোমদির গন্ধ লেগে থাকবে। কিন্তু মেয়েদের মতো সচেতনতাপ্রবণ আর কেউ নেই। খপ করে হাতটা ধরে ফেলল, 'চুরি করছিস কেন? তুই তো পেড়ে দিলি, এসব ফুল তো তোরই।'

স্তম্ভিত রূপঙ্কর ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, 'তবে যে বলেছিলে ভাইয়ের জন্য নিচ্ছ?'

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে আচমকা সোমলতা উঠে চলে গেল কোয়ার্টারের দিকে। কাঞ্চন ফুল হাতে একা বসে থাকল রূপঙ্কর। অন্ধকার আরও গাঢ় হতেই পিছন ফিরে তাকাল। কার্সিয়াং পাহাড়ের সবক'টা আলো জ্বলে উঠেছে। তারা আর পাহাড় একাকার হয়ে মিশে যাচ্ছে সমগ্র চা বাগানে।

*****

চা বাগান একই থাকে। বদলায় লোকজন। বদলায় মালিক। বদলে যায় সময়। রূপঙ্করের মনে পড়ে রে ব্রাডবেরির লেখা 'দেয়ার উইল কাম সফট রেইন' গল্পের কথা। মানুষ থাকে না। কিন্তু সবকিছু একই নিয়মে চলতে থাকে। দু'হাজার চব্বিশ সালে এসেও একইভাবে চলছে। কিন্তু স্মৃতি? এই পূর্ণবয়সে এসেও তাই মনে পড়ে সোমদির কথা। দিদিমার কথা।

মামাবাড়ি থেকে ফেরার সময় রূপঙ্করের হাতে দশ টাকা গুঁজে দিত দিদিমা। হাতখরচ। আর একটু বড় হলে দশ টাকা কুড়ি টাকায় বদলে গেল। যত বড় হয়েছে রূপঙ্কর, দিদিমার দেওয়া হাতখরচের টাকাও বেড়েছে। আজ দিদিমা নেই। ওই কোয়ার্টারে অন্য মানুষ থাকে। অথচ শেষবার, যখন দিদিমা বয়সের ভারে ন্যুব্জ, চোখে ভালো দেখতে পান না, কানে ভালো শুনতে পান না, রূপঙ্করকে চিনতেও পারেন না ভালো করে, সেইবার এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। ফেরার সময় প্রতিবারের মতোই দিদিমা কাছে ডাকল, তারপর হাতের মধ্যে গুঁজে দিল চকচকে হাজার টাকার নোট। কিন্তু এখন তো হাজার টাকার নোট হয় না! খটকা লাগায় রূপঙ্কর ভালো করে তাকিয়ে দেখে, আরে! এটা তো তার ছোটবেলার মৌরি লজেন্সের সঙ্গে ফ্রি পাওয়া সেই খেলনা টাকাগুলো! মামাবাড়িতেই রেখে যেত। আবার যখন আসবে তখন খেলবে বলে। কতদিন পর দেখল এগুলো! রূপঙ্কর দিদিমাকে মজা করে বলল, 'এটা তো খেলনা টাকা দিদিমা!'

'কেন একদিন তো এর জন্যই বায়না ধরতিস! আজ তোকে টাকা দিচ্ছি না, ছোটবেলাটাই ফিরিয়ে দিচ্ছি।'

আর কেউ কখনও রূপঙ্করকে ছোটবেলা ফিরিয়ে দিতে পারবে না। সোমদিরা মাধ্যমিকের পরই চলে গিয়েছিল কোয়ার্টার ছেড়ে। ওদের আর কোনওদিন খোঁজ পায়নি রূপঙ্কর। এমনকি ফেসবুক ঘেঁটেও খুঁজে পায়নি ওকে। সোমদিরা হারিয়ে যায়। শুধু এখনও সেই কাঞ্চন গাছটা আছে। একা। অকৃত্রিম।

রূপঙ্কর ওর গাড়ি থেকে নেমে একবার গাছটার সামনে এসে দাঁড়াল। সন্ধে হয়ে আসছে। এটা আর ওর মামাবাড়ি নয়। এখানে অন্য লোক থাকে। অন্য কোনও রূপঙ্করের মামাবাড়ি। বসন্তকালের বাউকুমটা বাতাস গায়ে এসে লাগছে। এ মরশুমের মতো কাঞ্চনফুলেরও সময় শেষ। ঠিক এমন সময় দুটো ফুল কী বুঝল কে জানে, ঝরে পড়ল ওর সামনে। ঝুঁকে কুড়িয়ে নিতে গিয়েও থমকে গেল রূপঙ্কর। তারপর দ্রুত গাড়িতে উঠে বসল। মনে পড়ল দিদিমার কথা। জানালা খুলে ঘুমোলে সকাল তাড়াতাড়ি হয়। এত তাড়াতাড়ি হয়, যে স্বপ্নগুলো আর দেখাই যায় না। গাড়ির জানলাটা উঠিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল রূপঙ্কর। দূরে তখন কার্সিয়াং পাহাড়ে আলো জ্বলে উঠেছে। কাঞ্চনফুলের মতোই সে আলো!

উত্তরের কবিমুখ

মানসী কবিরাজ

জন্ম মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। পড়াশোনা মালদা আর কলকাতায় মিলিয়ে মিশিয়ে। ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বিএসএনএলে চাকরি করতেন। স্বেচ্ছাবসর নিয়েছেন। পেশার সূত্রে শিলিগুড়িতে এসে স্থায়ী বসবাস। কবিতা লেখা শুরু লিটল ম্যাগাজিনের হাত ধরে। তারও আগে অবশ্যই স্কুল ম্যাগাজিনে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ সহ নানা নামী পত্রিকায় লেখালেখি। কবিতার পাঁচটি এবং গদ্যের একটি বই প্রকাশিত। পেয়েছেন রূপশালী স্মারক সম্মাননা ও রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার। আলসেমি খুবই প্রিয়। এছাড়া বই পড়ার পাশাপাশি, নিখাদ আড্ডাটাও প্রাণপ্রিয়। ইতিবাচকভাবে পিএনপিসি'ও (পরনিন্দা পরচর্চা)। অবসর জীবনে সাহিত্য সাধনাতেই সবচেয়ে বেশি মন দিতে চান। আর ঘোরাঘুরিতে। ইচ্ছে, কলমের সুবাদে প্রিয় উত্তরবঙ্গকে যতটা সম্ভব সবার সামনে বেশি করে তুলে ধরা।

ডুয়ার্স

সমস্ত প্রতিশ্রুতি থেকে সরে যায় খেলাদের রং
যেভাবে ধানখেত থেকে সরে যায় বর্ষার ছায়া
যেভাবে গজলডোবা থেকে সরে যায় পরিযায়ী
আবহ-সুবাস
পাতায় পাতায় জমে ধুলোর পরত
জঙ্গলে ছোপ ছোপ চিতা...

অসতর্ক রক্তের খেলা
শালপাতা জুড়ে
খিদেদের চোখমুখ আঁকে;
ডিএসএলআর ক্যামেরায় লেন্স জুম হয়
শীতকাল মজে যায়
আদিবাসী নাচ উৎসবে!

জঙ্গলের রানি
নিজেই নিজেকে লেখে...
কেটে ফেলা গাছের শিকড়ে

ইতস্ততভাবে...

কবিতা

ক্ষয়

মনোনীতা চক্রবর্তী

শূন্যের নীচে শূন্য, আর কাচভাঙা মাঝরাস্তায় পড়ে থাকা সোহাগ; দুটোই বিপজ্জনক-
একটি মায়ার মতো টেনে নেয় অদৃশ্যে,
অন্যটি মায়ার ভেতরেই আঘাত রাখে;
আর আমরা
সেই একই আলোকে ভালোবেসে
বারবারই অন্ধ হয়ে যাই।
নাম না-জানা এক নির্ভুল ক্ষয়

দুটোর মাঝখানে,
নিজেকেই অল্প অল্প করে কখন যে হারায়!
শূন্যের নীচে শূন্য, আর কাচভাঙা মাঝরাস্তায় পড়ে থাকা সোহাগ থেকে খুব সাবধান...

তোমাকে

ইলোরা ভট্টাচার্য

আমাদের রাস্তাগুলো চওড়া হয়।
আমরা অনেক বৃক্ষরোপণের কথা ভাবি।
ভাবি, আর ভালো থাকি।
আমাদের উপড়ে ফেলা গাছের গর্তে
মানুষসমান জল জমে যায়।

জারুলের ডালে দোল খায় ফিঙে।
আসা যাওয়ার পথে রোজ দ্যাখো তুমি।
যদিও ফিঙেটা, জারুল বা তোমাকে চেনে না,
বর্ণময় ত্রিভুজ নিমেষে ধরে রাখে সব।

মুছে ফেলা কথা বেদনার দানা
তুমি খুঁটে তুলে নাও দুই নখে
বিষাদের পাখিময় ডাকখোঁজে
কাতরতা, তবু বলো প্রেম নয়!

স্তব্ধতা
অশীতিপর বৃক্ষ
বৃষ্টি আনো
দাবানলে পুড়ে যায়
বন।

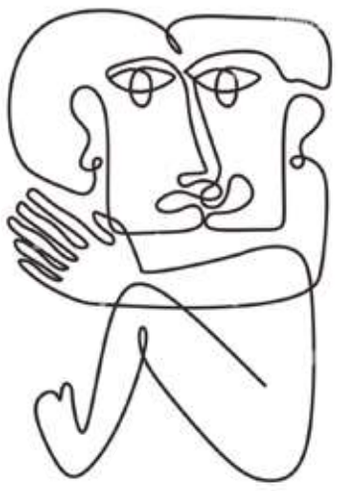

সদ্য সবুজের স্বপ্ন

দুর্জয় বর্মন

এই মাটিতে সৃষ্টি হবে সদ্য সবুজ প্রাণ।
বীজ বপনে হবে চারা
রোপণ হয়ে বাঁচতে চায় ওরা।
ওরাও মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়!
অন্তহীন বাঁচার স্বপ্ন
চায় ওরা সঠিক যত্ন।
সবুজের দানে অক্সিজেন ঋণ।
এসো আমরা বাঁচাই সবুজ
বাঁচি সবুজ প্রাণে।
ক্লোরোফিলের স্বপ্ন চোখে
বাঁচতে চায় ওরা হাসিখুশি মনে।
দুঃখ-যন্ত্রণা দিও না যেন,
ওদের যত্নই আমাদের রত্ন
বাস্তবায়িত হোক বাঁচার স্বপ্ন।

অতীতের সুখ স্মৃতি

রামকৃষ্ণ পাল

সুখ দুঃখে ভরা অতীতের স্মৃতি
কল্পনার কাব্যে গাথা,
আলোয় কালোয় কত অতীতের
রোমাঞ্চে মথিত ব্যথা।

গ্রামে ছোটবেলা হাসিখুশি মেলা
হেঁটে হেঁটে বহু দূরে,
তবু প্রাণে বাজে বেদনা মধুর
কত সুখ স্মৃতি সুরে।

আসবে না সেদিন আর কোনওদিন
সেই সুর ধ্বনি স্তব্ধ,
তার কেটে গেছে আজ সে বীণার
বোবা মন একা বদ্ধ।

এ জাবর কেটে রোমন্থনে বেশ
হেসে কেঁদে দিন যায়,
অতীতের স্মৃতি সুখে তাড়নায়
আধুনিক ফাঁসে হায়!

অণুগল্প

দাম্পত্য

ঋষিরাজ মোহন্ত

একঘেয়েমি অভ্যাস নিয়ে বাঁচে অমৃতা। বাচ্চা, রান্নাঘর, ছাপোষা পৃথিবী। রোজকার জীবন নিয়ে তিক্ত সোমনাথও। ফাইল, অফিসের চার দেওয়াল, ক্লান্তি। বাড়ি ফিরে সেই এক দৃশ্য, বাচ্চার পেছনে অমৃতার খাবার নিয়ে দৌড়। অমৃতা এখন রাতে কাছে এলে তাঁর শরীর থেকে যেন রান্নাঘরের ঝাঁঝালো গন্ধ আসে। বমি পায় সোমনাথের। তাঁকে সময় দেওয়ার বদলে আগেই ঘুমিয়ে পড়ে অমৃতা। সোমনাথের মুখে এসব এতক্ষণ শুনছিলেন আইনজীবী রৌনক চক্রবর্তী।

সোমনাথ অফিস মিটিং বলে কিছুদিন পূর্বার সঙ্গে কাটাবে রৌনকের পাশের ফ্ল্যাটে। পূর্বা আর সোমনাথ সহকর্মী। সে-ও সংসার জীবন থেকে মুক্তি পেতে সোমনাথের কাছে আসে ভালো সময় কাটাতে। আর মাত্র কয়েকটা মাস। তারপর রৌনক অমৃতাকে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে দেবে। চিরকালের মতো মুক্তি।

রৌনক তাঁর স্ত্রী ঊর্মি ও সন্তানদের নিয়ে সুখে সংসার করছেন। রোজ রাতে তাঁদের ভালোবাসার বাতালাপ, বাচ্চাদের হইহল্লা শুনতে পায় সোমনাথ। তবে এখনও তাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়নি। আজ সোমনাথ আর রৌনক পার্টিতে গিয়েছিল। রৌনক একটু বেশি ড্রিংক করে ফেলেছে। তাই ঘর পর্যন্ত ছাড়তে গেল সোমনাথ।

রৌনকের ফ্ল্যাটে ঢুকল। চারদিকে গুমোট অন্ধকার। রৌনকের হুঁশ নেই। এদিকে, তাঁর স্ত্রীকেও দেখা যাচ্ছে না। মোবাইলের ফ্ল্যাশ জ্বালল। লাইট জ্বালাতে গিয়ে একটা সুইচ টিপতেই গোটা ঘরে শুরু হল শব্দ। সেখানে রৌনক ও ঊর্মির কথোপকথন বাজছে। এরপর বাচ্চাদের হইহল্লা। মনে হল, এসব রেকর্ড করা। দেওয়ালে চোখ গেল সোমনাথের। ঊর্মি আর বাচ্চাদের ছবিতে মালা। রৌনককে বিছানায় শুইয়ে দিল। ফোনটা বেজে উঠল। পূর্বা। সোমনাথ যেন স্ব-ইচ্ছায় কেটে দিল।

ছায়ামূর্তি

আবু তাহের

ফাঁকা রাস্তা। বহরমপুর পেরিয়ে গঙ্গার ধার দিয়ে যাওয়ার সময় একটা মিষ্টি বাতাস চুলগুলো এলোমেলো করে দিচ্ছে তিয়াষের। খবরের অফিসের কাজ তাঁর। রাতে একটা খবর সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে। আকাশে মেঘ। এক্ষুনি যেন বৃষ্টি নামবে। গন্তব্যস্থল এখনও মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। সে কি কোথাও দাঁড়িয়ে যাবে? কিন্তু রাস্তার ধারে সেরকম ছাউনি নেই। গোরাবাজার ঘাটের কাছে একটা ছাউনি অবশ্য রয়েছে। কিন্তু তাঁর কাজ তো সেদিকে নয়। ভাবতে ভাবতেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল।

স্কোয়ারের পাশে একটা চায়ের দোকানে স্কুটিটা রেখে তিয়াষ বেঞ্চের উপর বসল। দোকানটা বন্ধ। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ের ঝাপটায় ওই দোকানের ত্রিপলের ছাউনি আন্দোলিত হচ্ছে। বৃষ্টির ছাট এসে লাগছে গায়ে। খবর সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে এরকমভাবে ফেঁসে যেতে হবে সে ভাবতে পারেনি। এই রাস্তায় কত মানুষের ভিড় থাকে অন্যসময়। এখন একেবারে নির্জন। হঠাৎ একটা আবছা ছায়ামূর্তি বিশ হাত দূরের জঙ্গলটার দিকে ঢুকে গেল নাকি! তিয়াষ একবার মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিল।

ছায়ামূর্তিটা তাঁর কাছে চলে এসেছে। সাদা কাপড়ে মাথাটা ঢাকা, শীর্ণকায় চেহারা। কে যেন তিয়াষের পুরো শরীরটা বরফের চাঁইয়ের মধ্যে চুবিয়ে দিয়েছে। মুখের দিকে তাকিয়ে চিনতে পারল তিয়াষ। এটা তো সেই লোকটা যাকে করোনা রোগী সন্দেহে শ্মশানে দাহ করতে দেয়নি পাড়ার ছেলেরা। ওকে নিয়েই তো খবর করেছিল তিয়াষ। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে তাঁর। একটু চা পেলে ভালো হত। অবয়বটা যেন ওর থেকে পাঁচ হাত দূরত্বে দাঁড়িয়ে বলল, 'একটা খবর করতে পারবেন? তিনকড়ি এখনও বেঁচে আছে, করোনায় তাঁর মৃত্যু হয়নি!'

১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে। ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com

ব্যাডমিন্টনের বাঁকবদল

তূণীর

পরিবর্তন ও বিবর্তন সময়ের অলঙ্ঘ্য নিয়ম। সময়ের দাবি মেনে, ব্যাডমিন্টনে দীর্ঘদিন ধরেই অধুনা প্রচলিত ঘরানা বদলের পরিকল্পনা চলছিল। অতীতে ২০১৮ ও ২০২১ সালে দু'বার নিয়ম বদলের চেষ্টাও হয়। ব্যাডমিন্টন সংস্থার নিয়মানুসারে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের সমর্থন ব্যতীত নতুন নিয়ম প্রয়োগ সম্ভব না। সেসময় সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে নিয়ম বদলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। চলতি বছরে পুণরায় ৩x১৫ নিয়ম প্রচলনের জন্য ভোট গ্রহণ হয়। অবশেষে ৩x১৫ ফর্ম্যাট, ১৯৮-৪৩ ব্যবধানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। দু'দশক বাদে, আবার পরিবর্তিত হবে ব্যাডমিন্টনের রীতিনীতি। নতুন নিয়মে খেলা হবে ২০২৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারি থেকে।

কেন এই পরিবর্তন?

দুনিয়া জুড়ে প্রায় সমস্ত খেলার সময় কমানোর চেষ্টা চলছে। টেলিভিশন সত্ত্বের ব্যবসায়িক স্বার্থ খেলাগুলোকে সংকুচিত করছে। টেলিভিশন সত্ত্বের সঙ্গে জড়িত ব্রডকাস্ট শিডিউল এবং অপারেশনাল কস্ট। এই তিনের সমীকরণ, খেলার দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করে। বর্তমানে মনোরঞ্জনের জন্য ক্রীড়াপ্রেমীরা যে সময় ব্যয় করছেন, তারমধ্যে থাকতে হবে টানটান উত্তেজনা, ভরপুর বিনোদন। তবেই খেলার সঙ্গে জুড়বে নতুন দর্শক, টিআরপি বাড়বে। যা বিশ্বব্যাপী খেলার প্রসারের সহায়ক।

বিগত দশকের মধ্যভাগে দেখা যায়, ব্যাডমিন্টনে দর্শকের আগ্রহ কমছে। ধারাভাষ্যকার ট্রেভর হ্যারিসের কথায়, '৪-১৩ ফলাফলে পিছিয়ে থাকা কোনও খেলোয়াড়ের পক্ষে প্রত্যাঘাতের সম্ভাবনা খুব কম। সেক্ষেত্রে ২১ পয়েন্ট আনুষ্ঠানিকতামাত্র। এমন একপেশে ম্যাচে টিআরপি পড়তে বাধ্য।' চলতি নিয়মে প্রথম ১১ পয়েন্টের বিশেষ তাৎপর্য থাকছে না। এহেন চিন্তাধারা থেকে, অতীতে ৫x১১ বা ৩x১৫ নিয়মের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

অন্যদিকে ব্যাডমিন্টনের বছরভর ঠাসা সফরসূচি খেলোয়াড়দের চোট প্রবণতা বাড়াচ্ছে। পুলেল্লা গোপিচাঁদের মত, 'নিরন্তর খেলে যাওয়া শরীরে এতটাই ধকল ফেলছে, যে তাঁরা ধারাবাহিক চোটের কবলে পড়ছে। খেলোয়াড়দের স্বার্থে, খেলাটাকে ছোট করা প্রয়োজন।' আজকাল প্রথম সারির অনেক খেলোয়াড় চোট এড়াতে সুপার ৫০০ বা সুপার ৩০০ থেকে নাম তুলে নিচ্ছেন। ফলে প্রতিযোগিতাগুলোর আকর্ষণ কমছে, গুণগত মান পড়ছে। ব্যাডমিন্টন টিআরপি হারাচ্ছে।

এবারে নতুন নিয়ম প্রবর্তনের পূর্বে, ক্লাবস্তরে বিভিন্ন ফরম্যাট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। পরিশেষে ৩x১৫-কে সমকালীন প্রেক্ষাপটে আদর্শ বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন নিয়মে ম্যাচের পয়েন্ট সংখ্যা গড়পড়তা ৩০% কমছে। ফলে কোনও ম্যাচের দৈর্ঘ্য এক ঘন্টার বেশি হওয়ার সম্ভাবনা কম। যা সম্প্রচারকারীদের নির্ঘণ্ট তৈরির সহায়ক। নতুন নিয়মে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়বে। অনেক বেশি গতিময় উত্তেজক র‍্যালি দেখা যাবে। অনিশ্চয়তা বাড়বে। অনেক বেশি অঘটন ঘটবে। ধারাভাষ্যকার স্টিন পেডারসনের কথায়, '(নতুন নিয়ম) দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে খেলার বিশ্বব্যাপী প্রচারে সহায়ক হবে। বিনিয়োগ কারীরা আকৃষ্ট হবে।'

খেলোয়ারদের উপর প্রভাব

পরিবর্তনের পর প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল ধারণার দ্বন্দ্ব চিরন্তন। বর্তমানে বিডাব্লুউএফ অ্যাথলেটিক্স কমিশনের নিবাচিত প্রতিনিধি পিভি সিন্ধু ব্যাডমিন্টনের সামগ্রিক প্রসারের জন্য পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। একইসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সবসময় পরিবর্তন মানেই প্রগতি নয়। তাঁর যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা, 'নতুন নিয়ম খেলার মাধুর্য, ছন্দ ও রণকৌশলের গুরুত্ব হ্রাস করতে পারে।'

ব্যাডমিন্টনকে অনেকে দাবার সঙ্গে তুলনা করেন। যেখানে চূড়ান্ত শারীরিক সক্ষমতার সঙ্গে যুযুধান দুই প্রতিপক্ষের উপস্থিত বুদ্ধি ও ধীশক্তির পরীক্ষা চলে। বর্তমান নিয়মে খেলোয়াড়েরা কোর্টের পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পর্যাপ্ত সময় পান। নতুন নিয়মে তাঁদের কোর্টে অতি দ্রুত থিতু হতে হবে।

ভবিষ্যতে খেলোয়াড়েরা দীর্ঘমেয়াদী সেট ভিত্তিক পরিকল্পনার বদলে প্রতিটা পয়েন্টকেন্দ্রিক রণকৌশল সাজাতে বাধ্য হবেন। প্রতিটা র‍্যালির গুরুত্ব বাড়বে। দীর্ঘ নান্দনিক ট্যাকটিকাল র‍্যালির সংখ্যা কমবে, পরিবর্তে গতিময় ছোট ছোট র‍্যালির সংখ্যা বাড়বে।

টোকিও অলিম্পিকের স্বর্ণপদক বিজয়িনী চেন উই ফেই নতুন নিয়মকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, 'বর্তমানের প্রায় দেড় ঘন্টা ব্যাপী অতিআক্রমণাত্মক ম্যাচ, জীবনীশক্তি নিংড়ে নেয়। পরিবর্তে উত্তেজনাপূর্ণ গতিময় ছোট ম্যাচ খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যের জন্য লাভজনক।' অন্যদিকে প্যারিস অলিম্পিকের স্বর্ণপদক বিজয়িনী অ্যান সে-ইউন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, 'আরও গতি, মানে অতিরিক্ত ভুলের সম্ভাবনা!' দৈর্ঘ্য ছোট হয়ে যাওয়ার জন্য খেলোয়াড়দের পক্ষে খারাপ শুরুর পর ম্যাচে ফিরে আসার সম্ভাবনা কমবে। ম্যাচের শুরুতে পয়েন্ট খোয়ালে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের উপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ বাড়বে, আত্মবিশ্বাস কমবে। ভুলের পুনরাবৃত্তি হবে। যাঁরা ঝুঁকিপূর্ণ উদ্ভাবনী কৌশলে প্রতিপক্ষকে বোকা বানিয়ে পয়েন্ট অর্জনের মতন মনস্তাত্ত্বিক খেলায় ভরসা রাখেন, তারা ভবিষ্যতে ঝুঁকিপূর্ণ শটের প্রবণতা কমাবেন।

বক্স-টু-বক্স ঝোড়ো ফ্ল্যাট শট, গতি কমানোর জন্য হঠাৎ ড্রপ শট ও ফিরতি হাই লিফ্টের উত্তরে ব্যাককোর্ট থেকে বিদ্যুৎ গতির জাম্প স্ম্যাশ। নতুন নিয়মে এই কম্বিনেশনের প্রাধান্য বাড়বে। খেলোয়াড়েরা বাঁধা ধরা ছকে, যন্ত্রবৎ ম্যাচ খেলে যাবেন। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞদের মতে নতুন নিয়মের ফলে; অতিআক্রমণাত্মক, বিস্ফোরক খেলোয়াড়দের সফল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভিক্টর লেই বিপরীত ঘরানার খেলোয়াড় হয়েও, নতুন নিয়মকেই স্বাগত জানিয়েছেন। অ্যানের বিরুদ্ধ মত পোষণ করে তিনি গতানুগতিকতার তত্ত্বকেই মান্যতা দিয়েছেন, 'আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি মানেই ভুল করার প্রবণতা বাড়বে, এমন না। বরং খেলোয়াররা ভুল করতেই চাইবেন না। ভীষণ গতানুগতিক খেলা হবে।' যদিও দ্রোণাচার্য কোচ বিনয় কুমার হতাশা প্রকাশ করে বলেছেন, 'খেলার শুরুতেই তুল্যমূল্য লড়াই খেলোয়াড়দের উদ্ভাবনী ক্ষমতা নষ্ট করে দেবে।'

অধিকাংশ ডাবলস খেলোয়াড়রা নতুন নিয়মে অসন্তুষ্ট। বর্তমান এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন সেও সোয়ান-জাই পরিবর্তনের যুক্তিখণ্ডন করে বলেছেন, 'তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় পুরুষ ডবলসে অঘটনের সম্ভাবনা কমবে। ছোট র‍্যালির ম্যাচ দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। দর্শক মনে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে!' ক্লাব পর্যায়ে ৩x১৫ নিয়মে খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন টোকিও অলিম্পিকের মিক্সড ডাবলসে স্বর্ণপদকজয়ী হুয়াং ডং-পিং, জাইকেই সমর্থন করেছেন।

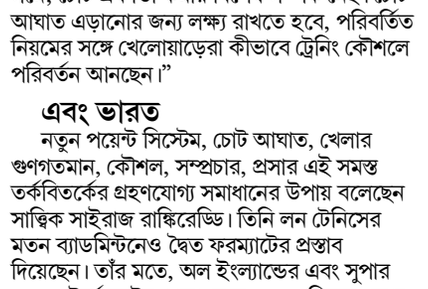

চোট ও ক্রীড়াবিজ্ঞান

সংক্ষিপ্ত ম্যাচ, অনেক খেলোয়াড়দের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠতে পারে। তারকা খেলোয়ারদের চোট থেকে রক্ষা করা গেলে, খেলার সর্বাত্মক প্রচার সম্ভব। সম্প্রতি টোকিও ও প্যারিস অলিম্পিকের স্বর্ণপদক বিজয়ী ভিক্টর এক্সেলসেন দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যের জন্য অকাল অবসর নিতে বাধ্য হলেন। জোনাথন ক্রিস্টি সেকথা স্মরণ করেই বলেছেন, 'যত দীর্ঘ ম্যাচ হয়, শরীর রিকভারির জন্য তত বেশি সময় নেয়। ম্যাচের সময় কমা আমাদের মতো বর্ষীয়ান খেলোয়ারদের জন্য আশীর্বাদ।"

চলতি নিয়মে ম্যাচে চলাকালীন খেলোয়ারদের ওয়ার্ম আপের সুযোগ থাকে। যেখানে খেলোয়াড়েরা ট্যাকটিক্যাল পয়েন্ট লস করে লম্বা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে পারেন। নতুন নিয়ম সেই অবকাশ দেবে না। বরং ম্যাচের গোড়াতেই অকস্মাৎ পেশীশক্তির সর্বাত্মক প্রয়োগ, অ্যাকিউট চোটের সম্ভাবনা বাড়াতে পারে। এছাড়াও ম্যাচের তীব্রতা যত বাড়বে খেলোয়াড়দের ম্যাচ পরবর্তী রিকভারি টাইমও তত বাড়বে।

ক্রীড়াবিজ্ঞানের শর্ত মানলে, বাস্তব চিত্র কিন্তু ক্রিস্টির আশানুরূপ নাও হতে পারে। বিডাব্লুউএফ মেডিকেল প্যানেলের প্রধান ড. নিয়েলস ক্রিস্টিয়ান কালডাউ-এর স্পষ্ট বিশ্লেষণ, 'পয়েন্ট সংখ্যা কমার সঙ্গে, চোট প্রবণতা কমার বিশেষ সম্পর্ক নেই। চোট আঘাত এড়ানোর জন্য লক্ষ্য রাখতে হবে, পরিবর্তিত নিয়মের সঙ্গে খেলোয়াড়েরা কীভাবে ট্রেনিং কৌশলে পরিবর্তন আনছেন।"

এবং ভারত

নতুন পয়েন্ট সিস্টেম, চোট আঘাত, খেলার গুণগতমান, কৌশল, সম্প্রচার, প্রসার এই সমস্ত তর্কবিতর্কের গ্রহণযোগ্য সমাধানের উপায় বলেছেন সাত্ত্বিক সাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি। তিনি লন টেনিসের মতন ব্যাডমিন্টনেও দ্বৈত ফরম্যাটের প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর মতে, অল ইংল্যান্ডের এবং সুপার ১০০০ টুর্নামেন্টের খেলা হোক ৩x২১ নিয়মে। আর সুপার ৫০০ বা ৩০০ খেলা হোক ৩x১৫ নিয়মে। এরফলে তাৎক্ষণিক চোটের সম্ভাবনা যেমন কমবে, তেমন খেলোয়াড়েরা পর্যাপ্ত রিকভারি টাইম পাবেন। এভাবে ওয়ার্কলোডে সামঞ্জস্য আনতে পারলে ক্রনিক চোটের সংখ্যা কমবে।

ফলাফলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে ভারতীয়দের জন্য এই মুহূর্তে ৩x১৫ নিয়ম লাভজনক। ক্যারিয়ারের গোধূলিবেলায় সিন্ধু দীর্ঘ ট্যাকটিকাল গেমপ্ল্যানের জন্য যতই বন্দিত হন না, বর্তমানে তিনি দীর্ঘ ম্যাচের ধকল সামলাতে পারছেন না। অতিরিক্ত ক্লান্তির জন্য তিনি তৃতীয় সেটে আত্মসমর্পণ করেছেন। নতুন নিয়মের ফলে তিনি দুটি ম্যাচের মাঝে পর্যাপ্ত রিকভারি টাইম পাবেন। অতি আক্রমনাত্মক সূচনা, বক্স-টু-বক্স গেম নিয়ন্ত্রণের সহজাত ক্ষমতা, তীব্র গতিময় ফ্ল্যাট শটের সঙ্গে ড্রপ শট মিশ্রণের দক্ষতা। নতুন নিয়ম লক্ষ্য সেনের জন্য আদর্শ। অন্যদিকে, আয়ুষ শেট্টি, তনভি শর্মা ও উন্নতি হুডার পক্ষে রয়েছে বয়স। সঠিক প্রশিক্ষণ পেলে তাঁরা সহজেই নিজেদের নতুন নিয়মের উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারবেন।

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিয়ম বদলায়। এই বদল কেবলমাত্র বহিরঙ্গের। অন্তরঙ্গে খেলার শাশ্বত আবেদন অপরিবর্তিত থাকে।

এক ম্যাচ, দুটি গোল, দুই মারাদোনা

অর্পণ গুপ্ত

একটাই ম্যাচ। অথচ দুনিয়া দেখল দু'-জন মারাদোনাকে। প্রথমজন চোর-জোচ্চর, দ্বিতীয়জন ঈশ্বর। শঙ্করীপ্রসাদ বসু পঙ্কজ রায় প্রসঙ্গে একটা কথা বেশ বলেছিলেন, 'পঙ্কজের ইনিংস মানে সেঞ্চুরি আর শূন্য। এটাই ওর কেরিয়ারের সারমর্ম', মারাদোনার নিয়তি নিশ্চিত এই ইংল্যান্ড ম্যাচ। একটা গোল হাত দিয়ে- জোচ্চর মারাদোনা, একটা গোল অফ দ্যা সেঞ্চুরি- ঈশ্বর মারাদোনা!

এস্তাদিও আজটেকা স্টেডিয়াম, মেক্সিকো সিটির সবচেয়ে সুন্দর আর বিশাল ছড়ানো গ্যালারির এই মাঠখানা ওই একটি ম্যাচের পর এমন জনপ্রিয় হল যে মাঠের পরিচর্যাকর্মী বললেন যে আগামী একশো বছর কেউ এই মাঠের পাশ দিয়ে গেলে মারাদোনার গল্প বলবে। অবশ্য, বিশ্বকাপ ফুটবলের ইতিহাস লিখতে বসলে যে ম্যাচটায় এসে থেমে গিয়ে, অনেকেই 'দ্য গ্রেটেস্ট ম্যাচ ইন দ্যা হিস্ট্রি অফ ফুটবল' তকমা দেবেন, সে ম্যাচের কাছে ইতিহাস নতজানু হবে এ আর নতুন কী!

ছিয়াশি-আমেরিকা মহাদেশ-আসছে বিশ্বকাপ। বিশ্বজুড়ে উন্মাদনার পারদ তুঙ্গে। বিশ্বকাপ হবার কথা কিন্তু ছিল কলম্বিয়ায়। চব্বিশ দল নিয়ে বিশ্বকাপ আয়োজনের ক্ষমতা না থাকায় তড়িঘড়ি আসর মেক্সিকোতে তুলে নিয়ে গেলেন ফিফা প্রেসিডেন্ট খোয়াও হ্যাভালাঞ্জ। গ্যালারি জুড়ে লাল-নীল-সাদা-হলুদ কাগজকুচির ঝকঝকে মেক্সিকো সিটি। কিন্তু এই চিত্রনাট্যের বহু আগে থেকেই একটা ধিকিধিকি আগুন কিন্তু জ্বলছিল। তখনও কেউ জানে না, এই বিশ্বকাপের মঞ্চে, কোয়ার্টার ফাইনালে দেখা হয়ে যাবে আর্জেন্টিনা আর ইংল্যান্ডের- নিয়তির কী খেলা!

ছিয়াশির এই বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি তখনও চারবছর। দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে প্রায় দেড়শো বছর ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শাসনে থাকা দ্বীপপুঞ্জ ফকল্যান্ডে সেনা নামাল আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনার দীর্ঘদিনের লড়াই ছিল এই দ্বীপের সার্বভৌমত্বের। তাঁদের দাবি ছিল যেহেতু তাঁদের দেশের ভূখণ্ড থেকে এই দ্বীপপুঞ্জের দূরত্ব মাত্র তিনশো মাইল এবং ইংল্যান্ড থেকে সেই দূরত্ব আঠারশো মাইলেরও বেশি, তাই ব্রিটিশ দখলদারি এই দ্বীপে আর রাখা যাবে না। আর্জেন্টিনা

১৯৮৬ বিশ্বকাপ, মুখোমুখি ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা। সেইসঙ্গে জড়িয়ে ফকল্যান্ড যুদ্ধ। 'স্মৃতির বিশ্বকাপ'-এর দ্বিতীয় পর্বে রইল সেই কথা।

আর ব্রিটেন দুই দেশেরই এই দ্বীপপুঞ্জের দিকে নজর থাকার মূল কারণ অবশ্য বন্দর, রফতানি দ্রব্যের জাহাজ ভেড়ানোর জন্য এর চেয়ে লোভনীয় অবস্থান আর কীই বা হতে পারে। আর্জেন্টিনার পক্ষে এই দাবি খানিক যুক্তিযুক্ত ছিল, কারণ ফকল্যান্ডের ভৌগোলিক পরিবেশ, সংস্কৃতি, ভাষা সবকিছুর সঙ্গেই আর্জেন্টাইন সংস্কৃতির মিল অনেক।

আর্জেন্টিনার সেনা মোতায়েনের পরই প্রত্যাঘাত শুরু করে ব্রিটেন। এই সময়ে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটায় তারা। মে মাসের ২ তারিখে ব্রিটিশ পারমানবিক সাবমেরিন এইচ এমএস কনকারার আর্জেন্টিনার এআরএ জেনারেল বেলগ্রানো জাহাজটিকে টর্পেডোর মাধ্যমে আঘাত করে এবং সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়। চোখের নিমেষে মৃত্যু হয় ৩২৩ জন আর্জেন্টাইনের। অথচ বেলগ্রানো জাহাজটি কিন্তু এই আক্রমণের সময়ে ফকল্যান্ডের দিকে যাত্রা করছিল এমন নয়, বরং ফকল্যান্ডের 'এক্সক্লুশান জোন'-এর একেবারেই বাইরে ছিল, সে অঞ্চলে জাহাজ চলাচলে বিধিনিষেধটুকু ছিল না। আর্জেন্টিনার ওপর ভয়ানক এই আক্রমণ নিয়ে ব্রিটিশ মন্ত্রকের অনুতাপ তো ছিলই না বরং তাঁরা সরাসরি জানায় বেলগ্রানো তাঁদের সেনাবাহিনীর জন্য বিপজ্জনক হতে পারত তাই এই সিদ্ধান্ত। এরপর টানা চুয়াত্তর দিন চলল যুদ্ধ। জুন মাসে যখন ব্রিটিশ সেনা রাজধানী স্ট্যানলিতে পৌঁছাল ততদিনে প্রায় সাড়ে ছ'শোর বেশি আর্জেন্টাইনের রক্তে ভিজে গেছে ফকল্যান্ডের মাটি। আর্জেন্টিনার সামনে আত্মসমর্পণ ছাড়া আর পথ ছিল না।

ঠিক এই সময়টায়, মারাদোনা কী করছিলেন? বিরাশির বিশ্বকাপ শেষের পর, আর্জেন্টিনা যখন ফকল্যান্ড যুদ্ধের ক্ষত সারিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে, মারাদোনা তখন উধাও। বিরাশি থেকে পঁচাশি তিনবছর আর্জেন্টিনা ফুটবল দলটার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কই নেই। ততদিনে আর্জেন্টাইন ফুটবলে বিশ্বজয়ী মেনোত্তির বদলে এসে গেছেন আরেক ক্ষ্যাপাটে ফুটবল জিনিয়াস- কার্লোস বিলার্দো। বিলার্দো এসেই ঘোষণা করে দিলেন তাঁর মারাদোনাকে চাই। এদিকে মারাদোনা তখন নাপোলিতে মোটামুটি থিতু। রেকর্ড ৬.৯ মিলিয়ান ডলারের অফারে নাপোলিতে গিয়ে মানিয়ে নিচ্ছেন দলের সঙ্গে। কিন্তু বিরাশির গোড়ার দিকের ফর্ম ফিরে পাচ্ছেন কই? হেপাটাইটিস সারিয়ে, গোড়ালির চোট স্ট্যাপ করে লোকটা ধুঁকছে। বার্সেলোনায় দুটো তিক্ত মরশুম কাটিয়ে চেহারা ভারী হয়ে গিয়েছিল অনেকটা। আর্জেন্টাইন মিডিয়া অবধি মোটামুটি মেনে নিয়েছিল যে কেরিয়ারের শেষে এসে গেছে মারাদোনা। বিলার্দো মানলেন না। এমনকি শুধু দলে নেওয়াই না ভাঙাচোরা একটা দলের ক্যাপ্টেন্সির আর্মব্যান্ডটাও তুলে দিলেন মারাদোনার হাতে। ক্ষোভে দলই ছেড়ে দিলেন আরেক তারকা পাসারেল্লা। কিন্তু কোনও এক জেদে মারাদোনা তখন বিভোর। ওজন কমাচ্ছেন, চোটের ট্রিটমেন্ট করাচ্ছেন। মিডিয়ার রটিয়ে দেওয়া আশি ডলার ঘুষের একটা বদনাম পিঠে নিচ্ছেন ক্রুশকাঠের মতো।

ঐতিহাসিক কোয়ার্টার ফাইনালের আগে, মারাদোনার নায়ক হয়ে ওঠার মঞ্চের পাশে কিন্তু দাঁড়িয়ে ছিলেন আরও অসংখ্য তারকা- ইংল্যান্ডের গ্যারি লিনেকার, ফ্রান্সের মিশেল প্লাতিনি, ব্রাজিলের সক্রেটিস-জিকো- কে নেই সেই তালিকায়- কিন্তু মারাদোনার ললাট-লিখন যেন লেখা হয়ে গিয়েছিল চারবছর আগেই- ফকল্যান্ড যুদ্ধে যখন আর্জেন্টাইনদের রক্তস্রোত বইছে, মারাদোনা তখন নিশ্চুপ। একটাও পাবলিক স্টেটমেন্ট নেই। এই বিশ্বকাপটাই ছিল জবাব দেওয়ার মঞ্চ।

ইংল্যান্ডের ওই শ্রেষ্ঠ দলটা, লিনেকার-পিটার শিল্টন-টেরি বুচার-গ্লেন হডল- যাদের ভাবা হচ্ছিল সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন- তাঁদের চোখের সামনে দিয়ে মারাদোনা হাত দিয়ে গোল করলেন। ইংল্যান্ড ফুঁসছে ক্ষোভে, রেফারি আর লাইন্সম্যান বাদে সারা বিশ্ব দেখল ঘটনাটা, কিন্তু তার আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে গেল সব্বাই। মারাদোনা যেন ধর্মের উর্দ্ধে উঠে সেই ধর্মযাজক, অনেক বছর পর যিনি আলতো হেসে অবলীলায় বলে দিচ্ছেন এটা ঈশ্বরের হাত। আসলে বেলগ্রাডোর গায়ে যে অনৈতিক টর্পেডো বিঁধেছিল চার চারটে বছর আগে গোলটা ছিল তার বিরুদ্ধে স্টেটমেন্ট- দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল বিশেষজ্ঞ টিম ভিকেরি বলছেন, '…it was like sending a message to his compatriots saying 'We're smarter than the British'

ইতিহাসের বৃত্ত সম্পূর্ণ করার জন্য কিন্তু এই একটা গোল যথেষ্ট ছিল না। মারাদোনার জন্য, আর্জেন্টিনার জন্য দরকার ছিল এমন এক মুহূর্ত যা চিরকালের মতো প্রতিরোধের একটা স্টেটমেন্ট হয়ে থাকবে, মারাদোনাকে 'ভিলেন' থেকে 'ঈশ্বর' বানাবে। আর এই ভিলেন থেকে ঈশ্বর হয়ে ওঠার পথটা মারাদোনাই গড়ে নিলেন। কয়েক মিনিট পর। গোল অফ দ্যা সেঞ্চুরি – আজও যা বিস্ময়! ব্রিটেনের ঔদ্ধত্য আর বিশ্বের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে একটা জোরালো প্রতিবাদ। নিজের আত্মজীবনী 'এল ডিয়েগো'-তে মারাদোনা লিখছেন- 'This was our revenge…'

বিরাশিতে যখন স্পেনের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল আর্জেন্টিনার ফুটবল দল তখন ফকল্যান্ড যুদ্ধ চলছে, প্রতিদিন খবর আসছে মৃত্যুর, মারাদোনা চেয়েছিলেন বিশ্বকাপে অংশ না নিয়ে প্রতিবাদ জানাতে, কিন্তু তৎকালীন অধিনায়ক পাসারেল্লা শোনেননি কথা। পরে তিনি স্বীকার করেছিলেন, 'যেখানে আমাদের এত শিশুর মৃত্যু হচ্ছে সেখানে আমাদের বিশ্বকাপ খেলার সিদ্ধান্তই ছিল ভুল'।

মারাদোনা জানতেন ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য নিয়তিই তাঁকে টেনে এনেছিল ছিয়াশিতে আর সেই নিয়তিই তার সামনে এনে দেয় ইংল্যান্ডকে। অনেক বছর পর, ২০০৫ সালে মার দেল প্লাতায় এক সম্মেলনে এসেছিলেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ (George Bush)। ইরাক যুদ্ধে বুশের তৎপরতায় বিশ্বজুড়ে তখন সমালোচনার ঝড়। আতলান্তিক উপকূলে আর্জেন্টিনার ওই ছোট্ট শহরে সেই ঝড় আছড়ে পড়েছিল। বুশের বিরোধিতায় কয়েক হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ-মিছিল করেন। সে মিছিলের একেবারে সামনে 'স্টপ বুশ' লেখা টি-শার্ট পরে হাঁটতে থাকেন মারাদোনা। 'স্টপ বুশ'-এর এস শব্দটি নাৎসিদের স্বস্তিকা চিহ্ন। বুকের বাঁ-দিক ঠুকে বলেন, 'যাঁরা ফিদেল কাস্ত্রোর বন্ধু, তাঁরা আমারও বন্ধু, আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ আমি মানি না'।

আজীবন একরোখা, জেদি, বেপরোয়া মারাদোনা- যে মারাদোনা ফুটবলের উর্দ্ধে বিশ্বের জনপ্রিয়তম চরিত্র, যার কাঠামোয় লেগে আছে রাজনীতি আর সংগ্রামের মাটি- সেই মারাদোনার জন্ম হয়েছিল ওই ম্যাচটিতে। মেক্সিকোর এস্তাদিও আজটেকা স্টেডিয়াম জানে, পেত্রোগ্রাদ যেমন লেনিনকে জন্ম দিয়েছিল, এই মাঠের প্রতিটি ঘাস জন্ম দিয়েছিল এক ফুটবল বিপ্লবীর, গোল অফ দ্যা সেঞ্চুরির পর ঐ দৌড়টাই যে হয়ে গেল সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের চিরকালীন অবয়ব।

১৯৮৬ বিশ্বকাপে মারাদোনার করা 'গোল অফ দ্য সেঞ্চুরি'

ফকল্যান্ড যুদ্ধ

বিতর্কিত হ্যান্ড অফ গড

জয়ই পাখির চোখ দুই স্প্যানিশ ট্যাকটিশিয়ানের

বহুদিন পর ডার্বিতে বাগানের থেকে এগিয়ে ইস্টবেঙ্গল

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ মে : 'কল্যাণ চৌবের কপাল দেখেছেন! চ্যাম্পিয়ন কে হবে, তার নির্ণায়ক ম্যাচ হতে চলেছে ডার্বি। আপনাদের আমলে এমনটা হয়েছে কখনও?'

শুনে কাষ্ঠহাসি এফএসডিএলের এক বড় কর্তার। দিন কয়েক আগে তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনিই আগ বাড়িয়ে জানতে চাইলেন, 'কেমন চলছে আইএসএল?' তাঁর প্রশ্নের প্রত্যুত্তরেই এই প্রতিবেদক বলে উপরের কথাগুলি। ঘটনা হল, ডার্বি নিয়ে মাতামাতি থাকলেও কোনওদিন চ্যাম্পিয়নশীপের টক্কর দিতে এর আগে স্টেডিয়ামে আসার সৌভাগ্য হয়নি লাল-হলুদ সমর্থকদের। তেমনি আবার নিজেদের মান বাঁচানোর লড়াইয়েও নামতে হয়নি মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবর্তনের মতো শেষপর্যন্ত কি কলকাতা ফুটবলও দেখতে চলেছে পালাবদল? এই প্রশ্নে এখন এতটাই উত্তাল কলকাতা তথা রাজ্যবাসী যে ম্যাচের উত্তেজনায় গা সেঁকে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত আসতে চলেছেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী থেকে ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ও আরও বহু হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রীরা। ফলে ডার্বির যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনজুড়ে যেন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই স্টেডিয়ামের লবিতে পা রাখার মুখের দেওয়ালে লাগানো বিশালাকার 'ব' খুলে ফেলে অশোকস্তম্ভ লাগিয়ে ফেলা হয়েছে। এই কর্মী জানালেন, এত দ্রুত চারপাশে আলো লাগানো যাবে না, তাই দূর থেকে এর উপরে আলো ফেলা হবে। তাঁরাও খানিকটা যেন চাপে বলে মনে হল।

তবে অবশ্যই মোহনবাগান কোচ-ফুটবলারদের মতো নয়। আইএসএলের ইতিহাসে এই প্রথমবার তারা আন্ডারডগ হিসেবে মাঠে নামবে। যা ম্যাচের আগেই প্রায় হারের শামিল। এতদিন পাশে থাকা সমর্থকরা যে মুখ ফিরিয়েছেন, সেটাও বেশ বুঝতে পারছেন তাঁরা। তাই সের্জিও লোবেরা বলেই দিলেন, 'এখন আমরা কেন শ্রেষ্ঠ সেটা প্রমাণ করতে হবে। সমর্থকদের জন্য ট্রফি জিততে হবে। কারণ ওটা ওদের প্রাপ্য। রবিবার দুটো সেরা দলের মধ্যে লড়াই হবে।' তাঁর দলের একমাত্র সোনালি আলো আপুইয়ার ফিট হয়ে ডার্বিতে মাঠে নামা। স্বাভাবিকভাবেই ফুরফুরে মেজাজে অস্কার ব্রুজোঁ। এই প্রথমবার ইস্টবেঙ্গল শিবিরের মেজাজই বলে দিচ্ছে, কতটা চাপমুক্ত হয়ে খেলতে নামবে তাঁরা। জিতলে তো কথাই নেই, ড্র করলেও অ্যাডভান্টেজ অস্কারের দলের। কারণ গোল পার্থক্যে মোহনবাগানের (+১৩) থেকে অনেকটা এগিয়ে ইস্টবেঙ্গল (+১৮)। এতকিছুর পরেও অবশ্য জয় ছাড়া আর কিছুই ভাবছেন না লাল-হলুদ কোচ। কারণটাও নিজেই বললেন, 'এই ম্যাচটা হেরে গেলে লিগ টেবিলের এমন অবস্থা যে আমরা রানার্স দূরের কথা পাঁচ নম্বরেও চলে যেতে পারি। কারণ মুম্বই সিটি এফসি ও পাঞ্জাব এফসি এখনও দৌড়ে আছে।' তাঁর দলের সমস্যা হল মাঝমাঠে একাধিক ডার্বি খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাউল ক্রেসপো ও নাওরেম মহেশ সিংয়ের না থাকা। সঙ্গে কার্ড সমস্যায় নেই সৌভিক চক্রবর্তীও। সঙ্গে চিন্তা থাকছে মাথা গরম করার প্রবণতা নিয়েও। শুধু মিগুয়েল ফিগুয়েরাদের নয়, তাঁর নিজেরও। তবে এবার বোধহয় রেফারিং নিয়ে খুব বেশি অভিযোগ করার সুযোগ তাঁদের নেই। এবার এখনও পর্যন্ত ৯টা পেনাল্টি পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। সেখানে মোহনবাগানের ভাঁড়ারে নেই একটাও। এই সব নিয়ে এতদিন অভিযোগ আসত ইস্টবেঙ্গলের তরফে, সেটাই এবার এল মোহনবাগান মিডিয়া ম্যানেজারের কাছ থেকে।

এতটাই চাপে দল যে পালাবদলের হাওয়া ম্যানেজমেন্টের ভাবনাচিন্তাতেও। সম্ভবত প্রথমবার ডার্বির আগে যুবভারতীর অনুশীলনে এলেন মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত। টুটু বোসের মৃত্যুতে যে ড্যামেজ হয়ে তা ঠিক করার পাশাপাশি সমর্থকদের ক্ষোভ প্রশমিত করা ও মাঠমুখী করতেই আগ্রহ থেকেই সম্ভবত ক্লাব সভাপতিকে অনুশীলনে নিয়ে আসা। সবমিলিয়ে বহুদিন পর রাজ্যে ঘটে চলা নান নতুনত্বের সঙ্গে এক নতুন ধারার ডার্বি চাক্ষুষ করতে চলেছেন এদেশের ফুটবল সমর্থকরা। দুই স্প্যানিশ ট্যাকটিশিয়ান শেষপর্যন্ত হাতের কোন তাসটা বার করে বাজিমাৎ করেন, তার উপরেই নির্ভর করবে ম্যাচের ভাগ্য।

আইএসএলে আজ

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও ফ্যানকোড অ্যাপ

মোহনবাগান ডিফেন্সকে ভরসা দিতে তৈরি হচ্ছেন আলবার্তো রডরিগেজ।

রবিবাসরীয় মহারণের আগে

আত্মবিশ্বাসী আলবার্তো, চাপমুক্ত রশিদ

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৬ মে : চাপ শব্দটা দুইজনের কারও অভিধানে নেই। রবিবার বাঙালির আবেগের মহারণ। তার আগে দুইজনেই রয়েছেন খোলামেলা মেজাজে।

একজন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট রক্ষণের স্তম্ভ আলবার্তো রডরিগেজ। আরেকজন ইস্টবেঙ্গলের মিডফিল্ডের ভরসা মহম্মদ বসিম রশিদ। রবিবাসরীয় ডার্বির আগে দুইজনকেই দেখা গেল খোলা মেজাজে। খেতাব জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী।

মোহন জনতার কাছে অত্যন্ত ভরসার নাম আলবার্তো। কেউ তাঁকে ডাকেন মনস্টার, আবার কেউ ডাকেন চাইনিজওয়াল। সারা গায়ে অসংখ্য ট্যাটু। চোখেমুখে সবসময় আগ্রাসনের ছাপ। ডার্বির আগে চাপে না ভুগে আত্মবিশ্বাসী বাগান রক্ষণের স্তম্ভ। তাঁর কথায়, 'ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ম্যাচ আমাদের সবসময় বাড়তি অনুপ্রেরণা জোগায়। ডার্বিতে যে জিতবে, তারাই হয়তো চ্যাম্পিয়ন হবে। আমরা সবসময় ট্রফি জিততে চাই। ডার্বিতে নিজেদের সবটা উজার করে দেব।'

এবারের ডার্বিতেই আইএসএলের খেতাব নির্ধারণ হবে। এই প্রথমবার আইএসএল ডার্বির আগে খানিকটা হলেও ব্যাকফুটে মোহনবাগান। বাগান ফুটবলারদের শরীরীভাষায় আত্মবিশ্বাসের অভাব সুস্পষ্ট। অনুশীলনে নিজেদের চাপমুক্ত রাখার চেষ্টা করে গেলেন দিমিত্রিস পেত্রাতোসরা। ব্যতিক্রম কেবল আলবার্তো। শুধু মুখে নয়, পুরো অনুশীলনে তিনিই যেন দলের অঘোষিত নেতা।

ডার্বিতে আলবার্তোর লড়াইটা কিন্তু ইউসেফ এজেজ্জারির সঙ্গে হতে চলেছে। লাল-হলুদের মরোক্কান গোলমেশিনের কিন্তু ১০ গোল হয়ে গিয়েছে। যদিও তারমধ্যে ছয়টা পেনাল্টি থেকে। এই মরোক্কান গোলমেশিনকে আটকাতে লোবেরার বাজি আলবার্তো। বাগানের স্প্যানিশ ডিফেন্ডার লড়াইটা উপভোগ করছেন। তিনি বলেছেন, 'ফর্মে থাকা স্ট্রাইকারদের বিরুদ্ধে খেলতে আমার ভালো লাগে। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে আরও বেশি মনোযোগ দিয়ে খেলতে হবে। কোনওভাবে ওদেরকে পেনাল্টি উপহার দেওয়া যাবে না।'

উলটোদিকে ইস্টবেঙ্গল তারকা রশিদ কিন্তু মোহনবাগানের বিরুদ্ধে নামার আগে দলকে সতর্ক করেছেন। এই প্রথমবার আইএসএল ডার্বির আগে ইস্টবেঙ্গল ফুরফুরে মেজাজে। ডার্বি ড্র করলেও খেতাব জয়ের ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে থাকবে তারা। তবে ড্রয়ের মানসিকতা নয়, সতীর্থদের জেতার মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামার কথা বলছেন রশিদ। প্যালেস্টাইন মিডিওর কথায়, 'ডু অর ডাই ম্যাচ। নিজেদের সেরাটা দিয়ে খেলতে হবে। আমরা পূর্ণশক্তি দিয়েই লড়াই করব। এই ম্যাচের ফলই সম্ভবত চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণ করবে।'

জেমি ম্যাকলারেন, জেসন কামিন্স সমৃদ্ধ মোহনবাগান আক্রমণকে আটকাতে অস্কারের ভরসা রশিদ। ডিফেন্ডারদের সামনে বড় চেহারা নিয়ে খেলাটা নিয়ন্ত্রণ করেন। রশিদ থাকলে লাল-হলুদ প্রাণভোমরা মিগুয়েলকেও অনেকটা খোলা মনে খেলতে দেখা যায়। ডার্বির আগে কোনও বাড়তি চাপ নিচ্ছেন না তিনি। রশিদ বলেছেন, 'এই ধরনের ম্যাচ খেলতে সব ফুটবলারই ভালোবাসে। পরিবেশটাই অসাধারণ। অতিরিক্ত কোনও চাপ নয়, হালকা মেজাজে থাকতে হবে।'

আলবার্তো ও রশিদ দুজনেই ভারতে আসার আগে ইন্দোনেশিয়ান লিগে খেলেছেন। একাধিকবার পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছেন। পরিসংখ্যান বলছে, ভারতে আসার আগে দুই তারকার মুখোমুখি লড়াইয়ে অপরাজিত রয়েছেন আলবার্তো। ভারতে আসার পরেও সেই ধারা বজায় রেখেছেন তিনি। তবে রবিবার কি হবে? আলবার্তো ছন্দ বজায় রাখবেন? নাকি প্রথমবার স্প্যানিশ ডিফেন্ডারকে টেক্কা দেবেন রশিদ। উত্তরের অপেক্ষায় ফুটবল মহল।

ইস্টবেঙ্গলকে মাঝমাঠের দখল এনে দিতে প্রস্তুতিতে মহম্মদ বসিম রশিদ। -ডি মণ্ডল

আইপিএল ফাইনালে আমন্ত্রিত নকভি!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মে : উপলক্ষ্য ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার বোর্ড মিটিং। বড় অঘটন না হলে সেই বৈঠকের জন্যই আহমেদাবাদে হাজির হওয়ার কথা পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভির। শুধু আইসিসি-র বোর্ডের বৈঠকে যোগ দেওয়াই নয়, আগামী ৩১ মে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে আইপিএল ফাইনালের আসরেও নকভিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র মারফত আজ এই খবর জানা গিয়েছে। যদিও পিসিবি প্রধান শেষ পর্যন্ত ভারতে আইসিসি-র বৈঠকে যোগ দিতে আসবেন কি না, এখনও স্পষ্ট হয়নি।

গত এপ্রিল মাসে কাতারের দোহায় হওয়ার কথা ছিল আইসিসি বোর্ডের বৈঠক। সেই সময় আমেরিকা বনাম ইরান যুদ্ধ চলছিল প্রবলভাবে। সেই যুদ্ধের কারণেই সেই সময় আইসিসি-র বোর্ড মিটিং স্থগিত হয়ে যায়। সেই বৈঠকই চলতি মাসে আহমেদাবাদে হতে চলেছে। বৈঠকে হাজির হওয়ার জন্য সব দেশের প্রতিনিধিদেরই আমন্ত্রণ জানিয়েছে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। আইসিসির বৈঠকে-র ঠিক পরই মোদি স্টেডিয়ামে রয়েছে চলতি আইপিএলের ফাইনাল। আগামী ৩১ মে সেই ফাইনালে কোন দুই দল পরস্পরের বিরুদ্ধে নামবে, এখনও অজানা দুনিয়ার। তার আগে আইপিএল ফাইনালের আসরে পিসিবি প্রধানকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ক্রিকেট সমাজে হইচই ফেলে দিয়েছে বিসিসিআই। সচিব দেবজিৎ সইকিয়ার সঙ্গে এই ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেছেন, 'রীতি মেনে আমরা সকলকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছি।'

লিটনের শতরান

চট্টগ্রাম, ১৬ মে : পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং বিপর্যয় সামলে বড় ইনিংস বাংলাদেশের। এদিন বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে ২৭৮ রানে পৌঁছায়। বড় রান পাননি নাজমুল হোসেন শান্ত (২৯), মুশফিকুর রহিমরা (২৩)। ব্যতিক্রম লিটন দাস (১২৬)। দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে পাকিস্তানের সংগ্রহ বিনা উইকেটে ২১ রান।

লোবেরার চোখে বড় ম্যাচই ফাইনাল

চাপে থাকবে বিপক্ষ, বলছেন ব্রুজোঁ

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ মে : দেড় বছর আগে এমনই এক ডার্বির সকালে কলকাতায় পা রেখেছিলেন অস্কার ব্রুজোঁ। বিকেলে লাল-হলুদের ডাগআউটে। সেদিন ম্যাচটা জিততে পারেনি ইস্টবেঙ্গল।

পরদিন সকালেই দল নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছিলেন অস্কার।

সম্মুখসমরে

ম্যাচ ৩৯০
ইস্টবেঙ্গল জয়ী ১৩৫
মোহনবাগান জয়ী ১৩২
ড্র ১২৩

ইস্টবেঙ্গলের গোল ৩৩৯
মোহনবাগানের গোল ৩৪৩

আইএসএলে

ম্যাচ ১০
মোহনবাগান জয়ী ৯
ইস্টবেঙ্গল জয়ী ০
ড্র ১

মোহনবাগানের গোল ২৩
ইস্টবেঙ্গলের গোল ৫

অনুশীলনে সতর্ক নজর মোহনবাগানের কোচ সের্জিও লোবেরা (বাঁয়ে) ও ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁর। -ডি মণ্ডল

লড়াইটা শুরু সেদিনই। গত দেড় বছরে ইস্টবেঙ্গলকে আমূল বদলে দেওয়ার অন্যতম কারিগর ব্রুজোঁই। আইএসএলের ইতিহাসে সম্ভবত এবারই প্রথম ডার্বিতে ফেভারিট হিসেবে নামছে ইস্টবেঙ্গল। অদ্ভুত সমাপতন এটাই যে, সিদ্ধান্ত বদল না হলে এই ইনিংসে এটাই সম্ভবত লাল-হলুদের ডাগআউটে অস্কারের শেষ বড়ম্যাচ। ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে স্প্যানিশ কোচ বলছিলেন, 'এই ডার্বি আমার কাছে একাধিক কারণে বিশেষ। একজন কোচ হিসেবে টেকনিকাল বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার পাশাপাশি আমি ভীষণ আবেগপ্রবণ মানুষ। ইস্টবেঙ্গলকে আমি অনুভব করতে পারি। নিজেকে একজন সমর্থক বলে মনে করতেই ভালো লাগে।'

পরিস্থিতির নিরিখে নিঃসন্দেহে অনেক খোলা মনে বড় ম্যাচে মাঠে নামবে ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচের আগে অস্কার রীতিমতো হুংকার ছুড়ে দিলেন, ডার্বিতে চাপে থাকবে মোহনবাগান। ব্রুজোঁর কথায়, 'মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন দল। শক্তির বিচারে অনেক এগিয়ে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য দল তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে আমি মরশুমের শুরু থেকেই বলে আসছি যে যদি প্রথম ছয়ে শেষ করতে পারি সেটাই অনেক। সেই লক্ষ্য পূরণ হয়ে গিয়েছে। আমাদের সামনে এখন স্বপ্নপূরণের সুযোগ। আমাদের লক্ষ্য দুটি, এক লিগ জেতা এবং দ্বিতীয়টি আগামী বছর এএফসি প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পাওয়া। তাই আমরা এটাকে চাপ হিসেবে দেখছি না। বরং মোহনবাগানই চাপে থাকবে।'

উলটোদিকে মোহনবাগান কোচ সের্জিও লোবেরার চোখে ডার্বিই এবার আইএসএলের ফাইনাল। সবুজ-মেরুনের স্প্যানিশ কোচ বলেছেন, 'আমরা এখন যে পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তাতে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচটাই আমাদের জন্য ফাইনাল। অর্থাৎ জিততেই হবে। ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামতে তৈরি আমরা।' মুখে আত্মবিশ্বাসের কথা বললেও লোবেরার চোখে মুখে ফুটে উঠল চিন্তার ছাপ। তাঁকে এমন কথাও বলতে শোনা গেল, 'গোলের সামনে আমাদের আরও নিখুঁত হতে হবে। কখনো-কখনো আমাদের ভুলেই ম্যাচের শেষ দিকে প্রতিপক্ষ সুযোগ তৈরি করছে, গোলের মুখ খুলে ফেলছে, এই বিষয়গুলো শুধরোতে হবে।' অর্থাৎ স্পষ্ট, এমন বেশ কিছু বিষয় ডার্বির আগে ভাবাচ্ছে লোবেরাকে।

সেখানে আইএসএল জেতার মুখে দাঁড়িয়ে আরও বেশি সতর্ক অস্কার। বলেছেন, '২০১৮-'১৯ মরশুমে আই লিগে শেষ মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গলের খেতাব হাতছাড়া হয়। এই মরশুমের শুরু থেকে খেতাব জিততে লড়ছি আমরা। দুটো প্রতিযোগিতার ফাইনালে হেরেছি। আশা করি এবার সেই ছবিটা বদলাবে। আইএসএলে ইস্টবেঙ্গল কখনও মোহনবাগানকে হারাতে পারেনি। সেটাও বদলাবে এবার।' ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গলকে নিয়ে লোবেরার বিশ্লেষণ, 'এবার মরশুমের শুরু থেকেই এটা আমাদের মাথায় ছিল যে শিরোপা জিততে হলে ইস্টবেঙ্গলকে হারাতে হবে। শেষ পর্যন্ত সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আমরা।' ভারতের প্রথম দল হিসাবে টানা তৃতীয়বার দেশের সর্বোচ্চ লিগ জয়ের মুখে দাঁড়িয়ে মোহনবাগান। লোবেরাও জানালেন ইতিহাসের পাতায় নাম তুলতে বদ্ধপরিকর তাঁর দল।

বড় ম্যাচ দেখতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায় ও সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ মে : কল্যাণ চৌবেকে দেখা গেল ঘুরে ঘুরে দেখছেন ডার্বি আয়োজনের শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি।

তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে ডুরান্ড কাপ থেকে আইএসএল, কখনোই এই স্টেডিয়ামে পা দেওয়ার সেভাবে সুযোগ পাননি তিনি। স্বাভাবিকভাবেই এখন এআইএফএফের টুর্নামেন্টে তিনিই 'বরকর্তা।' এদিন স্টেডিয়াম পরিদর্শনের পর সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ বলেছেন, 'এমন একটা পরিস্থিতিতে বড় ম্যাচ হচ্ছে যেখানে যে দল জিতবে তাদেরই আইএসএল জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে। আইএসএলের ইতিহাসে এই ছবি প্রথমবার। আশা করি বাংলার ফুটবলপ্রেমীরা একটা ভালো ম্যাচের সাক্ষী থাকবে।'

তাঁর রাজনৈতিক দলেরও হেভিওয়েট সব মন্ত্রীরা সম্ভবত আসতে চলেছেন রবিবাসরীয় সন্ধ্যায়। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ফেডারেশনের আমন্ত্রণে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল উপস্থিত থাকবেন। ম্যাচ সেরার হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। তাই নিরাপত্তা যাতে নিশ্ছিদ্র থাকে, সেই বিষয়গুলোও দেখেশুনে স্টেডিয়াম ছাড়লেন কল্যাণ। ভোট পরবর্তী সময় এখনও মুখ্যমন্ত্রী ও বিধানসভার সদস্যদের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। যে কারণে রবিবার স্টেডিয়ামে বেশ কড়াকড়ি থাকবে। এর জেরে খেলা দেখতে আসা সমর্থকদেরও ভোগান্তির মুখে পড়তে হতে পারে।

রাজ্যে সরকার বদলের পর পরিবর্তন অবশ্য সর্বত্র। স্টেডিয়ামের দেওয়ালের লোগো থেকে বিভিন্ন ছবিতে বদল। আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নানা ছবি। এর সঙ্গে ভালো দিক হল, ২০১৭ সালে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের পর স্টেডিয়াম নতুন করে সেজে ওঠার পর এই প্রথমবার গ্যালারিতে জল থাকছে। এদিন আয়োজক মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের তরফে এই কথা জানানো হয়, তারা গ্যালারিতে জলের ব্যবস্থা করছেন। ফলে এই গরমে জলের কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পাবেন সমর্থকরা। মোট ৬২ হাজার ২০০ টিকিট বাজারে ছাড়া হয়েছে। যার সবটাই নিঃশেষিত বলে দাবি করা হচ্ছে। যদিও বহু কর্তার হাতে প্রচুর সংখ্যায় টিকিট এদিন বিকেলেও দেখা গেছে। আয়োজক মোহনবাগান হলেও পঞ্চাশ শতাংশ টিকিট দেওয়া হয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে। ফলে রবিবার সন্ধ্যায় দুই পক্ষই যে এসে মাঠ ভরিয়ে ফেলবেন তা বলাই বাহুল্য।

এদিকে, শনিবার ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে ইস্টবেঙ্গলের উদ্যোগে মোহনবাগানের প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত স্বপনসাধন ওরফে টুটু বোসের স্মরণে নীরবতা পালন করা হয়। রবিবার ম্যাচের আগেও এক মিনিট নিরবতা পালন করা হবে বলে জানালেন এআইএফএফ সভাপতি। তিনি বলেছেন, 'মোহনবাগান ক্লাবের তরফে আবেদন জানানো হয়েছিল। কলকাতা ময়দানে টুটু বোসের অবদান অনস্বীকার্য। ফেডারেশন তাঁকে সম্মান জানাবে।'

প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন কল্যাণ

বিশ্ব বাংলার লোগো সরিয়ে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শোভা পাচ্ছে অশোকস্তম্ভ।

এফএ কাপ চ্যাম্পিয়ন সিটি

লন্ডন, ১৬ মে : মরশুমে দ্বিতীয় ট্রফি জিতল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। শনিবার ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে এফএ কাপ ফাইনালে তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে চেলসিকে। প্রথমার্ধের একঘেয়ে ফুটবল দেখে দর্শকরা বিরক্তিবোধ করছিলেন। ম্যাচের শুরু থেকেই চেলসির কৌশল ছিল অতি রক্ষণাত্মক। নিজেদের গুটিয়ে রেখে সিটিকে আটকে রাখাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। অন্য দিকে সিটির খেলায়ও চেনা ধার বা সৃজনশীলতা ছিল না। শেষপর্যন্ত ৭১ মিনিটে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড ও বার্নার্ডো সিলভার যুগলবন্দি থেকে পাওয়া বলে দর্শনীয় ফ্লিকে অ্যান্টোনিও সেমেনিও ম্যান সিটিকে কাঙ্খিত গোল এনে দেন। সমতা ফেরানোর সুযোগ পেলেও তা নষ্ট করেন চেলসির এনজো ফার্নান্ডেজ।

লিভারপুলকে হারিয়ে চমক ভিলার

লন্ডন, ১৬ মে : লিভারপুলকে ৪-২ গোলে হারিয়ে আগামী মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের যোগ্যতা অর্জন করল উনাই এমেরির অ্যাস্টন ভিলা। শুক্রবার জোড়া গোল করে ভিলার জয়ের নায়ক ওলি ওয়াটকিন্স। এই জয়ে ৩৭ ম্যাচে ৬২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের চতুর্থ স্থানে উঠে এল ভিলা। ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে বেশ চাপে লিভারপুল। ভিলার হয়ে বাকি গোল দুটি মরগ্যান রজার্স ও জন ম্যাকগিনের। লিভারপুলের জোড়া গোল ভার্জিল ভ্যান ডায়েকের। এই জয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে আগামী বুধবার ইউরোপা লিগের ফাইনালে ফ্রেইবার্গের মুখোমুখি হবে অ্যাস্টন ভিলা।

থাইল্যান্ড ওপেনের ফাইনালে ওঠার পর সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি।

ফাইনালে সাতচি

ব্যাংকক, ১৬ মে : থাইল্যান্ড ওপেন ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের ডাবলসে ফাইনালে উঠেছেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি। শনিবার সেমিফাইনালে তাঁরা ১৯-২১, ২২-২০, ২১-১৬ পয়েন্টে হারিয়েছেন মালয়েশিয়ার গো ফেই-নুর ইয়াজউদ্দিনকে। ফাইনালে সাতচির প্রতিপক্ষ ইন্দোনেশিয়ার লিও কার্নান্ডো-ড্যানিয়েল মার্টিন।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছাড়লেন রবিন

মুম্বই, ১৬ মে : মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে ১৪ বছরের দীর্ঘ সম্পর্কের ইতি টানলেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার রবিন সিং। ২০১০ সালে ফ্র্যাঞ্চাইজিটিতে যোগ দেওয়ার পর প্রথম তিন মরশুম হেড কোচের দায়িত্বও সামলেছেন তিনি। ২০২২ সালের পর আইপিএল দলের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও, সহ ফ্র্যাঞ্চাইজি এমআই এমিরেটসের হয়ে কাজ করছিলেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় রবিন লেখেন, 'মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে আমার পথ চলা আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হল। ২০১০ সাল থেকে এই অসাধারণ সফরে পাশে থাকার জন্য মুম্বই পরিবার এবং অনুরাগীদের অসংখ্য ধন্যবাদ।'

অ্যালেন-নারায়ণ শোয়ে ইডেন দখল

কলকাতা নাইট রাইডার্সকে বিস্ফোরক শুরু উপহার দিলেন ফিন অ্যালেন। ছবি : ডি মণ্ডল

কলকাতা নাইট রাইডার্স-২৪৭/২
গুজরাট টাইটান্স-২১৮/৪

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৬ মে : গুজরাট টাইটান্স ইনিংসের সতেরোতম ওভার।

সুনীল নারায়ণের হাতে বল। দ্বিতীয় বলেই শুভমান গিলের ক্যাচ অনুকূল রায়ের হাতে। বাউন্ডারি লাইনে দুরন্ত জাজমেন্ট, শরীরের ভারসাম্য রেখে অসাধারণ ক্যাচ। বেশ কয়েকবার রিপ্লে দেখার পর আঙুল উঠল আকাশের দিকে। একরাশ হতাশা নিয়ে ডাগআউটের পথে শুভমান। পাশে কার্যত বিজয়োৎসব শাহরুখ খানের নাইট সেনাদের।

ফিন অ্যালেন, অঙ্গকৃষ রঘুবংশীরা জয়ের মঞ্চ গড়ে দেওয়ার পরও অজানা আশঙ্কা তৈরি হচ্ছিল শুভমান-জস বাটলারের জুটিতে। নারায়ণ জুটি ভাঙতেই আশঙ্কা দূর। কলকাতা নাইট রাইডার্সের ২৪৭/২ স্কোরের জবাবে ২১৮/৪-এ আটকে যায় শুভমান ব্রিগেড। ২৯ রানে জয়। যার সুবাদে প্লে-অফের দৌড়ে ভেসে থাকা। ১২ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরে আজিঙ্কা রাহানের দল। প্রথম চারে পৌঁছোতে বাকি দুই ম্যাচেও জিততে হবে।

পাশাপাশি অন্য ম্যাচগুলির দিকে তাকিয়ে থাকা। কঠিন হলেও স্বপ্ন দেখাচ্ছে নাইটদের দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন। প্রথম ছয় ম্যাচে জয় নেই। শেষ ছয়ে পাঁচটিতেই জয়! অসম্ভবকে সম্ভব করার জেদ বজায় রেখে শনিবারের ইডেন গার্ডেন্স দখল। শুক্রবার দুই দলের প্র্যাকটিস শেষে ঝড়-বৃষ্টিতে লন্ডভন্ড হয়েছিল রাতের ইডেন। এদিনও ঝড় উঠল। শুরুতে ফিন অ্যালেনের। তারপর রঘুবংশী ও ক্যামেরন গ্রিনের ব্যাট থেকে। নিটফল চলতি লিগের নিজেদের সর্বোচ্চ স্কোরে পৌঁছে যাওয়া।

নাইট ত্রয়ীর বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের জবাবে বি সাই সুদর্শন-শুভমান গিল আগ্রাসী শুরু করেছিলেন। কিন্তু জুটিতে ব্রেক লাগে সুদর্শনের চোটে। কার্তিক ত্যাগীর বল অনসাইডে চালাতে গিয়ে মিস করেন। বল সোজা এসে বাঁহাতে কনুইয়ে লাগে। ব্যক্তিগত ২৩ রানের মাথায় যন্ত্রণা নিয়ে কনুইয়ে বরফ ঘষতে ঘষতে মাঠ ছাড়েন। নিশান্ত সিন্ধুকে (১) নিজের প্রথম বলে ফেরান নারায়ণ। এখান থেকে শুভমান (৮৫), বাটলার (৫৭) জমাটি ম্যাচের মঞ্চ তৈরি করেছিলেন।

আগের ম্যাচে শুভমান-প্রাচীরে ধাক্কা খেয়েছিল নাইটরা। এদিনও প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে ৮৫ রানের লড়াকু ইনিংস উপহার দেন গুজরাট অধিনায়ক। বাটলারের সঙ্গে ৯৫ রানের জুটিতে পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছিলেন। তবে নারায়ণ (২৯/২), গ্রিন (২৫/১), সৌরভ দুবে (২৩/১) রাশ আলগা হতে দেননি। ফলে গুজরাটের আস্কিং রেট লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে।

শুভমানরা চেষ্টা করে যাকে বাগে আনতে পারেননি। শেষপর্যন্ত শুভমান ফিরতেই জয় নিশ্চিত হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত ২৪৮-এর অনেক আগে ২১৮/৪ স্কোরে গুজরাটকে আটকে রেখে বেঁচে থাকার অক্সিজেন নিয়ে ফিরল কেকেআর। পারদ চড়ল 'করব, লড়ব জিতব রে' আস্ফালন।

কৃতিত্ব দাবি করতেই পারেন অ্যালেন। গুজরাটের তারকাখচিত বোলারদের নিয়ে এদিন কার্যত ছেলেখেলা করলেন নাইট-ওপেনার। আরও এক ব্যর্থ প্রয়াসে আজিঙ্কা রাহানে (১৪) ফেরার পর পুরোদস্তুর অ্যালেন শো। ১৪ ও ৩৩, দুই-দুইবার ক্যাচ ফেলে যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন গুজরাটের ফিল্ডাররা, তার পুরোদস্তুর ফায়দা তুলে ফিরলেন। আরসিবি-র কাছে হারে তৈরি হওয়া আশঙ্কার মেঘ সরিয়ে দলকেও ফেরালেন জয়ের লাইনে।

অ্যালেনের (৩৫ বলে ৯৩) বিস্ফোরক শুরুর পর ফিনিশ অঙ্গকৃষ রঘুবংশী (৪৪ বলে অপরাজিত ৮২), ক্যামেরন গ্রিনের (২৮ বলে ৫৫) যুগলবন্দিতে। ত্রয়ীর সম্মিলিত প্রয়াসে বাঁচার ম্যাচে চলতি লিগে সর্বোচ্চ ২৪৭/২ স্কোরের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে ম্যাচ কার্যত পকেটে পুরে নেয় নাইটরা। ১২ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে টিকে থাকার আশ্বাস। উলটো দিকে শনিবাসরীয় ইডেনে প্লে-অফের টিকিট নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে নামা গুজরাটের (১৩ ম্যাচে ১৬ রান) অপেক্ষা বাড়ল।

গুজরাট-বধ, প্লে-অফে টিকে থাকার সঙ্গে একাধিক প্রাপ্তি। ধোঁয়াশা দূর করে এদিন প্রত্যাবর্তন করেন বরুণ চক্রবর্তী। গতকাল প্র্যাকটিসে বোলিং করলেও কিছুটা খোঁড়াচ্ছিলেন। যা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়। টসের সময় যে জল্পনা দূর অধিনায়ক রাহানের ঘোষণায়-ফিরছেন বরুণ। ফিরলেন। বোলিং করার সময় খোঁড়ালেনও। কিন্তু লড়াইয়ের ময়দান ছাড়েননি। তবে চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি বরুণকে (৪৭/০)।

দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে এদিন নাইট জার্সিতে প্রথমবার দেখা গেল ১৮ কোটির শ্রীলঙ্কান পেসার মাথিশা পাথিরানাকেও। প্রথম ওভারে জাতও চেনালেন। কিন্তু চোট সারিয়ে ফেরা পাথিরানার প্রত্যাবর্তন যদিও ক্ষণস্থায়ী - মাত্র ৮ বল! নিজের দ্বিতীয় ওভারে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন। তাতে অবশ্য নাইটদের জয় আটকায়নি।

শুভমান গিলকে ফিরিয়ে উচ্ছ্বাস সুনীল নারায়ণ ও অনুকূল রায়ের।

আফগান টেস্টে প্রত্যাবর্তনের দৌড়ে সামিও

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ মে : চলছে আইপিএলের আসর। প্লে-অফের চার দল কারা হবে, জমে উঠেছে লড়াই।

আর তার মধ্যেই নিয়মিত বদলে চলা ভারতীয় ক্রিকেটের নানা সমীকরণ সামনে আসছে। আইপিএলের পরই আগামী ৬ জুন থেকে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম আফগানিস্তান টেস্ট ম্যাচ। আর সেই টেস্ট ম্যাচকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে চলছে নানা আলোচনা। অঙ্ক কষার পালা। আর সেই অঙ্কের মধ্যে প্রবলভাবে ঢুকে পড়েছেন মহম্মদ সামি। ভারতীয়

দল ঘোষণা ১৯ মে

ক্রিকেটের অন্দরের খবর, সামির সঙ্গে জাতীয় নির্বাচকদের ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়েছে। আফগান টেস্টের স্কোয়াডে তাঁকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

কেন সামি? চলতি আইপিএলের আসরে ১২ ম্যাচে ১০ উইকেট নিয়েছেন সামি। বাংলার হয়ে ঘরোয়া মরশুম শেষে আইপিএলের আসরে প্রচুর উইকেট না পেলেও তাঁর বোলিং দেখে সন্তুষ্ট নির্বাচকরা। সামির ফিটনেস নিয়েও আর কোনও সংশয় নেই। এমন অবস্থায় সামির টেস্টে প্রত্যাবর্তন নিয়ে চলছে জল্পনা। আগামী ১৯ মে হতে চলেছে আফগান টেস্টের দল ঘোষণা। যেখানে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজরা থাকবেন না বলেই খবর। তাঁদের বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে। বুমরাহ-সিরাজের অনুপস্থিতিতে সামিকে ফিরিয়ে এনে ভারতীয় পেস আক্রমণে অভিজ্ঞতা ও বৈচিত্র্যের মেলবন্ধন ঘটানোর পরিকল্পনা রয়েছে গৌতম গম্ভীরদের। নাম না লেখার শর্তে জাতীয় নির্বাচক কমিটির এক প্রতিনিধি আজ বিকেলে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'সামিকে নিয়ে

আলোচনা হয়েছে। আফগান টেস্টের দলে প্রত্যাবর্তন ঘটানোর প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে সামির।' উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে ইংল্যান্ডের ওভালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের আসরে শেষ টেস্ট খেলেছিলেন সামি। তারপর থেকেই কখনও চোট, কখনও বা ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের অপছন্দের কারণে টেস্ট স্কোয়াডের বাইরে সামি। আফগান টেস্টের স্কোয়াডে সামির শেষপর্যন্ত প্রত্যাবর্তন হলে নিশ্চিতভাবেই সুখবর হবে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্যও।

শীর্ষস্থান মজবুতে নজর বিরাটদের

শ্রেয়সদের প্লে-অফ স্বপ্ন বাঁচানোর লড়াই

ধরমশালা, ১৬ মে : প্রথম ৭ ম্যাচে অপরাজিত থাকার পর, শেষ ৫ ম্যাচের ৫টিতেই হার। একসময় খেতাব জয়ের দাবিদার পাঞ্জাব কিংস এখন প্লে-অফের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার লড়াইয়ে। প্লে-অফ নিশ্চিত করতে হলে শ্রেয়স আইয়ারদের বাকি থাকা দুই ম্যাচ জিততেই হবে। তারপরও বাকি দলগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে তাদের। এর মধ্যে প্রথমটি রবিবার লিগ তালিকায় শীর্ষে থাকা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে। যাদের নজর শীর্ষস্থান মজবুত করার দিকে।

পাঞ্জাবের ওপেনিং জুটি ভালো শুরুর পরেও তা কাজে লাগাতে পারছেন না শ্রেয়স, কুপার কনোলি, শশাঙ্ক সিংরা। অন্যদিকে, অগোছাল বোলিং এবং ফিল্ডিং সমস্যা আরও বাড়িয়েছে।

ক্রিকেটপ্রেমীদের নজর ফের একবার থাকবে বিরাট কোহলির দিকে। টানা দুই ম্যাচে শূন্য করার পর শতরানে রাজকীয় কামব্যাক করেছেন তিনি। অন্যদিকে, বুড়ো হাড়েও আগুনে বোলিং করছেন ভুবনেশ্বর কুমার। ইতিমধ্যেই ১২ ম্যাচে ২২ উইকেট তাঁর ঝুলিতে। ধরমশালার বোলিং সহায়ক পিচে জ্বলে উঠতে পারেন ৩৬ বছরের পেসার।

ধরমশালায় আরসিবি-র এক অনুষ্ঠানে পিয়ানোয় সুর তুলেছেন বিরাট কোহলি।

তবে পাঞ্জাবের অফ ফর্মের জন্য হোমগ্রাউন্ড বদলের দিকেও আঙুল তুলছেন বিশেষজ্ঞরা। নিউ চণ্ডীগড় ভারতের অন্যতম বড় আউটফিল্ড। তুলনায় ধরমশালার মাঠ অনেকটাই ছোট। পাঞ্জাব কিংসের প্রাক্তন স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীনের কথায়, 'আমাদের সময়ও আমরা মোহালিতে ৫ ম্যাচ জিতে ইন্দোরে গিয়েছিলাম, তারপরই ছিটকে যাই। এই মরশুমেও পাঞ্জাব টানা হেরেছে। তবে সেটা শুধু মুল্লানপুরে নয়, ধরমশালাতেও ওদের খেলতে হয়েছে। যেখানে ব্যাট করা সহজ নয়। মানিয়ে নিতে সময় তো লাগবেই।'

একইসঙ্গে আইপিএলে সবচেয়ে সফল তিন ফ্র্যাঞ্চাইজি চেন্নাই সুপার কিংস, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এবং কলকাতা নাইট রাইডার্সের উদাহরণও তুলে ধরছেন অশ্বীন, 'কেকেআর, মুম্বই এবং সিএসকে-তিন দল মোট ১৩টি ট্রফি জিতেছে। এরা কিন্তু কখনোই নিজেদের হোম গ্রাউন্ড বদল করেনি।'

তবে রবিবারের ম্যাচটি বিকেলে। ফলে টস অতটাও গুরুত্বপূর্ণ নয়। ছন্দে ফিরবেন শ্রেয়সরা নাকি ধরমশালায়ও বিজয়রথ ছুটবে কোহলিদের-সেদিকেই তাকিয়ে ক্রীড়াপ্রেমীরা।

আশা টিকিয়ে রাখার ম্যাচ রাজস্থান-দিল্লির

নয়াদিল্লি, ১৬ মে : আইপিএলে জমে গিয়েছে প্লে-অফের লড়াই। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া দিল্লি ক্যাপিটালস ক্ষীণ আশা নিয়ে রবিবার নামছে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে। আশঙ্কার মেঘ ছেয়ে রয়েছে তাদের শিবিরেও। ভয়, আরও একটি সম্ভাবনাময় মরশুমের শেষ প্রান্তে এসে চেনা ছন্দে খেই হারিয়ে ফেলার। অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইটের নীচে পয়েন্ট টেবিলের যথাক্রমে সপ্তম ও পঞ্চম স্থানে থাকা এই দুই দলের লড়াই এবং টিকে থাকার মরিয়া চেষ্টা মূল আকর্ষণ হতে চলেছে। এখনও কাগজে-কলমে টিকে থাকলেও, দিল্লির সমীকরণটি অত্যন্ত সহজ ও নিষ্ঠুর, বাকি থাকা দুই ম্যাচই জিততে হবে ও অন্য ম্যাচের ফল যাতে তাদের পক্ষে যায়, সেই প্রার্থনা করতে হবে। সব ম্যাচ জিতলেও হয়তো শেষরক্ষা হবে না। কারণ -০.৯৩৩ নেট রান রেটের কারণে তাদের ভাগ্য নিজেদের হাতে নেই।

দিল্লির জয় নির্ভর করছে ছন্দের খোঁজে থাকা টপ অর্ডারের ওপর, বিশেষ করে লোকেশ রাহুলের ফর্মে ফেরার ওপর। মরশুমের বেশির ভাগ সময় জুড়েই দর্শনীয় ব্যাটিং করা রাহুল পরপর চারটি ম্যাচে কম রানে আউট হয়ে এক কঠিন সময়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আইপিএলে আজ

INDIAN PREMIER LEAGUE

পাঞ্জাব কিংস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
সময় : বিকেল ৩.৩০ মিনিট
স্থান : ধরমশালা

দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম রাজস্থান রয়্যালস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নয়াদিল্লি

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

চাপ কাটিয়ে নাইটদের দিশা দিচ্ছেন ফিন

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ মে : স্বপ্ন এখনও বেঁচে। প্লে-অফ এখনও সম্ভব।

গুজরাট টাইটান্সের দখল নিয়ে লিগ টেবিলে সাত নম্বরে কলকাতা নাইট রাইডার্স। বাকি থাকা দুই ম্যাচে জিততে পারলে প্লে-অফ এখনও সম্ভব। প্রতিযোগিতার শুরুটা খুব খারাপ হয়। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে শেষ ছয় ম্যাচের পাঁচটিতে জয়। বড় রানের ম্যাচে দুই উইকেট নিয়ে নাইটদের ভরসা দিয়ে জয় নিশ্চিত করেছেন সুনীল নারায়ণ। একইসঙ্গে ব্যাট হাতে শুরুতেই ঝড় তুলে বড় রানের মঞ্চটা তৈরি করে দিয়েছিলেন ফিন অ্যালেন। ম্যাচ জয়ের পর মধ্যরাতের সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কেকেআরের কিউয়ি ওপেনার জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতার শুরুতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বেশি চাপ নিয়ে ফেলেছিলেন। সময়ের সঙ্গে চাপ কাটিয়ে তিনি এখন ছন্দে। ফিনের কথায়, 'প্রতিযোগিতার শুরুতে নিজের উপর অনেক চাপ নিয়ে ফেলেছিলাম। পরে সেই চাপ কাটিয়ে নিজেকে নতুনভাবে মেলে ধরেছি। দলের সাফল্যে অবদান রাখতে পেরে ভালো লাগছে।'

টসে হেরে কেকেআরের ব্যাটিংয়ের শুরুতে উইকেট সহজ ছিল না একেবারেই। বড় শট খেলা

পরিশ্রমের ফল : নারায়ণ

কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। ফিনের ব্যাটিং দেখে সেই সব বোঝা যায়নি। কেকেআর ওপেনারের কথায়, 'উইকেট খুব একটা সহজ ছিল না। তাই একটু বেশি দায়িত্ব নিয়েই ব্যাটিং করতে হয়েছিল।' অঙ্গকৃষ রঘুবংশীর ব্যাটিংয়েরও প্রশংসা শোনা গিয়েছে ফিনের গলায়। তার চেয়েও বেশি প্রশংসা করেছেন বরুণ চক্রবর্তীর। যেভাবে ভাঙা পা নিয়ে তিনি বল করেছেন, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। ম্যাচের সেরা হয়ে নারায়ণের মুখেও দলের কথা। কেকেআরের রহস্য স্পিনার বলেছেন, 'কঠিন পরিশ্রমের ফল পাচ্ছি আমরা। সব ম্যাচই আলাদা চ্যালেঞ্জ। আমরা এখন সব চ্যালেঞ্জের জন্য তৈরি।'

অর্ধশতরানের পথে অঙ্গকৃষ রঘুবংশী। শনিবার। ছবি : ডি মণ্ডল

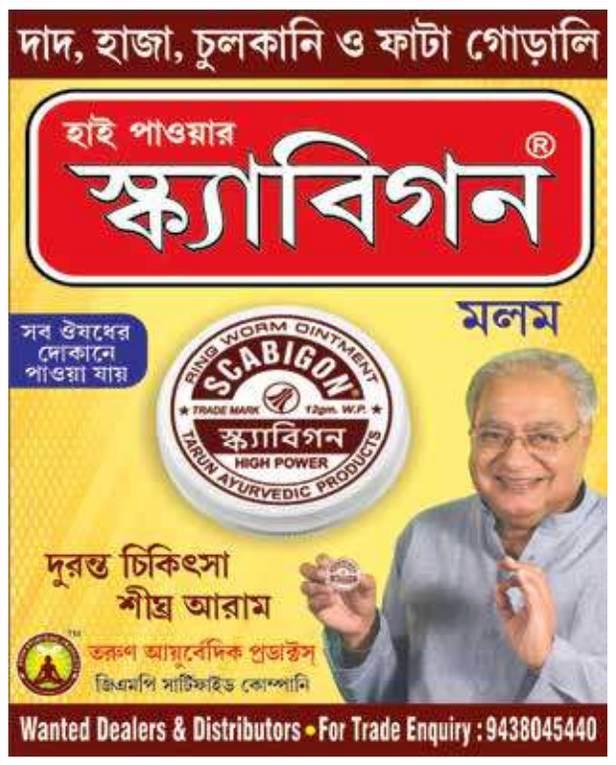

সিএবি-তেও রং বদলের প্রক্রিয়া

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ মে : অনাচার করো যদি, রাজা তুমি ছাড়ো গদি!

সরকার পরিবর্তন হয়েছে বাংলায়। সেই পরিবর্তনের রেশ বাংলা ক্রিকেট সংস্থার অন্দরেও।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অতীত করে দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। নয়া সরকারের জমানায় আজ ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম ম্যাচ হয়ে গেল। উনিশ নম্বর আইপিএলের আঙিনায় কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম গুজরাট টাইটান্সের ম্যাচের ফল নিয়ে যত না বেশি আগ্রহ ছিল, তার থেকেও বেশি চর্চা ছিল বাংলার পট পরিবর্তন নিয়ে। ধারাভাষ্যের কাজে ইডেনে হাজির হওয়া রবি শাস্ত্রী থেকে শুরু করে পরিবার নিয়ে ইডেনের গ্যালারিতে হাজির হওয়া সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমী, সবার আলোচনাতেই ক্রিকেট ছাপিয়ে শুধুই বাংলার রাজনীতি।

পালাবদলের পর নতুন সরকার ইতিমধ্যেই তার কাজ শুরু করে দিয়েছে। রাতের সিএবি-তে সেই সরকারের প্রভাবও স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। টসে হেরে নাইটদের ব্যাটিং শুরুর সঙ্গেই সিএবি-র অন্দরে নজরে এল নানা রঙিন ছবি। প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা বিধায়ক অশোক দিন্দা আজ হাজির হয়েছিলেন সিএবি-তে। খেলা দেখার মাঝেই তিনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'কারও দিন কখনও সমান যায় না। পরিবর্তন চেয়েছে মানুষ। তার প্রভাব সিএবি-তেও এবার দেখতে পাবেন।'

কারও গলায় গেরুয়া উত্তরীয়। কেউ আবার গেরুয়া পাঞ্জাবি পরে হাজির হয়েছেন কেকেআর বনাম গুজরাটের ম্যাচ দেখতে। কারও কপালে আবার গেরুয়া টিপ। একেবারে গেরুয়ায় মাতোয়ারা সিএবি। সংবাদমাধ্যমের জন্য নির্দিষ্ট হ্যান্ড ব্যান্ডের রংও চমকপ্রদভাবে গেরুয়া। তার মধ্যেই বাংলা ক্রিকেটের রাজনীতির বদল নিয়েও নানাদিকে জোরদার আলোচনা। ইডেনের গ্যালারির আবেগও আগের মতোই রয়েছে। কিন্তু তার মাঝেই ক্রিকেট ছাপিয়ে রাজনীতির আলোচনা সামনে এসেছে। বাংলার বর্তমান সরকার কীভাবে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, বাংলার ক্রিকেটের আঙিনায় রাজনৈতিক পালাবদলের কেমন প্রভাব দেখা যাবে- চর্চা চলল খেলার পুরো সময়ই। ইডেনের ক্লাব হাউসের আপার টায়ারে কেকেআরের ইনিংস শেষের সময় আচমকা দেখা হল হাওড়ার রজত পালের সঙ্গে। পরিবার নিয়ে খেলা দেখতে এসে তিনি বলছিলেন, 'অনেক খোলা মনে খেলা দেখছি। এই সরকারের কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা। দেখা যাক কী হয়।'

সরকার বদলের প্রভাব বাংলার ক্রিকেটে কতটা পরিবর্তন আনতে পারে, সেটাই এখন দেখার।

আসরে ফের বাঙ্কারহিল

কলকাতা, ১৬ মে : শুক্রবার মুম্বই সিটি এফসি-র কাছে হারের পর আইএসএল থেকে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অবনমন নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। ঠিক তার পরদিনই অর্থাৎ শনিবারই আসরে নামল সাদা-কালোর কার্যত প্রাক্তন হয়ে যাওয়া লগ্নিকারী সংস্থা বাঙ্কারহিল। এদিন রেড রোডের ধারে ক্লাব তাঁবুতে সাদা-কালো সমর্থকদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন বাঙ্কারহিল কর্তা দীপককুমার সিং।

ক্লাবের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় মহমেডান থেকে নিজেদের একরকম দূরে সরিয়ে রেখেছিল বাঙ্কারহিল। তবে এদিন বৈঠকে দীপক সিং জানান, ক্লাব ম্যানেজমেন্টে পরিবর্তন এলে আবার মহমেডানের দায়িত্ব নিতে তৈরি তাঁরা। সূত্রের খবর, ঘনিষ্ঠ মহলে ক্লাব সচিব পদ থেকে ইস্তিয়াক আহমেদ রাজুকে সরিয়ে সেই জায়গায় ওয়াসিম আক্রামকে ফেরানোর দাবি করেছেন তিনি। সেক্ষেত্রে অবনমন বাঁচাতে সুপ্রিম কোর্টের মামলা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেও রাজি বাঙ্কারহিল।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়িনী হলেন
গরুবাথান-এর এক বাসিন্দা

16.02.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 87C 44262 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমাদের রাজ্যের অনেক এলাকায় ডিয়ার লটারির সহায়তায় নারীশক্তি উন্নতি হয়েছে। বহু মানুষের আর্থিক স্থিতিশীলতা ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে এবং ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকা জেতায় অনেকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হচ্ছে। এটি আমাদের পরিবারকে ভবিষ্যতের মুখোমুখি হতে আরও শক্তিশালি করে তুলেছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, গরুবাথান - এর একজন বাসিন্দা রীনা সুব্বা - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

শাশ্বতের ৯২, সাধনের ৪ উইকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ মে : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের স্নাতকোত্তর স্তরের ক্রীড়ায় পুরুষদের আন্তঃ বিভাগীয় ক্রিকেটে শনিবার ফিলোজফি ৩৭ রানে হারিয়েছে নেপালি-ইকোনমিক্সকে। টসে হেরে ফিলোজফি ৮ ওভারে ৪ উইকেটে ৭৫ রান তোলে। বিশ্বজিৎ সরকার ৩৭ রানে অপরাজিত থাকেন। বিভাস মুখিয়া ২২ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে নেপালি-ইকোনমিক্স ৮ ওভারে ৬ উইকেটে ৩৮ রানে আটকে যায়। সুশান্ত বিশ্বাস ১১ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।

পরে ইংরেজি ১০৭ রানে চূর্ণ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে। টসে জিতে ইংরেজি ৮ ওভারে ৪ উইকেটে ১২৯ রান তোলে। শাশ্বত গোপের অবদান ৯২ রান। জবাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৪.৫ ওভারে ২২ রানে গুটিয়ে যায়। সাধন পালের শিকার ৪ রানে ৪ উইকেট।

দিনের শেষ ম্যাচে অঙ্ক ৪ উইকেটে জিতেছে ডিএলএলই-র বিরুদ্ধে। টসে হেরে ডিএলএলই ৮ ওভারে ৮ উইকেটে ৫৮ রান তোলে। সৌরভ দে ১৬ রান করেন। সিদ্ধার্থ ছেত্রী ও অপূর্ব সিংহ ২ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে অঙ্ক ৬.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ৬১ রান তুলে নেয়। শ্রীনন্দ সরকার ৩১ রানে অপরাজিত থাকেন। তৌসিফ আলমের শিকার ১৪ রানে ৩ উইকেট।

আজ প্রথম ডিভিশন শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ মে : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ রবিবার শুরু হবে। এবার অংশগ্রহণকারী ১৫টি দলকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে আগামীকাল দুপুর ৩টায় শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ মুখোমুখি হবে নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাবের।

আজ ডিজিটিএস-এর সাইকেল ম্যারাথন, থাকবেন বাইচুং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ মে : ডিরেক্টর জেনারেল অফ ট্যাক্সপেয়ার সার্ভিসের (ডিজিটিএস) নির্দেশে রবিবার সকালে ফিট ইন্ডিয়া ক্যাম্পেনের অন্তর্গত সাইকেল ম্যারাথন আয়োজন করা হবে। আয়োজকদের তরফে এনএল শেরপা জানিয়েছেন, আগামীকাল ভোর ৬টায় হিমাচল বিহারের রেসিডেন্টশিয়াল কোয়ার্টার্স কমপ্লেক্স থেকে সাইকেল ম্যারাথন শুরু হবে। যা শেষ হবে সুকনায় ইলা পাল চৌধুরী মেমোরিয়াল ট্রাইবাল হিন্দি হাইস্কুলের মাঠে। সাইকেল ম্যারাথনে জিএসটি ও কাস্টমস আধিকারিকদের সঙ্গে শিলিগুড়ি সাইকেল ক্লাব, রংটং সাইকেল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা অংশ নিচ্ছেন। দৌড়ের সমাপ্তি স্থলে উপস্থিত থাকবেন ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া।